মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০১৯

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা গাঢ় অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিৎনাসমূহ আসার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন মানুষ সকালে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফির অবস্থায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে' *(মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান ১৪৪০ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বাং
মে ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন *(৩য় কিস্তি)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ রাস্তার আদব সমূহ ০৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি ১৪
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ ই'তিকাফ : গুরুত্ব ও ফযীলত ১৮
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

♦ শবেবরাত ২২
-আত-তাহরীক ডেস্ক

♦ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ২৫
-আত-তাহরীক ডেস্ক

♦ যাকাত ও ছাদাক্বা ২৭
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

♦ ক্রাইস্টচার্চে হামলা : বর্ণবাদীদের মুখোশ উন্মোচন ২৮
-জুয়েল রানা

◈ **মনীষী চরিত :** ♦ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *(জুলাই'১৮ সংখ্যার পর)* ৩০
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **ভ্রমণ স্মৃতি :** ♦ দক্ষিণাঞ্চল সফরের টুকিটাকি ৩৭
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **কবিতা :** ৪১

♦ রামাযানের হাতছানি ♦ মধুমাখা নাম
♦ ওরা মুসলিম বলে ♦ ভাবরে মনা

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪২

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৫

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

স্কুল-মাদ্রাসা থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কোর্স বাতিল করুন!

বিবিসি বাংলার তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের অর্থায়নে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সালের শেষ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সরকারের 'জেনারেশন ব্রেক থ্রু' নামক একটি প্রকল্প সম্প্রতি শেষ হয়েছে। যা পুনরায় শুরু হ'তে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পে ঢাকা সিটি, বরিশাল সিটি, পটুয়াখালী ও বরগুনার ৩০০টি স্কুল ও ৫০টি মাদ্রাসাকে যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় এদেশের কিশোর-কিশোরীদের শ্রেণী কক্ষে যৌন শিক্ষা প্রদান করা। সাবেক বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ-এর আমলে চালু করা এ কোর্সটি এতদিন তেমন প্রচার পায়নি এবং বৃহত্তর জনগণের নযরে পড়েনি। এই ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী যেমন শতভাগ পাসের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান ধ্বংস করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের নামে যেভাবে সেগুলিকে আধা সেক্যুলার বানিয়েছেন, তেমনি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ধ্বংসের জন্য অন্যান্য অপতৎপরতার সাথে উপরোক্ত ধ্বংসাত্মক প্রকল্প চালু করে গেছেন। দেশে ইভটিজিং, ব্যভিচার ও ধর্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির জন্য এই শিক্ষামন্ত্রী ও সরকারকে পরকালে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য মতে, সব বিদ্যালয় থেকে এসেছে অভূতপূর্ব সাড়া। এই প্রকল্পে উৎসাহ দাতা বাংলাদেশের অতি সেক্যুলার তথাকথিত প্রগতিবাদী দৈনিক পত্রিকাটি তাদের অনুগামী জনৈক গবেষককে দিয়ে সম্প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিরাট কলাম লিখিয়েছেন। সেখানে তিনি উক্ত প্রকল্পের পক্ষে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং আলেম সমাজকে মিছরীর ছুরি দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চার কলামব্যাপী লেখায় বিভিন্ন কথার মধ্যে লিখেছেন যে, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা উদ্যোগটি এ রকম বহু বিবেচনায় দরকারি। এটা অন্য কোন শিক্ষার বিকল্প নয় সম্পূরক মাত্র। বর্তমানে ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। বয়ঃসন্ধিকালে এদের মধ্যে অনেক কৌতূহল তৈরি হয়। তার সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর তাদের কাছে থাকা জরুরি। এদের লক্ষ্য করেই স্বাস্থ্যশিক্ষার এই উদ্যোগ। যেসব স্কুলে এসব পাঠ্যক্রম চলছে, সেখানে সামান্য ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উদ্যোগটি ইতিবাচকভাবে নিয়েছে বলেই দেখা যায়। বিবিসি বাংলা বিভাগের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যেসব মাদ্রাসাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখানেও ভাল সাড়া পাওয়া গেছে'।

তিনি বলেছেন, 'আলেম সমাজ যদি মনে করে, স্কুল পর্যায়ের বদলে শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথকভাবে এরূপ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহলে সে বিষয়ে তারা মতামত দিতে পারে। পুরো বিষয়টা সম্পর্কে তারা ধর্মভিত্তিক একটা পর্যালোচনা ও গঠনমূলক মতামত দিতে পারত। এতে তাঁদের মতামতের কারিগরি মূল্য অনেক বাড়ত। সেটা না করে সমাজের শ্রদ্ধাভাজন এই নেতৃত্ব যেভাবে পুরো পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন, তা কতটা বাস্তবসম্মত হয়েছে, সে বিষয়ে পুনর্ভাবনা দরকার। আমাদের দেশে পাঠ্যসূচি প্রায় প্রতিবছর নবায়ন হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়েও যৌক্তিক মতামত বিবেচনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং আছে'।

সবশেষে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'সন্দেহ নেই এ ধরনের শিক্ষা উদ্যোগ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়াই উত্তম। প্রয়োজনে আপত্তি উত্থাপনকারীদের সঙ্গেও খোলামেলা কথা হতে পারে। জাতীয় স্বার্থে নেওয়া সুচিন্তিত কোনো কর্মসূচি রাজনৈতিক বিবাদে অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই কাম্য'।

আমাদের প্রশ্ন, ২০১৪ সালে যখন এটি চালু করা হয়েছিল, তখন কি সেখানে জাতীয় ঐক্যমত নেওয়া হয়েছিল? গণতান্ত্রিক কোন দেশে জাতীয় ঐক্যমত বলে কিছু আছে কি? পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই কি জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে চলছে? ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে শিক্ষার নামে বছরের পর বছর ধরে যে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছে, সেটা কি জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে হচ্ছে? পাশ্চাত্যের যেসব দেশে এই ধরনের 'প্রজনন শিক্ষা কোর্স' চালু আছে, সেখানকার ফলাফলটা কি? ঐসব দেশগুলি ফ্রি সেক্স-এর কবলে পড়ে এখন যে পুরোপুরি শয়তানী দেশে পরিণত হয়েছে, তাতে কি এখন আর কোন রাখ-ঢাক আছে? উদ্যোক্তারা কি চান, বাংলাদেশ অতি দ্রুত অনুরূপ শয়তানী দেশে পরিণত হৌক!

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ১০টি শীর্ষ ধর্ষণ কবলিত দেশ হ'ল, (১) যুক্তরাষ্ট্র (২) দক্ষিণ আফ্রিকা (৩) সুইডেন (৪) ভারত (৫) যুক্তরাজ্য (৬) জার্মানী (৭) ফ্রান্স (৮) কানাডা (৯) শ্রীলঙ্কা ও (১০) ইথিওপিয়া। ঐসব অমুসলিম দেশে অনেক দিন যাবৎ যৌন শিক্ষা চালু আছে। কিন্তু তাতে সেখানে নারী নির্যাতন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ঐসব দেশের অভিভাবকরা স্কুলে তাদের সন্তানদের যৌন শিক্ষা দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। এমনকি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নিজেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাহ'লে বাংলাদেশ সরকার জনগণের কোন কল্যাণের স্বার্থে এই শয়তানী প্রকল্প চালু করেছেন? অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ্র কাছে ও বান্দার কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। এদেশের হিন্দু-মুসলিম কোন ভদ্র নাগরিক এই প্রকল্প সমর্থন করতে পারেন না। জাতীয় ঐক্যমতের তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এজন্যই তো অতি সংগোপনে এটি চালু করা হয়েছে। ১৯৭১-এর পূর্বে এদেশের মানুষ 'ধর্ষণ' শব্দের সাথে পরিচিত ছিল কি-না সন্দেহ। অথচ এখন সেটি দিন দিন সস্তা হয়ে যাচ্ছে। যদিও ১৯৯১ সাল থেকে মাঝখানে দু'বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিয়ে দেশে একটানা ২৬ বছর চলছে নারী শাসন।

হ্যাঁ, এদেশে একটি বিষয়েই মাত্র ঐক্যমত আছে। আর সেটি হ'ল 'ইসলাম'। অথচ কোন সরকারই বাস্তবে সেটি চান না। ইসলাম কোন বেহায়াপনাকে অনুমোদন দেয় না। প্রজনন শিক্ষার জন্য বয়ঃসন্ধিকালে যা প্রয়োজন, ইসলামী শিক্ষার মধ্যেই সেটি আছে। যা ইসলামী বই-পুস্তকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে। সাথে সাথে তারা তাদের মা-খালাদের কাছ থেকেই সবকিছু জেনে নেয়। ৭ বছর বয়সে মুসলিম বাচ্চাদের ছালাত শিখানোর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ)*। তাই বাধ্যতামূলকভাবে তাদের 'পবিত্রতা' শিখতে হয়। যুগ যুগ ধরে পারিবারিক শালীন পরিবেশে এগুলি শেখানো হয়ে থাকে। এটিকে স্কুল-মাদ্রাসার ক্লাস রুমে নিয়ে ছেলে-মেয়েদের একত্রে

[বাকী অংশ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৩য় কিস্তি)

৬. সন্দেহজনক উপার্জন : নিজ হাতের উপার্জনই সর্বোত্তম উপার্জন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، 'কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই'।[১] আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'যখন ছালাত আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা যমীনে বেরিয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তথা রিযিক অনুসন্ধান কর' *(জুম'আ ৬২/১০)*। ব্যবসা সম্মানজনক উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। অনেক নবী-রাসূলও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কুরআনুল কারীমেও এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। ব্যবসায়ের পদ্ধতি, শর্ত-শরায়েত এবং হালাল-হারাম সবকিছুই সুস্পষ্ট। কিন্তু অধুনা এমন সব ব্যবসায়ের পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, যার হালাল-হারাম হওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক জ্ঞানীজনও বুঝতে পারেন না। বাহ্যত হালাল মনে হ'লেও বাস্তবে তা হালাল নয়। আবার এ ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় একশ্রেণীর নামী-দামী আলেমকে। যারা শুধু 'সাইনিং মানী' ও 'সিটিং ফী' পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। বাস্তবে কী সর্বনাশ করছেন তা খতিয়ে দেখেন না। এ ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে- হালাল নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় ব্যবসায় সম্পৃক্ত না হওয়া। দেড় হাযার বছর আগেই রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন যাবতীয় অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকতে। নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ– 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। যেগুলো (হালাল না হারাম সে বিষয়ে) অধিকাংশ মানুষই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করে চলল, সে তার দ্বীন ও সম্মান সংরক্ষণ করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে লিপ্ত হ'ল। যেমন যে রাখাল তার পশুপালকে (নিষিদ্ধ এলাকার) সীমানার নিকটে চরাবে, এতে হয়ত তার পশু নিষিদ্ধ এলাকায় মুখ ঢুকিয়ে দিবে (অর্থাৎ ফসল খেয়ে ফেলবে)'।[২] সন্দিগ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা সম্পর্কে হাসান বিন আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ– 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে এই কথাটি ভালভাবে মুখস্থ রেখেছি যে, (তিনি বলেছেন) সন্দিগ্ধ বিষয় ছেড়ে দাও এবং সন্দেহমুক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হও। নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতায় রয়েছে প্রশান্তি ও মিথ্যায় আছে সন্দেহ'।[৩]

রাসূল (ছাঃ) সন্দেহজনক বিষয় থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, একবার পথ অতিক্রমকালে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে তিনি বললেন, لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا– 'যদি এটি ছাদাক্বার খেজুর বলে সন্দেহ না হ'ত, তবে তা আমি খেতাম'।[৪] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّىْ لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِىْ فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا– 'আমি আমার ঘরে ফিরে যাই। অতঃপর আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি, খাওয়ার জন্য তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা ছাদাক্বার খেজুর হবে। অতঃপর তা আমি রেখে দেই'।[৫] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ছাদাক্বা গ্রহণ সিদ্ধ ছিল না।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণও সন্দেহ ও অস্পষ্ট বিষয় থেকে দূরে থাকতেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূবকর (রাঃ)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল।... একদিন সে কিছু খাবার নিয়ে আসল এবং তিনি তা থেকে আহার করলেন। অতঃপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি তা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে, যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, এটা কি? অর্থাৎ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। আর ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তবুও প্রতারণামূলকভাবে আমি এটি করেছিলাম। (কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হয়ে যায়) ফলে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলে ঐ গণনার বিনিময়ে সে আমাকে হাদিয়া স্বরূপ এগুলি প্রদান করে, যা আপনি আহার করলেন। আবূবকর (রাঃ) এ কথা শুনামাত্র মুখের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সব বের করে দিলেন'।[৬]

---

১. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।*

২. *বুখারী হা/৫২; তিরমিযী হা/১২৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৯; মিশকাত হা/২৭৬২, ঐ, বঙ্গানুবাদ ৬/২ পৃঃ হা/২৬৪২।*

৩. *তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩।*

৪. *বুখারী হা/২০৫৫, ঐ বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/১৯২৭; মুসলিম হা/১০৭১।*

৫. *বুখারী হা/২৪৩২, ঐ বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/২২৭০; মুসলিম হা/১০৭০।*

৬. *বুখারী হা/৩৮৪২; ঐ, বঙ্গানুবাদ ইফাবা. হা/৩৫৬৪।*

রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সন্দেহজনক বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও আজ আমরা অন্ধ। হালাল-হারামের কোনরূপ বাছ-বিচার না করেই যা খুশী তাই দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে চলেছি। যেকোন উপায়ে দুনিয়া উপার্জনই যেন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় যেন সকলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তাই তো রাসূল (ছাঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন, لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلاَّ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، 'মানুষের নিকটে এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ পরোয়া করবে না যে, সে কি গ্রহণ করছে বা উপার্জন করছে, তা কি হালাল উপায়ে, নাকি হারাম উপায়ে?'।[৮]

অতএব পরলোকে প্রশান্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আমাদেরকে উপার্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংযমী হ'তে হবে। ব্যবসায়ে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। লোভ সংবরণ করতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে যাবতীয় অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত উপার্জন থেকে। কেননা মনের অজান্তেও যদি হারাম গলাধঃকরণ হয়ে যায়, সেকারণে হয়ত জান্নাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য হয়ে যেতে পারে। এই ভীতি সবসময় হৃদয়ে লালন করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ، 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[৯]

৭. জবরদখলের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

মানুষ যখন ক্ষমতার দাপটে ও অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের চিন্তা মন-মগজ থেকে উঠে যায় তখন সে তার পেশীশক্তিবলে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করে। অন্যায়ভাবে মানুষের জায়গা-জমি, বাড়ী-গাড়ি, দোকান-পাট ইত্যাদি দখল করে নেয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নির্যাতনী নীতি প্রয়োগে ক্ষমতাধররা সমাজের দুর্বল ও অসহায় বনু আদমের উপর যুলমের খড়্গ চাঁপিয়ে সহায় সম্পদ সব লুটে নেয়। সমাজের এই ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করার ক্ষমতাও সাধারণ মানুষের নেই। ক্ষমতার ছত্রছায়ায় এরা যাচ্ছেতাই করে বেড়ায়। অথচ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা অন্য কিছু জবরদখলের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়িরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[১০] সালেম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ، 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির কিয়দংশ জবরদখল করে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন এজন্য তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হবে'।[১১]

অন্য হাদীছে আছে, ইয়া'লা ইবনে মুররাহ হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ- 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচারকার্য শেষ হয়'।[১২]

এমনকি যমীর নিশানা বা সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করা বা চুরি করাও জঘন্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল চুরি করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন'।[১৩] অন্য বর্ণনায় আছে لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন'।[১৪]

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করল। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জাহেলী যুগে এই ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থী ছিল ইমরুল কায়েস বিন 'আবেস আল-কিন্দী আর বিবাদী ছিল রাবী'আ বিন 'ইবদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদীকে বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। সে বলল, আমার কোন সাক্ষী নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার কাছ থেকে

৭. *বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।*
৮. *বুখারী হা/২০৫৯; মিশকাত হা/২৭৬১. ঐ বঙ্গানুবাদ ৬/২, হা/২৬৪১।*
৯. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
১১. *বুখারী হা/২৪৫৪, ৩১৯৬; মিশকাত হা/২৯৫৮।*
১২. *আহমাদ হা/১৮০৩৭; ছহীহাহ হা/২৪০।*
১৩. *মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।*
১৪. *মুসলিম হা/১৯৭৮; নাসাঈ হা/৪৪৪২; মিশকাত হা/৪০৭০।*

তোমার এতটুকুই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যখন সে শপথ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِىَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহ্র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[১৫]

অপরদিকে সমাজে এমন অনেক দাপটে ব্যক্তি আছেন, যারা বিনা নোটিশে বা বিনা অনুমতিতে জোর করে অন্যের জমিতে লাঙ্গল দেন। অর্থাৎ চাষাবাদ করেন। এটিও মারাত্মক যুলুম। এভাবে বিনা অনুমতিতে কারো জমিতে চাষাবাদ করা বৈধ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শরী'আতের ফায়ছালা হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি জোর করে চাষাবাদকৃত জমির ফসলের কোন অংশ পাবে না, কেবলমাত্র চাষাবাদের খরচ ব্যতীত। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَرَعَ فِىْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ، 'যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের জমিতে কৃষিকাজ করে, তার জন্য কৃষির কোন অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র'।[১৬]

প্রিয় পাঠক! এভাবে জবরদখল করে সম্পদের মালিক হয়ে দুনিয়াতে ধনী হওয়া যায় বটে, কিন্তু আখেরাতে হ'তে হবে নিঃস্ব। কেননা আল্লাহ্র অধিকার বা 'হাক্কুল্লাহ' ক্ষুণ্ন হ'লে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক বিনষ্ট হ'লে তিনি ক্ষমা করবেন না। বান্দার নিকট থেকেই ক্ষমা নিতে হবে। নচেৎ ক্বিয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ، 'তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব বা দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবা পত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত (নেকী) নিয়ে উপস্থিত হবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে (দুনিয়াতে) সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ জবরদখল করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। এরপর পাওনাদারদেরকে একে একে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ তার উপর চাঁপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১৮]

৮. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আখেরাতে ব্যক্তির জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। কেননা এসবই 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এতে মালিকের অগোচরে, কখনো জোর-জবরদস্তি করে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়। অথচ এ থেকে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯,৩০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

চুরি করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[১৯] যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। চোরের দুনিয়াবী শাস্তি হচ্ছে হাত কাটা। আল্লাহ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، 'চোর পুরুষ হৌক নারী হৌক তার হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে।

১৫. *মুসলিম হা/১৩৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/২৫৮ 'ঈমান' অধ্যায়; আহমাদ হা/১৮৮৮৩।*
১৬. *আবূদাঊদ হা/৩৪০৩; ইবনু মাজাহ হা/২৪৬৬; তিরমিযী হা/১৩৬৬; মিশকাত হা/২৯৭৯।*
১৭. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*
১৮. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।*
১৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮।*

আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এটাই তার শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহা প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ৫/৩৮)*। আর তা বাস্তবায়ন করবে দেশের দায়িত্বশীল সরকার, বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তি নয়। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। মন্ত্রী-এমপির পুত্র বা ক্ষমতাসীনদের কেউ চুরি করলে ক্ষমা করা হবে, আর অন্য কেউ করলে শাস্তি পাবে। এই দ্বিমুখী বিধান ইসলামের নয়। ইসলামের বিধান সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব কারো মধ্যে কোন তারতম্য নেই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চোরের ঘটনা কুরাইশদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল যে, এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এ ব্যাপারে আলোচনার সাহস করতে পারেন। অতঃপর ওসামা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললেন। রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বললেন, أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، 'তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকূফের সুপারিশ করছ'? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন। খুৎবায় জনগণের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ (বিধান) জারী করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ'লে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[২০]

আমাদের সমাজে চুরির অনেক রকমফের রয়েছে। ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন চুরি করা হয় তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ, সংস্থা বা সংগঠনের সম্পদ, সরকারী সম্পদ ও দায়িত্বশীল কর্তৃক জনগণের সম্পদও চুরি করা হয়। সেটি বৃহত্তর অর্থে 'পুকুর চুরি'ও হ'তে পারে, সামান্য কম্বল চুরিও হ'তে পারে। অনেকে সামান্য চুরিকে কিছুই মনে করেন না। ভাবেন এ আর তেমন কী? অথচ রাসূল (ছাঃ) একটি ডিম চুরির জন্যও অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ– 'ঐ চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয় এবং একটা রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয়'।[২১] 'একবার ছাফওয়ান বিন উমাইয়া মদীনায় আগমন করলেন এবং নিজ চাদরটি বালিশ স্বরূপ মাথার নিচে রেখে মসজিদের ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরটি তুলে নিল। ছাফওয়ান তাকে ধরে ফেললেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তখন ছাফওয়ান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে এ জন্য আনিনি যে, আপনি তার হাত কেটে দিবেন। আমি চাদরটি তাকে ছাদাক্বা করে দিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার নিকটে আনার পূর্বে ছাদাক্বা করলে না কেন?'।[২২]

খায়বর যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণকারী জনৈক ছাহাবীর থলেতে সামান্য দুই দিরহাম মূল্যের গণীমতের একটি হার পাওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি।[২৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, '(জুতার) একটি ফিতা বা দু'টি ফিতাও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে'।[২৪] আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। এ কথা শুনে লোকেরা তার মাল-সামানা তল্লাশী করে দেখতে পেল যে, সে গণীমতের মাল হ'তে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করেছে'।[২৫] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবী এসে নিহত মুসলমানদের বর্ণনা দিতে লাগলেন এবং বললেন, অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে। অবশেষে তারা আরো এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, অমুক শহীদ হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, كَلاَّ إِنِّىْ رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِىْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ، 'কখনোই না। আমি তাকে একটি কম্বল অথবা একটি জুব্বা গণীমতের মাল হ'তে খেয়ানতের কারণে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হ'তে দেখেছি'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! লোকদেরকে তিন তিনবার ঘোষণা শুনিয়ে দাও যে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ 'মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৬]

উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, চুরির মাল যত সামান্যই হৌক না কেন, তা হকদারের নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ তওবা না করলে হয়ত এই সামান্য মালই তার আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

[ক্রমশঃ]

---

২০. বুখারী হা/৪৩০৪; মুসলিম হা/১৬৮৮।

২১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯২।

২২. আবূদাঊদ হা/৪৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৫৯৮, সনদ ছহীহ।

২৩. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৮৫৩; মিশকাত হা/৪০১১।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৯৭।

২৫. বুখারী হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/৩৯৯৮।

২৬. মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৫০।

রাস্তার আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করতে হয়। মানুষের এই চলার পথ নিরাপদ, নিষ্কণ্টক ও শান্তিপূর্ণ হওয়া যরূরী। সেই সাথে পথচারীকেও সজাগ ও সচেতন হ'তে হয়। পথে বা রাস্তায় চলাফেরার সময় বিভিন্ন নিয়ম-কানূন মেনে চলার জন্য ইসলামে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো মেনে চললে পার্থিব জীবনে যেমন বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনি পরকালেও অশেষ ছওয়াব লাভ করা যাবে। আলোচ্য নিবন্ধে রাস্তার আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হ'ল।-

রাস্তার পরিধি

পৃথিবীতে পথ বা রাস্তা মানুষের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলির অন্যতম। পার্থিব প্রয়োজনে মানুষকে বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়া, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ইত্যাদি কারণে রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। মানুষের চলাচলের এই রাস্তাকে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক করাই ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু কোন কোন মানুষ এই পথ বা রাস্তাকে বন্ধ করে দিয়ে অন্যকে বিপদে ফেলে, যা ইসলামে বৈধ নয়। এই রাস্তার পরিধি বা প্রশস্ততা সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা রয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوْا فِـى الطَّرِيْـقِ بِـسَبْعَةِ أَذْرُعٍ، 'যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী করীম (ছাঃ) রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেয়ার ফায়ছালা দেন'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, اجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَـبْعَةَ أَذْرُعٍ 'সাত হাত প্রশস্ত করে রাস্তা তৈরী কর'।[২] এই প্রশস্ততা এজন্য যে, যাতে সেখানে যানবাহন প্রবেশ ও বের হ'তে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। এমনকি ঐ রাস্তা ব্যবহারকারীরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় মালপত্রও সহজে আনা নেওয়া করতে পারে।

রাস্তার আদব দ্বারা উদ্দেশ্য

রাস্তা বা পথের আদব বলতে এমন কিছু কাজকে বুঝানো হয়, যা পথচারী, রাস্তা বা পথে উপবেশনকারী ও অবস্থানকারীর জন্য পালন করা যরূরী। আর কারো পক্ষে তা পালন করা সম্ভব না হ'লেও যেন তার প্রতি সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখে। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ. فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِـىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাক। লোকজন বলল, এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা এটাই আমাদের উঠা-বসার জায়গা এবং এখানে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া হ'তে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা'।[৩]

রাস্তার আদব সমূহ

রাস্তার হক বা আদব সমূহ পালনে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এগুলি প্রতিপালনের ফযীলত ও ছওয়াবও বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে এগুলির মধ্যে কোন কোনটিকে ঈমানের শাখা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিম্নে আদব সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নম্রভাবে চলাচল করা :

রাস্তায় চলার সময় গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায় এমনভাবে চলাচল করা মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। কেননা অহংকার আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য, যা হরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর মুমিনকে নম্রভাবে রাস্তায় চলার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَـالٍ فَخُـوْرٍ– 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(লোকমান ৩১/১৮)*।

২. দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা :

দৃষ্টি নিম্নগামী রাখার অর্থ হচ্ছে মুমিন নারী-পুরুষের লজ্জাস্থান, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় এবং যার দিকে তাকালে ফিৎনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এমন বস্তুর দিকে না তাকানো। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ– وَقُـلْ لِلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ–

'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

---

১. *বুখারী হা/২৪৭৩; ছহীহাহ হা/৩৯৬০।*
২. *তিরমিযী হা/১৩৫৫; ইবনু মাজাহ হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ।*
৩. *বুখারী হা/২৪৬৫, ৬২২৯; ছহীহুল জামে হা/২৬৭৫।*

দৃষ্টি অবনমিত রাখাকে রাসূল (ছাঃ) রাস্তার হক বা আদব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যাতে মুমিন অপসন্দনীয় জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকে অন্য মুমিনের সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে। বিশেষত বর্তমানে যেভাবে নারীরা বেপর্দায় চলাফেরা করে, তাতে পুরুষদের ফিৎনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তাই দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা যরূরী। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বললেন, يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ، 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির অনুসরণ কর না (কোন নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না)। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার নয়'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে (কারো প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন'।[৫]

৩. মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা :

মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেসব কথা-কাজে কোন কল্যাণ নেই সেগুলো থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে পথচারীদের কষ্ট দেয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তাদের গীবত করা অথবা অনুরূপ কষ্টদায়ক কথা ও কাজ পরিহার করা। তাছাড়া পথচারীদের চলাচলে কষ্ট হয় এমনভাবে রাস্তা সংকীর্ণ করে না বসা, কারো বাড়ীতে যাতায়াতের পথে না বসা, কারো বাড়ীর পার্শ্ববর্তী রাস্তায় এমনভাবে না বসা যাতে বাড়ীর লোকজনের ইয্যত-আব্রু রক্ষায় সমস্যা হয়। মোটকথা পথচারীকে কথা-কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِيْنَ. 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হ'তে পারি। তিনি বলেন, মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল'।[৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ.

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ছাদাক্বাহ করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হ'ল, যদি ছাদাক্বাহ করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও ছাদাক্বাহ করবে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয় তবে কি হবে? তিনি বললেন, তাহ'লে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহ'লে সৎ কাজের কিংবা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, তবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও ছাদাক্বাহ'।[৭]

৪. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো :

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং একে ঈমানের শাখা বলে অভিহিত করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ. 'ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। অথবা ষাটটিরও অধিক। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা'।[৮] রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ– 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন'।[৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيْقِ إِمَّا كَانَ فِى شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوْعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. 'এক ব্যক্তি কখনো কোন ভালো কাজ করেনি, শুধু একটি কাঁটাযুক্ত ডাল রাস্তা থেকে সরিয়েছিল। হয়তো ডালটি গাছেই ছিল, কেউ তা কেটে ফেলে রেখেছিল অথবা রাস্তায়ই পড়েছিল। সে তা সরিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার একাজ সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন'।[১০]

---

৪. *আবূদাঊদ হা/২১৪৯; তিরমিযী হা/২৭৭৭; মিশকাত হা/৩১১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৩।*
৫. *মুসলিম হা/২১৫৯; আবূদাঊদ হা/২১৪৮; তিরমিযী হা/২৭৭৬; মিশকাত হা/৩১০৪।*
৬. *মুসলিম হা/২৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮১; মিশকাত হা/১৯০৬।*
৭. *মুসলিম হা/১০০৮; নাসাঈ হা/২৫৩৮।*
৮. *মুসলিম হা/৩৫; তিরমিযী হা/৫৭; ছহীহাহ হা/১৭৬৯; মিশকাত হা/৫।*
৯. *বুখারী হা/৬৫২, ২৪৭২; মুসলিম হা/১৯১৪; তিরমিযী হা/১৯৫৮।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৫২৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৫৫।*

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ– 'আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম জান্নাতে একটি গাছের নীচে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটছে। সে এমন একটি গাছ রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলে দিয়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত'।[১১]

৫. পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া :

রাস্তার আরেকটি আদব হচ্ছে সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া। আর রাসূল (ছাঃ) ব্যাপকভাবে সালামের প্রসার ঘটাতে বলেছেন। আর এটাকে মানুষের পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধির উপায় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ،

'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমানদার হবে। আর তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি এমন একটি কাজের কথা তোমাদেরকে বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, পরস্পর ভালোবাসা স্থাপিত হবে? তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. 'ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে'।[১৩]

সালাম প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى، وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ، 'আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ، 'বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[১৫]

৬. সকলের সালামের উত্তর দেওয়া :

রাস্তার আরেকটি আদব হচ্ছে সালামের উত্তর দেওয়া। আর কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর' *(নিসা ৪/৮৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার মুসলিম ভাইয়ের পাঁচটি অবশ্য কর্তব্য রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি শুনে জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, অসুস্থ হ'লে দেখতে যাওয়া এবং জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করা'।[১৬]

৭. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা :

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে আবশ্যক। আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য হাছিল, মানবতার কল্যাণ সাধন এবং শরী'আত সম্মত যাবতীয় কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো সৎকাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম যা শরী'আতে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া বা বিরত রাখার চেষ্টা করা অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্গত। এসব কাজ মুমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

মহান আল্লাহ এই কর্মকে মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৬৭)*।

ধ্বংসে নিপতিত হওয়া থেকে প্রধান রক্ষাকবচ হিসাবে রাসূল (ছাঃ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে নির্ধারণ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের

---

১১. *মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৪।*
১২. *মুসলিম হা/৫৪; মিশকাত হা/৪৬৩১।*
১৩. *বুখারী হা/১২, ২৮, ৬২৩৬; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
১৪. *বুখারী হা/৬২৩৬; মুসলিম হা/২১৬০; মিশকাত হা/৪৬৩২।*
১৫. *বুখারী হা/৬২৩১; আবূদাঊদ হা/৫১৯৮; তিরমিযী হা/২৭০৪; মিশকাত হা/৪৬৩৩।*
১৬. *মুসলিম হা/২১৬২; আবূদাঊদ হা/৫০৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪১।*

আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। অন্যথা আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপরে তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দো'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দো'আ কবুল করবেন না'।[১৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, কায়েস ইবনে আবূ হাযেম (রাঃ) বলেন, আবূবকর (রাঃ) দাঁড়ালেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

'হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তেলাওয়াত করো যে, (অনুবাদ) 'হে মুমিনগণ! তোমরা সাধ্যমত তোমাদের কাজ করে যাও। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা সৎপথে থাকবে' *(মায়েদা ৫/১০৫)*। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা মন্দ কাজ হ'তে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠাবেন'।[১৮]

৮. পথ প্রদর্শন করা :

পথ দেখিয়ে দেয়া রাস্তার একটি আদব, যা অতি ছওয়াবের কাজ। যাকে ছাদাক্বার সাথে তুলনা করা হয়েছে। পথ দেখানো বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। যেমন-

ক. সাধারণ পথিককে পথ দেখানো : যারা গন্তব্যে পৌঁছার পথ চেনে না, তাদেরকে সহজ ও সঠিক পথ বাতলে দেওয়া মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং এর অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ '(রাস্তার হক হ'ল) পথ দেখানো'।[১৯] তিনি আরো বলেন, إِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَجْلِسُوْا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلاَمَ وَأَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ، 'রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় না থাকলে (পথহারাকে) পথ প্রদর্শন করবে, সালামের উত্তর দিবে এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে'।[২০]

খ. পথহারাকে পথ দেখানো : মানুষ উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পথ হারিয়ে ফেললে সীমাহীন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে তাকে উত্তরণের জন্য সঠিক পথ বাতলে দেওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الصُّعُدَاتِ، فَإِنْ كُنْتُمْ لابُدَ فَاعِلِيْنَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ، قِيْلَ وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ. 'তোমরা পথে বা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। আর যদি তোমরা সেখানে বসতে বাধ্য হও, তাহ'লে রাস্তার হক আদায় করবে। বলা হ'ল, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করা'।[২১] পথহারাকে পথ প্রদর্শনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، 'পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ'।[২২] তিনি আরো বলেন, 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হ'তে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। পথ হ'তে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ، 'যে ব্যক্তি একবার দোহন করা দুধ দান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথ হারিয়ে যাওয়া লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সমপরিমাণ ছওয়াব'।[২৪]

গ. অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করা : পথ চলার ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কখনও তাকে হাত ধরে তার সাথে চলে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা। এটা একটি বড় শিষ্টাচার। যার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে অন্ধকে ভুল পথ প্রদর্শন করা হ'তে ইসলাম সাবধান করেছে এবং একে অভিশাপে পতিত হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَهَ الأَعْمَى عَنِ السَّبِيْلِ، 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন যে অন্ধকে ভুল পথ দেখায়'।[২৫]

৯. বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করা :

রাস্তায় উপবেশনকারী বা পথিক অন্যকে তার বোঝা বহনে বা মাথায় উঠাতে অপারগ দেখলে তাকে সাহায্য করবে। এটা রাস্তার অন্যতম আদব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ خَيْرَ فِيْ جُلُوْسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلا لِمَنْ هَدَى السَّبِيْلَ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُوْلَةِ، 'রাস্তার উপর বসা ভালো নয়। তবে হ্যাঁ, সে ব্যক্তির জন্য ভালো, যে রাস্তা দেখিয়ে

১৭. *তিরমিযী হা/২১৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; মিশকাত হা/৫১৪২; ছহীহাহ হা/১৫৬৪।*
১৯. *আবূদাঊদ হা/৪৮১৬; মিশকাত হা/৪৬৪১।*
২০. *আহমাদ হা/১৮৬১৩; দারেমী হা/২৬৫৫; ছহীহাহ হা/১৫৬১; ছহীহুল জামে' হা/১৪০৭।*
২১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪৯; ছহীহাহ হা/২৫০১।*
২২. *তিরমিযী হা/১৯৫৬; মিশকাত হা/১৯১১; ছহীহাহ হা/৫৭২; ছহীহুল জামে' হা/২৯০৮।*
২৩. *তিরমিযী হা/১৯৫৬; মিশকাত হা/১৯১১; ছহীহাহ হা/৫৭২।*
২৪. *তিরমিযী হা/১৯৫৭; মিশকাত হা/১৯১৭, হাদীছ ছহীহ।*
২৫. *আহমাদ হা/২৮১৭; ছহীহাহ হা/৩৪৬২।*

দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে'।[২৬] এটাও ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ،

'মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি ছাদাক্বাহ রয়েছে, প্রতিদিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও ছাদাকাহ, কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও ছাদাক্বাহ, ভাল কথাও ছাদাক্বাহ, ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও ছাদাক্বাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও ছাদাক্বাহ'।[২৭]

১০. অধিক পরিমাণে যিকর করা :

আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে অধিক হারে যিকর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪১-৪২)*। ছাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) রাস্তার হক সম্পর্কে বলেন, ذِكْرُ اللهِ كَثِيْرًا، وَأَرْشِدُوا السَّبِيْلَ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، 'আল্লাহর অধিক যিকর করা, পথ প্রদর্শন করা এবং দৃষ্টি অবনমিত রাখা'।[২৮] কোন বসার স্থানে যিকর না করার পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً، 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা'।[২৯]

১১. উত্তম কথা বলা :

পথচারী ও অন্যদের সাথে উত্তম ও শালীন কথাবার্তা বলা রাস্তার অন্যতম শিষ্টাচার। যার প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا– '(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*। এটা সর্বসাধারণের জন্য পালনীয় আদব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৩০]

উত্তম কথাকে রাসূল (ছাঃ) ছাদাক্বাহ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، 'উত্তম কথাও ছাদাক্বাহ'।[৩১] আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আমাকে বলুন, কোন বস্তু জান্নাত অবধারিত করে? তিনি বললেন, عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلاَمِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ، 'তোমার জন্য আবশ্যক হ'ল উত্তম কথা বলা এবং খাদ্য দান করা'।[৩২] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচ এক টুকরা খেজুর দিয়ে হ'লেও। আর যদি তা না পাও, তবে উত্তম কথার মাধ্যমে'।[৩৩]

১২. অসহায়কে সাহায্য করা :

অসহায়কে সাহায্য করা ও আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়া অশেষ ছওয়াবের কাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের অন্যতম মাধ্যম। মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং তাদের অসুবিধা দূর করা অনেক বড় ছাদাক্বাহ। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ. قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

'প্রতিটি মুসলিমের ছাদাক্বাহ করা উচিত। ছাহাবীগণ আরয করলেন, কেউ যদি ছাদাক্বাহ দেয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, ছাদাক্বাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও ক্ষমতা না থাকে? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন সৎ আমল করে এবং অন্যায় কাজ হ'তে বিরত থাকে। এটা তার জন্য ছাদাক্বাহ বলে গণ্য হবে'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا

---

২৬. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৬৬১; ছহীহাহ হা/২৫০১।
২৭. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
২৮. তাবারাণী, কাবীর হা/৫৫৯২; ছহীহাহ হা/২৫০১।
২৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৫৬; মিশকাত হা/২২৭২; ছহীহাহ হা/৭৮।
৩০. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
৩১. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৩২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮১১; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৬১; ছহীহাহ হা/১৯৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৪০৪৯।
৩৩. বুখারী হা/৬০২৩; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭।
৩৪. বুখারী হা/১৪৪৫; মুসলিম হা/১০০৮; ছহীহাহ হা/৫৭৩।

أَمْوَالٌ قَالَ لأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ وَتَهْدِى الأَعْمَى وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ وَالأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلَكَ فِى جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرٌ.

‘প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয় তাতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক। (রাবী বলেন,) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কোথা থেকে ছাদাক্বাহ করব, আমাদের কোন সম্পদ নেই? তিনি বললেন, (শুধু অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাই ছাদাক্বাহ নয় বরং) ছাদাক্বার মধ্যে গণ্য আল্লাহু আকবার বলা, সুবহানাল্লাহ বলা, আল-হামদুলিল্লাহ বলা এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আস্তাগফিরুল্লাহ বলা (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ছাদাক্বাহ। তুমি সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ হ’তে নিষেধ করবে। মানুষের চলাচলের পথ হ’তে কাঁটা, হাড্ডি ও পাথর সরিয়ে ফেলবে। অন্ধকে পথ দেখাবে, বধির ও বোবাকে শুনিয়ে দিবে যেন সে বুঝে (তাদেরকে কথা বুঝার উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে)। কোন অভাবীর অভাব পূরণের পন্থা তোমার জানা থাকলে তাকে সে পথ দেখিয়ে দেওয়া। কোন বিপদগামী সাহায্যপ্রার্থীর দিকে তুমি দ্রুত ছুটে যাবে। দুর্বলের জন্য তোমার বাহুকে দৃঢ়ভাবে উঠাবে (অর্থাৎ পূর্ণরূপে সাহায্য করবে)। এসবই হল ছাদাক্বাহ যা তোমার পক্ষ হ’তে তোমার নিজের কল্যাণের জন্য। আর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার মধ্যে তোমার জন্য নেকী রয়েছে’।[৩৫]

১৩. মাযলূম বা অত্যাচারিতকে সাহায্য করা :

রাস্তার অন্যতম আদব হচ্ছে অত্যাচারিতকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। সম্ভব হ’লে বল প্রয়োগে, নতুবা মুখের মাধ্যমে সাহায্য করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، ‘তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক অথবা মাযলূম’।[৩৬] অর্থাৎ যালিম ভাইকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং মাযলূম ভাইকে যালিমের হাত হ’তে রক্ষা করবে। অন্য হাদীছে এসেছে, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ غُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. وَنَادَى الأَنْصَارِىُّ يَا لَلأَنْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ فَلاَ بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ.

আনছার ও মুহাজিরদের দু’টি গোলাম হাতাহাতি করছিল। তখন মুহাজির গোলাম এই বলে চীৎকার দিল, হে মুহাজিরগণ! পক্ষান্তরে আনসারী গোলামও ডাকল, হে আনছারগণ! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে বললেন, এ কি ব্যাপার! জাহিলী যুগের লোকেদের মতো হাক-ডাক করছ? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! না, দু’টি গোলাম ঝগড়া করেছে। তাদের একজন অপরজনের পশ্চাতে আঘাত করেছে। তখন তিনি বললেন, এতো মামুলী ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত যেন সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে, সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। যদি সে অত্যাচারী হয় তাহ’লে তাকে (যুলম থেকে) বিরত রাখবে। এ হচ্ছে তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তাহ’লে তাকে সাহায্য করবে’।[৩৭]

মাযলূমকে সাহায্য না করার শাস্তি সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র জনৈক বান্দাকে কবরে একশত কশাঘাতের আদেশ দেওয়া হ’ল। তখন সে তা কমানোর জন্য বার বার আবেদন-নিবেদন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত একটি কশাঘাত অবশিষ্ট থাকল। তাকে একটি মাত্র কশাঘাতই করা হ’ল। তাতেই তার কবর আগুনে ভরে গেল। তারপর যখন আঘাতের প্রভাব দূর হ’ল এবং সে হুঁশ ফিরে পেল তখন বলল, তোমরা আমাকে কেন কশাঘাত করলে? তারা বলল, তুমি এক ওয়াক্ত ছালাত বিনা ওযূতে আদায় করেছিলে আর এক মাযলূম বান্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু তাকে তুমি সাহায্য করনি’।[৩৮]

১৪. মহিলাদের রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে চলা :

রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে মহিলাদের উচিত নিজেদের ইয্যত-আব্রু বজায় রাখার জন্য এক পার্শ্ব দিয়ে চলাচল করার চেষ্টা করা। যাতে পুরুষের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে না যায়। হামাযাহ ইবনু আবূ উসাইদ আল-আনছারী (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখেন,

فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ. فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ.

---

৩৫. মুসনাদ আহমাদ হা/২১৫২২; ছহীহাহ হা/৫৭৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪০৩৮।
৩৬. বুখারী হা/২৪৪৩-৪৪; মুসলিম হা/২৫৮৪; মিশকাত হা/৪৯৫৭।
৩৭. মুসলিম হা/২৫৮৪।
৩৮. শারহুস সুন্নাহ হা/৩১৮৫,২৬৯০; ছহীহ তারগীব ওয়া তারহীব হা/২২৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭৪।

‘রাস্তায় পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। কারণ তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচলের পরিবর্তে পাশ দিয়ে চলাচল করা উচিৎ। সুতরাং মহিলারা দেয়ালের পাশ দিয়ে চলাচল করত, এতে তাদের চাদর দেয়ালের সঙ্গে আটকে যেত’।[৩৯]

১৫. বাহন দ্রুত চালনা না করা :

যানবাহনে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ বিভিন্ন ধরনের যাত্রী থাকে। ফলে যানবাহন দ্রুত চালালে তাদের কষ্ট হয়। আবার এতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণেও সমস্যা হয়। তাই যানবাহন আস্তে-ধীরে চালাতে হবে। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একবার উম্মু সুলাইম সফরের সামগ্রীবাহী উটে সওয়ার ছিলেন। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর গোলাম আন্‌জাশা উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, يَا أَنْجَشَ، رُوَيْدَكَ، سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ. ‘ওহে আনজাশা! তুমি কাঁচের পাত্র বহনকারী উটগুলো আস্তে আস্তে হাঁকাও’।[৪০]

১৬. হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া :

হাঁচি দেওয়ার পর হাঁচিদাতা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে তার উত্তর দেওয়া ইসলামের সাধারণ আদব। এটা রাস্তার আদবও বটে।[৪১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ‘তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় সে যেন বলে, ‘আলহামদুলিল্লাহ’। আর তার ভাই অথবা সাথী যেন বলে, ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমার উপরে দয়া করুন)। অতঃপর যখন তার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে তখন সে (হাঁচিদাতা) যেন বলে, ‘ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম’ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করে দিন)’।[৪২]

পরিশেষে বলব, রাস্তা-ঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে ইহকালে যেমন সুফল পাওয়া যাবে, তেমনি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

৩৯. *আবুদাউদ হা/৫২৭২; মিশকাত হা/৪৭২৭; ছহীহাহ হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে হা/৯২৯।*
৪০. *বুখারী হা/৬২০২; মুসলিম হা/২৩২৩।*
৪১. *মুসলিম হা/২১৬২; আবুদাউদ হা/৫০৩০; ছহীহুল জামে হা/৩২৪১।*
৪২. *বুখারী হা/৬২২৪; আবূদাউদ হা/৫০৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭১৫।*

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি

লালমণিরহাট যেলা সদরে **‘শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ’** (প্রস্তাবিত) নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০ শতক জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মূল্য ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা। এত টাকা জোগাড় করা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। তাই দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাধ্যমত দান করার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

কোরবান টারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০২৫৩০২০২০১৫৬১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, লালমণিরহাট শাখা।

বিকাশ: ০১৮৫১-৮৩৯২২২; **ডাচ বাংলা :** ০১৮৫১-৮৩৯২২২২।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আইনুল হক
সাধারণ সম্পাদক
শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (প্রস্তাবিত) পরিচালনা কমিটি
০১৭১২-৯৯১১৩৮

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বরাকা-তুহু

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত ‘দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে’ মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে পাঁচতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হবে প্রায় ৪ কোটি টাকা। বিশাল অংকের এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর :

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড
হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫০০২৩৮০।

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর পারিভাষিক অর্থ :

পূর্ব আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, 'সুন্নাত' যেমন শরী'আতের যাবতীয় বিশ্বাস ও ইবাদতগত বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি বিদ'আতমুক্ত আক্বীদা ও আমলকেও বুঝানো হয়। অপরদিকে জামা'আত বলতে বুঝায় ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আত এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তী সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম, যারা কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত মানহাজকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। সুতরাং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র সেই দল, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরে থাকেন। যেমন ছাহাবী ও তাবেঈগণ, আর তাদের অনুসারী পরবর্তী হক্বপন্থী মুজতাহিদ ইমামগণ ও ওলামায়ে কেরাম। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাসে, কথায় ও আমলে তাঁদের পদাংক অনুসারী ব্যক্তিগণ।[১]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন, وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِى شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ– 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন'।[২]

ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন, هم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 'তারা হ'লেন আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তিগণ, যারা মুহাজির ও আনছারদের মধ্যকার প্রথম সারির ছাহাবীগণ এবং তাঁদের যথাযথ অনুসারীদের গৃহীত ঐক্যবদ্ধ নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত'।[৩]

নামকরণের কারণ :

এই জামা'আতে অন্তর্ভুক্তদেরকে এজন্য 'আহলুস সুন্নাহ' বলা হয় যে, তারা সুন্নাতকে ধারণকারী, সুন্নাতের বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুন্নাত অনুসারে জীবন পরিচালনাকারী। আর 'আহলুল জামা'আত' বলা হয় এই কারণে যে, তারা হক্ব বা সঠিক পথ ও পন্থাকে গ্রহণ করেছে, হক্বের উপর একতাবদ্ধ হয়েছে এবং মুসলমানদের সেই জামা'আতের পদাংক অনুসরণ করেছে, যারা সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। তারা হ'লেন সকল ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাঁদের অনুসারীগণ। একই সাথে তারা তাদের মধ্যকার মুসলিম নেতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক তারা তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয় না। অর্থাৎ সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ, হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং মুসলমানদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকা তাদের মৌলিক নিদর্শন।[৪]

এছাড়া এই নামকরণের উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট হয় পরিভাষাটির বিপরীত শব্দযুগল থেকে। অর্থাৎ সুন্নাহ্র বিপরীত হ'ল বিদ'আত, আর জামা'আতের বিপরীত হ'ল ফুরক্বাহ বা বিচ্ছিন্নতা। যেহেতু এই দলটি বিদ'আত এবং মুসলমানদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে, এজন্য দলটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।[৫] ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) যথার্থই বলেন, والبدعة مقرونة بالفرقة كما ان السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة 'বিদ'আতের সাথে যেমন সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার, তেমনি সুন্নাতের সাথে সম্পর্ক হ'ল ঐক্যবদ্ধতার। এজন্য বলা হয়, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ', যেমন এর বিপরীতে বলা হয় 'আহলুল বিদ'আহ ওয়াল ফুরক্বাহ'।[৬]

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র প্রথম সারির দল হ'ল ছাহাবীগণ। কেননা তাঁরাই সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সুন্নাত শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরাই সুন্নাতের প্রতিরক্ষা দান করেছিলেন। সুতরাং তাঁরাই প্রথম 'আহলে সুন্নাত' হিসাবে পরিগণিত। তারা 'আহলুল জামা'আহ' এজন্য যে তাদের যুগে ইসলামের মধ্যে কোন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়নি। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' একটি প্রাচীন মাযহাব যা আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর জন্মেরও বহু পূর্ব থেকে সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যারা তাঁদের নবীর নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান হাছিল করেছিলেন।[৭]

অতঃপর পরবর্তী যুগে যারা ছাহাবীগণের নিকট থেকে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তাদের অনুসৃত পথে পরিচালিত

১. *মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছায়মীন, মিনহাজু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফীল আক্বীদাতি ওয়াল আমাল, পৃঃ ৭-৮; ছালিহ আল-ফাওযান, শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিয়াহ, পৃঃ ১০।*
২. *ইবনু হাযম, আল-ফাছলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/৯০ পৃঃ।*
৩. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/৩৭৫ পৃঃ।*
৪. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/১৫৭ পৃঃ; ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃঃ ২৩।*
৫. *আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হামীদ আল-আছারী, আল-ওয়াজীয ফী আক্বীদাতিস সালাফিছ ছালিহ, পৃঃ ৩৯।*
৬. *ইবনু তায়মিয়া, আল-ইস্তিকামাহ, ১/৪২ পৃঃ।*
৭. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/১৫৯ পৃঃ।*

হয়েছিলেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ছাহাবীদের অনুসৃত নীতিতে পরিচালিত হবেন, তারা সকলেই আহলুস সুন্নাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন পথ ও মতের আবির্ভাব ঘটান না। তারা মুমিনদের সর্বসম্মত কোন নীতি থেকেও বিচ্যুত হন না।[৮]

মূলতঃ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' পৃথক কোন দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নাম নয়, বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারীদেরই একটি বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়। বিদ'আতীদের থেকে পৃথকীকরণের জন্য তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাতের তরীক্বা (ভিন্ন কিছু নয়) বরং তা দ্বীন ইসলামই, যা নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মাত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে এবং এগুলোর সবই জাহান্নামে যাবে কেবল একটি দল ছাড়া; আর সে দলটি হ'ল যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের অনুসৃত পথে পরিচালিত হবে- তখন ইসলামকে নিষ্কলুষ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণকারীদের নাম হয়ে যায় 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'...। এরাই হ'ল বিজয়ী দল...'।[৯]

নামকরণের উৎপত্তি :

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' একটি প্রাচীনতম পরিভাষা। ছাহাবীগণের জামা'আতকে সর্বপ্রথম এই নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফিৎনার আবির্ভাব শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের ভিন্ন কোন পরিচয়ে ডাকা হ'ত না। কিন্তু ফিৎনার আবির্ভাবের পর মুসলিম সমাজ নানা দল-উপদলে বিভক্ত হ'লে এই পরিভাষাটির ব্যবহার শুরু হয়। এই নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল বাতিলপন্থীদের থেকে হক্বপন্থীদেরকে পৃথক করা। যেমন বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (মৃ. ১১০ হিঃ) বলেন, لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، 'মানুষ ইতিপূর্বে ইসনাদ (তথ্যসূত্র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগের আবির্ভাব ঘটল তখন তারা বলা শুরু করল, তোমরা তোমাদের (তথ্যদাতা) রাবীদের নাম বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, তারা (তথ্যদাতাগণ) আহলুস সুন্নাহ বা সুন্নাহ্র অনুসারী তখন তাদের বর্ণিত হাদীছসমূহ গৃহীত হ'ত। আর যদি দেখা যেত যে, তারা আহলুল বিদ'আহ বা বিদ'আতের অনুসারী, তখন তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[১০] ছাহাবীগণও নামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ আয়াতটির তাফসীরে বলেন, فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة 'সেদিন যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে- তারা হ'ল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং এবং কৃষ্ণকায় চেহারা হবে বিদ'আতী এবং পথভ্রষ্টদের'।[১১]

অনুরূপভাবে আইয়ুব সাখতিয়ানী, সুফিয়ান ছাওরী, আহমাদ বিন হাম্বল, কুতায়বা ইবনু সাঈদসহ প্রাথমিক যুগের বহু বিদ্বান থেকে এই পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায়।[১২] হিজরী ৪র্থ/৫ম শতকের বিদ্বান ইমাম আবূ জা'ফর আত-ত্বাহাভী (২৩৮-৩২১হিঃ) তাঁর সুবিখ্যাত 'আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 'এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিবরণী'। ইমাম আবুল কাসেম আল-লালকাঈ (মৃ. ৪১৮হিঃ) রচনা করেছেন, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত কর্তৃক অনুসৃত আক্বীদার মূলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ'।

নামকরণের শারঈ ভিত্তি :

এই পরিভাষাটি কুরআন, হাদীছ এবং সালাফদের আছার থেকে প্রমাণিত। যেমন :

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্যতা করা ও তাঁর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং পরিভাষাটির প্রথমাংশে যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা মূলতঃ এই কুরআনী নির্দেশেরই প্রতিফলন।

দ্বিতীয়তঃ পরিভাষাটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي 'তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাক'।[১৩] সেই সাথে তিনি মুসলিম উম্মাহকে 'জামা'আতে'র সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হ'ল, জামা'আতবদ্ধ থাকা...'।[১৪]

আর যারা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে তাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَى أَنْ يَرْجِعَ، 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত

৮. *ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃঃ ২৪।*
৯. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/১৫৯ পৃঃ।*
১০. *মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, মুকাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, ১/১৫ পৃঃ।*
১১. *হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/৭৯ পৃঃ।*
১২. *শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/৬০, ৬৬, ৭১ পৃঃ।*
১৩. *আহমাদ হা/১৭১৪৫; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।*
১৪. *আহমাদ হা/১৭২০৯, ১৭৮৩৩; তিরমিযী হা/১০৩৬, সনদ ছহীহ।*

পরিমাণও বের হয়ে যাবে, সে যেন তার কাঁধ থেকে ইসলামের রজ্জুকে অপসারণ করে ফেলল, যতক্ষণ না সে পুনরায় (জামা'আতে) ফিরে আসে'।[১৫]

অপরদিকে নাজাতপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে তিনি বলেন, أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، 'জেনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এর মধ্যে বাহাত্তরটি দলই হবে জাহান্নামী আর একটি দল হবে জান্নাতী। সেই দলটি হচ্ছে 'আল-জামাআত'।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল ছাড়া আর সবাই জাহান্নামী হবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণের পথে (অবিচল থাকবে)'।[১৭]

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই বহু মতভেদ দেখবে। সে সময় তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল আমার সুন্নাহ ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন কর। তা মজবূতভাবে ধারণ কর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। আর নবাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থেক। কেননা (দ্বীনের নামে আবিষ্কৃত) সকল নতুন বিষয় বিদ'আত আর সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা'।[১৮]

এ সকল হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট যে, মুসলিম উম্মাহ দল-উপদলে বিভক্ত হবে এবং বহু পথ ও মতের অনুসারী হবে। এসময় নাজাতপ্রাপ্ত দল তারাই হবে যারা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং মুসলমানদের জামা'আতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত রাখবে। বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে না। সুতরাং এই নাজাতপ্রাপ্তদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসাবে এই দলটিকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' নামকরণ করা হয়েছে। সালাফ বিদ্বানগণের বিভিন্ন বর্ণনায় এই দলটির নাম এসেছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিতাব ও সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারীগণ প্রাথমিক যুগ থেকে এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة '(এ সকল) পথভ্রষ্ট দলগুলোর বৈশিষ্ট্য হ'ল কিতাব, সুন্নাত ও ইজমার বিপরীতে অবস্থান করা। পক্ষান্তরে যারা কিতাব, সুন্নাত ও ইজমার পক্ষাবলম্বন করে, তারাই হ'ল 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'।[১৯]

প্রসিদ্ধি লাভের কারণ :

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' পরিভাষাটি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হওয়া প্রথম বিদ'আত তথা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, বায়'আত ভঙ্গ করা, মুসলিম সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করা। খারেজী সম্প্রদায় প্রথম এই নীতি গ্রহণ করে যার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমত বিরোধী একটি নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারার জন্ম হয়। তারা কবীরা গোনাহের কারণে একজন মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করে এবং তার জান ও মালকে হালাল করে নেয়। এমনকি তারা আলী (রাঃ)-কে পর্যন্ত কাফের ঘোষণার মাধ্যমে হত্যা করে। এরই মাঝে আলী (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম উম্মাহর বন্ধন আরও শিথিল ও বিযুক্ত হ'তে থাকে। অতঃপর ৪১ হিজরীতে মুসলিম উম্মাহ আবারও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। অন্যদিকে খারেজীদের এই নবতর নীতি গ্রহণের পরপরই রাফেযী শী'আদের আবির্ভাব ঘটে। তারা মিথ্যাচারের জন্য ব্যাপক কুখ্যাতি লাভ করে। অতঃপর আবির্ভাব ঘটে কাদারিয়া গোষ্ঠীর- যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। অতঃপর আবির্ভাব ঘটে জাহমিয়া এবং জাবরিয়া গোষ্ঠীর- যারা প্রচার করে যে, মানুষ স্বীয় কর্মে কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রাখে না। সুতরাং মানুষ তার পাপকর্মের জন্য দায়ী নয়।

একের পর এক এ জাতীয় বাতিল ফেরক্বাগুলোর আবির্ভাব ঘটতে থাকলে বিদ্বানদের একটি দল এদের আক্বীদাসমূহ খণ্ডন করে গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করলেন। তাঁরা এ সকল গ্রন্থের নামকরণ করলেন 'কুতুবুস সুন্নাহ' বা 'সুন্নাহ্র কিতাব'। এসকল বিদ্বান সুন্নাহর প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ এবং সুন্নাহ সংরক্ষণের জন্য ছহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্যে পৃথকীকরণ প্রচেষ্টার জন্য সুপ্রসিদ্ধি লাভ করলেন। তখন থেকে বিদ্বানদের এই দলটি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হিসাবে পরিচিতি পান। পরবর্তীকালে প্রত্যেক যে

---

১৫. তদেব।
১৬. আহমাদ হা/১৬৯৩৭; আবূদাউদ হা/৪৫৯৭; মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ।
১৭. তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১, সনদ হাসান।
১৮. আহমাদ হা/১৭১৪৫, আবূদাউদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।
১৯. মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/৩৪৬ পৃঃ।

ব্যক্তি সুন্নাহ্র যথাযথ অনুসারী এবং এর ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যকামী হক্বপন্থীদের অনুসারী হ'লেন তাদের উপাধি হয়ে গেল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'।[২০]

হিজরী তৃতীয় শতকে মু'তাযিলীদের আবিষ্কৃত 'কুরআন সৃষ্ট' মতবাদের বিরোধিতার অপরাধে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১খ্রি.)-এর উপর যখন আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূন (১৭০-২১৮খ্রি.)-এর নির্মম শাস্তির খড়্গ নেমে এল এবং ইমাম আহমাদ শত নির্যাতনের মুখেও সুন্নাহ্র সুরক্ষায় দৃঢ়চিত্তে আদর্শের উপর অটল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তখন সুন্নাহ্র চিরন্তন মর্যাদা মুসলমানদের নিকট আরও একবার উদ্ভাসিত হয়। একই সাথে সেসময় ইমাম আহমাদের সম্মুখে খলীফা আল-মামূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার যথেষ্ট কারণও উপস্থিত হয়েছিল। যেহেতু আল-মামূন একদিকে 'কুরআন সৃষ্ট'-এই কুফরী আক্বীদা পোষণ করেছিলেন, অপরদিকে তিনি ছিলেন অত্যাচারী শাসক। ইমাম আহমাদের বহু অনুসারী ছিল বাগদাদে। তারা ইমামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কেন খলীফা আল-মামূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন না? তিনি বলেছিলেন, আমি মুসলমানদের জামা'আতকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারি না।[২১]

ইমাম আহমাদের গৃহীত এই অবস্থান থেকে দু'টি নীতি প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ হক্ব জানার পর তা প্রকাশে তিনি শাসকের শত অত্যাচারকেও পরোয়া করেননি। অপরপক্ষে তাঁর উপর শাসকের মর্মান্তিক নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি মুসলিম উম্মাহ্র বৃহত্তর স্বার্থে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। কেননা তিনি চাননি তাঁর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হোক।

এভাবে তাঁর মাধ্যমে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র মানহাজ ও নীতিগত অবস্থান সাধারণ মানুষের মধ্যে এভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, সুন্নাতের মর্যাদা কোন অবস্থাতেই ভূলুণ্ঠিত হ'তে দেওয়ার নয় এবং শাসক বিদ'আতী, ফাসিক বা অত্যাচারী হ'লেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী প্রকাশ পায়। ফলে তিনি সর্বপ্রথম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র ইমাম হিসাবে উপাধি লাভ করেন।[২২]

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম এই পরিভাষাটি বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। ইমাম ত্বাহাভী (২৩৮-৩২১হিঃ) এবং ইমাম আবুল কাসেম আল-লালকাঈ (মৃ. ৪১৮হিঃ) প্রমুখ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র আক্বীদা-বিশ্বাস শিরোনামেই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

(ক্রমশঃ)

২০. *ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ২৬-২৭; ছালিহ আদ-দাখীল, খাছাইছু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ : দিরাসাহ ওয়া বায়ান, পৃঃ ১১০।*

২১. *ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ২৭-২৮।*

২২. *ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ২৭-২৮।*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

বসিয়ে শিখানোর মত বেহায়াপনা আর কি হ'তে পারে? বাচ্চাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ফেলে সেক্স নিয়ে আলোচনায় বসালে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে গড়াবে, কেউ ভেবে দেখেছেন কি?

নারী-পুরুষের মাঝে লজ্জার বাঁধনটুকু ছিন্ন করতে পারলেই শয়তান সেখানে আসন গেড়ে বসতে পারে। আর এরপরেই শুরু হবে তাদের ধ্বংস যাত্রা। হাদীছের ভাষায়, 'যখন তুমি বেহায়া হ'তে পারবে, তখন তুমি যা খুশী করতে পারবে' *(বুখারী)*। আর 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই বয়ে আনে না' *(বুঃ মুঃ)*। লজ্জাশীলতা হ'ল ঈমানের অন্যতম প্রধান শাখা *(বুঃ মুঃ)*। আর ব্যভিচার দূরের কথা ইসলাম ব্যভিচারের কাছে যেতেও নিষেধ করেছে *(ইসরা ৩২)*। অর্থাৎ যেসব কাজ ব্যভিচারকে উস্কে দেয়, সেইসব নির্লজ্জতার ধারে কাছেও কোন মুসলমান যেতে পারে না। তারা কখনো পরপুরুষ ও পরনারীর প্রতি চোখ তুলে তাকায় না *(নূর ৩০-৩১)*। একজন মুসলমানের কাছে সকল নারী নিরাপদ। কারণ সে চোখের যেনা, হাতের যেনা, কানের যেনা, পায়ের যেনা সবকিছু থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ্র ভয়ে *(বুখারী)*। অথচ আজ তাদেরই সন্তানদের নিয়ে স্কুল-মাদ্রাসায় যৌন শিক্ষার নামে চরম নির্লজ্জতা শিখানো হবে, এটা ভাবতেও ঘৃণা হয়। দিন দিন বেহায়াপনার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোন বিবেচনায় বিদেশের এই উচ্ছিষ্ট প্রকল্প এদেশে চালু করা হ'ল, তার কোন সদুত্তর কর্তৃপক্ষ দিতে পারবেন কি?

মুসলিম সমাজে এখনও যে শালীনতা ও নৈতিকতা টিকে আছে, তা কেবল ইসলামের উন্নত শিক্ষার কারণেই টিকে আছে। এর বিরুদ্ধে যেকোন উদ্যোগ এদেশের ভদ্র ও ঈমানদার মানুষ কখনোই মেনে নিতে পারে না। যাদেরকে দিয়ে এগুলি করানো হচ্ছে, সেইসব স্কুল-মাদ্রাসার কমিটি ও শিক্ষকদের নিশ্চয় অর্থের টোপ দিয়ে বা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করানো হয়েছে। আর নিশ্চয়ই সেটি জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়নি।

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, জাতীয় ঐক্যমতের ধোঁকা নয়, ইসলামী বিধানের ভিত্তিতেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। মানুষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আল্লাহ্র বিধানের সত্যাসত্য যাচাই হবে না। বরং আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতেই মানুষের মতামত যাচাই হবে। আল্লাহ মানুষের গোলাম নন, মানুষ আল্লাহ্র গোলাম। অতএব বিদেশী কোন এক্সপেরিমেন্ট এদেশে যোর করে চাপানোর অপচেষ্টা করবেন না। আমাদের পরামর্শ একটাই, আপনারা ইসলামী নৈতিকতা বৃদ্ধির পক্ষে সবধরনের প্রকল্প গ্রহণ করুন! বিপক্ষে এক পা বাড়াবেন না। ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করুন! শিক্ষার প্রতি স্তরে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য করুন! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন বিদেশী সংস্কৃতি নয়, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটান। দেশে ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি করুন! ইনশাআল্লাহ ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য ও দেশের উন্নতি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন- আমীন! *(স.স.)*।

ই'তিকাফ : গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ভূমিকা :

ই'তিকাফ মানুষকে দুনিয়াবী ব্যস্ততা পরিহার করে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হওয়া শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে দেয়। এতে আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার গোনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, এ মাসের শেষ দশকের বরকতময় রজনী 'লায়লাতুল ক্বদর' (ليلة القدر) যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রজনী পাবার জন্য ই'তিকাফ এক বিশেষ ব্যবস্থা।

ই'তিকাফের পরিচয় :

ই'তিকাফ اَلعَكْفُ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি'আল-এর মাছদার। অর্থ : নিজেকে কোন স্থানে বদ্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বদ্ধ রাখাকে ই'তিকাফ বলা হয়।[১] আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু'তাকিফ (معتكف) বা আকিফ (عاكف)।[২]

ই'তিকাফের শারঈ বিধান :

ই'তিকাফ (الإعتكاف) শরী'আত নির্দেশিত একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ– 'আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ই'তিকাফের বিধান শরী'আত সিদ্ধ ও প্রাচীন। বিধায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ই'তিকাফকারীদের জন্য আল্লাহ্র ঘরকে পাক-পবিত্র রাখতে বলেছেন।

নবী করীম (ছাঃ) প্রতি বছর দশ দিন ই'তিকাফ করেন। এমনকি যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا، 'রাসূল (ছাঃ) প্রতি রামাযান মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন'।[৩]

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য :

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিজের গোনাহ মাফ করে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল ই'তিকাফ। তাবেঈ মাসরূক (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির জন্য করণীয় হ'ল সে এমন কোন স্থানে একাকী হবে, যেখানে সে নিজের গোনাহ স্মরণ করে তা হ'তে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৪] এক্ষেত্রে ই'তিকাফ এক উত্তম মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে 'লাইলাতুল ক্বদরকে' অন্বেষণ করা যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বদরের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হবার পূর্বে রামাযানের মধ্যেই দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। দশ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হ'ল। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তাবু খাটানো হ'ল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে ক্বদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু দু'ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ কর।[৫]

ই'তিকাফের প্রকারভেদ :

ই'তিকাফ দুই প্রকার। যথা- ১. সুন্নাত ও ২. ওয়াজিব।[৬]

১. সুন্নাত : সুন্নাত ই'তিকাফ হ'ল যেটা রাসূল (ছাঃ), তাঁর স্ত্রীগণ এবং ছাহাবায়ে কেরাম করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ– 'রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন'।[৭]

২. ওয়াজিব : ওয়াজিব ই'তিকাফ হ'ল, যা ই'তিকাফকারী নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যেমন যদি কেউ কোন ভালো কাজের উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করার মানত করে তাহ'লে তার মানত পূরণ করা আবশ্যক। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ– 'ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, (কায়রো, মিশর : দারুল ফাতাহ), পৃঃ ৫৩৯।*
২. *আল-মিছবাহুল মুনীর ২/৪২৪; লিসানুল আরব ৯/২৫২।*
৩. *বুখারী হা/২০৪৪; ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২২২১।*
৪. *সিলসিলা আছারুছ ছহীহাহ, আছার নং ৩৪৫।*
৫. *বুখারী হা/২০১৮; মুসলিম হা/১১৬৭।*
৬. *ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৫৪০ পৃঃ।*
৭. *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২।*

করার মানত করেছিলাম (আমি কি তা পূরণ করব?) নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মানত পূরণ কর'।[৮]

ই'তিকাফের স্থান : মসজিদেই ই'তিকাফ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ– 'আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ، 'মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম'।[৯] যে কোন মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয।[১০] কেননা আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে (فى المَسَاجِدِ) 'মসজিদ সমূহে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)* উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না।[১১]

ই'তিকাফকারীর মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়া : ই'তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।[১২] আর শেষ দশক বলতে শেষ দশ রাত্রিকে বুঝানো হয় *(সূরা ফজর ২)*। আর ২০ তারিখ সূর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। কোন কোন বিদ্বান আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের ছালাত আদায় করার পর তাঁর ই'তিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন[১৩] মর্মে বর্ণিত হাদীছটি থেকে ফজরের পর ই'তিকাফ শুরুর ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও তার জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূল (ছাঃ) আগের দিন সূর্যাস্তের সময় মসজিদে প্রবেশ করে ফজর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন এবং এরপর স্বীয় ই'তিকাফস্থলে একাকী হ'তেন।[১৪]

মহিলাদের ই'তিকাফের বিধান : মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করা শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাস শেষ দশদিন ই'তিকাফ করবেন বলে উল্লেখ করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে ই'তিকাফের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[১৫] তিনি আরো বলেন, اَنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্য পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন'।[১৬] অতএব নিরাপদ পরিবেশ ও পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলে মহিলারাও ই'তিকাফ করতে পারবে।

ই'তিকাফ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শর্ত :

ক. স্বামীর অনুমতি : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারবে না। যেমন আয়েশা (রাঃ) ই'তিকাফের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তদ্রূপ হাফছাহ ও যায়নাব (রাঃ)ও অনুমতি চেয়েছিলেন।[১৭]

খ. ফিৎনার আশংকা না থাকা : মহিলার জন্য ই'তিকাফ করা বৈধ হবে না, যদি তার ব্যাপারে কোন আশংকা কিংবা তার কারণে অন্য কোন পুরুষ ফিৎনায় পড়ার আশংকা থাকে। সব ধরনের ফিৎনা থেকে নিরাপদ হ'লে মহিলাদের ই'তিকাফ করা বৈধ হবে।[১৮]

মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে মসজিদে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন মসজিদে তাদের জন্য আলাদা তাঁবু টাঙ্গানো হ'ত। কেননা মসজিদে পুরুষরা ছালাতের জন্য উপস্থিত হয়। তাই মসজিদে মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন যেখানে পুরুষরা তাদেরকে দেখতে পাবে না। মূলতঃ মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকাই উত্তম।[১৯]

যেসব কাজ করলে ই'তিকাফ বাতিল হয় :

নিম্নোক্ত কাজের যে কোন একটি করলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন-

(ক) স্ত্রী সহবাস : স্ত্রী সহবাস করলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।[২০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

(খ) শারঈ ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া : ই'তিকাফকারী কোন অবস্থাতেই মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা এবং শারঈ কোন ওযর থাকলে

---

৮. বুখারী হা/২০৩২।
৯. বুখারী হা/২০২৮; মুসলিম হা/২৯৭)।
১০. ছহীহ্ ফিকহুস্ সুন্নাহ্ পৃঃ ১৫১।
১১. বায়হাক্বী হা/৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬।
১২. বুখারী হা/২০২৫, মুসলিম; মিশকাত হা/২০৯৭।
১৩. আবুদাঊদ হা/২৪৬৪, ইবনু মাজাহ হা/১৭৭১।
১৪. নববী, শরহ মুসলিম ৮/৬৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৩৭।
১৫. বুখারী হা/২০৪১-৪৫।
১৬. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২।
১৭. বুখারী হা/২০৩৩, ২০৪১-৪৫; মুসলিম হা/১১৭২-৭৩।
১৮. ছহীহ্ ফিকহুস্ সুন্নাহ্ পৃঃ ১৫২।
১৯. ফিকহুস্ সুন্নাহ লিন্নিসা' (মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ), পৃঃ ২৪৭।
২০. তাফসীরে কুরতুবী, বিদয়াতুল মুজতাহিদ ১/৪৭০; ফতহুল বারী ৪/২৭২; আস-সায়লুল জারার ২/১৩৬।

বের হ'তে পারবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ، 'মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম'।[২১] তিনি আরো বলেন, اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ : اَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، ولاَ يَشْهَدَ جَنَا زَةً، وَلاَ يَمَسَّ إِمْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ،اِلاَّ لِمَا لَابُدَّ مِنهُ، وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّافِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ، ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে কোন রোগীর সেবা করতে মসজিদ থেকে বের হবে না। কোন জানাযায় উপস্থিত হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। (শারঈ) প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। ছিয়াম ব্যতীত কোন ই'তিকাফ নেই। জামে মসজিদ ব্যতীত কোন ই'তিকাফ নেই।[২২]

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ :

ক. মসজিদের একাংশে তাঁবু টাঙ্গানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন আয়েশা (রাঃ) মসজিদে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিতেন।[২৩] মসজিদের পিছন দিকে ই'তিকাফকারী ছোট্ট তাঁবু টানিয়ে সেখানে ই'তিকাফ করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর জন্য একটি তাঁবু (خِبَاءٌ) তৈরি করে দিতেন। আর এটি তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই করতেন।[২৪] তিনি একবার একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছিলেন। যার দরজায় একটি চাটাই ঝুলানো ছিল।[২৫]

খ. মসজিদে ওযূ ও গোসল করা : রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وُضُوْءًا خَفِيْفًا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব অল্প পানি খরচ করে মসজিদে ওযূ করেছেন।[২৬]

গ. মসজিদে বিছানার ব্যবস্থা করা : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে বিছানা বিছানো যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا– 'একুশতম দিনের সকালে আমরা আমাদের বিছানা পত্র সরিয়ে দিলাম'।[২৭]

ঘ. শারঈ প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া : মসজিদে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা না থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। এছাড়া শারঈ কোন প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে।[২৮]

ঙ. স্ত্রীর সাথে কথা বলা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। ছাফিয়া (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে অনেক্ষণ কথা বললেন। এরপর তিনি উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে উঠলেন এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।[২৯]

ঙ. মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয : মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয। তবে তাকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন মসজিদে নাপাকী না লাগে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর এক মুস্তাহাযা স্ত্রী ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর লাল ও হলুদ বর্ণের রক্ত প্রবাহিত হ'ত। ছালাত আদায়কালে আমরা অনেক সময় তাঁর নীচে পাত্র রাখতাম।[৩০]

ই'তিকাফকারীর শিষ্টাচার : ই'তিকাফকারীর জন্য করণীয় হ'ল, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থেকে বেশী বেশী ছালাত আদায়, ক্বুরআন তেলাওয়াত, যিকির এবং আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর অন্বেষণ করা। শুধু ঘুমালে ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। অনেককে দেখা যায়, ই'তিকাফে বসে দুনিয়াবী অহেতুক কথা, কাজ বা খোশ-গল্পে মত্ত থাকে, যা ই'তিকাফের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের ই'তিকাফ এরূপ ছিল না।

শেষ কথা : ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই লোক দেখানো এবং দুনিয়াবী স্বার্থ পরিহার করে, শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ই'তিকাফ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরী'আতের বিধান মেনে ই'তিকাফ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২১. *বুখারী হা/২০২৮।*
২২. *আবূ দাউদ হা/২৪৭৩ সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী ৪/৩১৫।*
২৩. *বুখারী হা/২০৩৩।*
২৪. *বুখারী, হা/২০৩৩; মুসলিম, হা/১১৭৩।*
২৫. *মুসলিম, হা/১১৬৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২১৭১, ২২১৯।*
২৬. *ছহীহ আহমাদ ৫/৩৬৪।*
২৭. *বুখারী হা/২০৪০।*
২৮. *আবূদাঊদ হা/২৪৭৩।*
২৯. *বুখারী হা/২০৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭৫।*
৩০. *বুখারী হা/৩০৯; সুনান দারেমী হা/৮৭৭।*

খুকি হোমিও মেডিকেয়ার

ডাঃ মোঃ মোবারক হোসেন
বি.এস-সি (অনার্স); এম.এস-সি (রাবি)
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
রেজিস্টার্ড হোমিও ফিজিশিয়ান

(হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বিষয়ে কোলকাতা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)

রোগী দেখার সময়ঃ
সকাল ৯ঃ৩০টা- ১১ঃ৩০টা (অনুঃ)
বিকাল ৫ঃ০০টা-রাত ৯ঃ০০টা

যোগাযোগ ঃ বহরমপুর শেষ মাথার মোড়, রাজশাহী-৬০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৬১২১১২

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৪০ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করুন এবং ইমারতের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজ সংস্কারে রত থাকুন। জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে *(তিরমিযী হা/২১৬৬)*। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সঙ্গী হয়। সে তাকে নিয়ে খেলা করে' *(নাসাঈ হা/৪০২০)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৬. রামাযানের কোর্স হিসাবে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করুন। এছাড়া 'আম্মা পারা, সাজদাহ, দাহ্র, হুজুরাত, ছফ, মুল্ক ও নূহ এবং কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করুন।

৭. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (১) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (২) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (৩) আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (৪) ফিরক্বা নাজিয়াহ (৫) কুরআন অনুধাবন (৬) মাল ও মর্যাদার লোভ।

৮. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন।

৯. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে আমাদের আহ্বান

১. রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন ও যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' (আন'আম ১৫১)।

২. দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর! অতঃপর তা কবুল করা হবে। -বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৯৬৩।

৩. জিনিস-পত্রে ভেজাল দিয়ে নীরব গণহত্যা থেকে বিরত থাকুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়'। -মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০।

৪. রামাযানের সম্মানে আপনার ব্যবসায় অন্য মাসের চেয়ে অন্তত শতকরা দুই ভাগ (২%) লাভ কম করুন!

আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন' (তাগাবুন ১৭)।

৫. ব্যবসায় প্রতারণা ও ওযনে কম দেয়া থেকে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়'। 'যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়' 'এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুত্বাফফিফীন ১-৩)।

৬. অধীনস্তদের প্রতি দয়া করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন'। -(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।

॥ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী মেনে চলুন ও পরকালে মুক্তির পথ সুগম করুন ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফার্সী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ এই রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে তারা সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে সুগন্ধিময় ও আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সেই সাথে চলে মীলাদ-ক্বিয়াম ও নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি ৩টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। (১) এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এ রাতে কুরআন নাযিল হয়। (২) এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়। (৩) এ রাতে রূহগুলি সব ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। ফলে মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাযী হয়তোবা রূহগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ দিন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা হ'ল :

(১) সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত- অর্থ : 'আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরা ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। তিনি বলেন, এ রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে রক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য হ'ল, 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন'।[১] আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না।[২] এতে বুঝা যায় যে, শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

(২) এই রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ) পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে দলীলগুলি পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

(১) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর

১. *মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।*
২. *বুখারী হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৮৮।*

দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'?[৩] হাদীছটি মওযূ' বা জাল।[৪]

অথচ একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে *(হা/১৩৬৬)* এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাকে ফজর পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

(২) মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের বকরী সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৫] হাদীছটি যঈফ এবং এর সনদ মুনকাত্বি' বা ছিন্নসূত্র।[৬]

(৩) ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, 'না'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে রামাযানের পর ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।[৭]

'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। এর সাথে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাতে, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ'। হাদীছটি জাল।[৮]

(৫) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, কেবল মুশরিক ও পরস্পরে শত্রু ব্যতীত'।[৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, পরস্পরে শত্রু এবং আত্মঘাতি ব্যতীত'।[১০] ৮টি যঈফ সূত্র উল্লেখ করে সেগুলি হাদীছটিকে শক্তিশালী করেছে মন্তব্য করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'নিঃসন্দেহে ছহীহ' বলেছেন।[১১] ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। অতঃপর বিভিন্ন শাওয়াহেদ-এর কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহি' বলেছেন।[১২] ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একইরূপ বলেছেন *(১০/১২৭)*। কিন্তু 'ছহীহ' বলা সত্ত্বেও এ রাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন।[১৩]

মন্তব্য : (১) উক্ত হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (২) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব...।[১৪] অথচ অত্র হাদীছে এটি ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। যদিও এরূপ ক্ষমা প্রদানের কথা অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্র সাথে শিরক করেনি এমন সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি ছাড়া যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। বলা হয় যে, এই দু'জনকে ছাড় যতক্ষণ না ওরা পরস্পরে সন্ধি করে'।[১৫] অথচ ঐ দু'রাতে কেউ বিশেষভাবে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করেনা এবং করার বিধানও নেই। (৩) এই রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি আমল বা ইবাদত করেননি। (৪) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৭] অতএব ১৫ই শা'বান উপলক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৩) এ রাতে রূহগুলি সব মর্ত্যে নেমে আসে। এ বিষয়ে সূরা ক্বদরের ৪ ও ৫ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে বলা হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/৪-৫)*। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে ক্বদরের রাত্রি এবং 'রূহ' বলতে ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। প্রত্যেক মৃতের রূহ মর্ত্যে নেমে আসে এ ধারণা ভুল। কেননা মৃত্যুর

৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; আলবানী, মিশকাত হা/১৩০৮।*
৪. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯।*
৬. *যঈফুল জামে' হা/১৭৬১।*
৭. *বুখারী হা/১৯৮৩; মুসলিম হা/১১৬১; মিশকাত হা/২০৩৮।*
৮. *সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬।*
১০. *আহমাদ হা/৬৬৪২; মিশকাত হা/১৩০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২১।*
১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪, ৩/১৩৮, ১৫৬৩, ৪/১৩৭।*
১২. *আহমাদ হা/৬৬৪২।*
১৩. *ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬।*
১৪. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫।*
১৭. *মুসলিম হা/১৭১৮।*

পরে কোন রূহ আর পৃথিবীতে ফেরৎ আসতে পারে না। কেননা 'তাদের সামনে পর্দা থাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত'।[১৮]

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল।[১৯] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই জাল অথবা যঈফ। এব্যাপারে (ইমাম গাযালীর) 'এহ্ইয়াউল উলূম' ও (আবু তালেব মাক্কীর) 'কূতুল ক্বুলূব' দেখে যেন কেউ ধোঁকা না খায়।... এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম যেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং নেতৃত্ব করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।[২০]

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম রাখতেন না'।[২১]

যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে, তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না'।[২২] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত।[২৩] আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাফাবা প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই)।*

১৮. *মুমিনূন ২৩/১০০।*
১৯. *ইবনুল জাওযী, আল-মওযূ'আত ২/১২৭-২৯।*
২০. *মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/১৩০৮-এর ব্যাখ্যা দ্র. ৪/৪৪৬-৪৭ পৃ.।*
২১. *বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।*
২২. *আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৪।*
২৩. *নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি পবিত্র রামাযানুল মোবারকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো পদ্ধতিতে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযান মাসে একটি ওমরাহ আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান *(বুখারী হা/১৮৬৩; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯)।*

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ২০২০ ও ২০২১ ইং সালের হজ্জের প্রাক নিবন্ধের কাজ চলছে।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছিয়ামের ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. সাহারী ও ইফতার : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (ক) 'তোমরা সাহারী কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৩] তিনি বলেন, (খ) 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৪] তিনি আরও বলেন, (গ) 'সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূরণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫] তিনি বলেন, (ঘ) 'তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর'।[৬]

৩. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৭] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'* ('পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল')।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহূদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[৯]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১০] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূরণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[১২]

৫. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১৩]

৬. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের নফল ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২)[১৪] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[১৫] 'রাত্রির ছালাত' বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয় *(মির'আত)*।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাক'আত নয়। যেমন হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন..'।[১৬] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রুমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, সেটি যঈফ।[১৭]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৮] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৯]

দারুল উলূম দেউবন্দ-এর সাবেক মুহতামিম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল।[২০]

---

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।*
৪. *মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩।*
৫. *আবূদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।*
৬. *ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।*
৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৮. *আবূদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৯. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
১০. *বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।*
১১. *ফাৎহুল বারী 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪।*
১২. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
১৩. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১৪. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
১৫. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, হা/১১৪৭; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, হা/১৭২৩ ও অন্যান্য; দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'।*
১৬. *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
১৭. *হাশিয়া আলবানী মিশকাত হা/১৩০২; ঐ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ পৃঃ।*
১৮. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২০।*
১৯. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।*
২০. *আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্রঃ ২/২০৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২১।*

৭. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২১] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২২] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৪] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৫] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[২৬] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

৮. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২৭] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[২৮]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২৯] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[৩০]

৯. ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ই'তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী :

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা।[৩১] **(খ)** প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা।[৩২] **(গ)** অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা।[৩৩] **(ঘ)** একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)[৩৪] দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা। **(ঙ)** তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে'।[৩৫]

(চ) জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়বেন। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর জামা'আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন।

(ছ) ই'তিকাফ কালে সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবেন। এভাবে যতবার টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ থেকে সর্বোচ্চ ১২ রাক'আত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জাতির কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন। উক্ত নিয়তে আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'। অথবা আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ..। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন।[৩৬] এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন *(মুমিন ৪০/১৯)*। দো'আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন।[৩৭]

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সূরা ফাতিহা, নাবা, আছর ও সূরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। **(ঝ)** উচ্চ শব্দে ইবাদত করবেন না। অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

(ঞ) ক্বদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে দীর্ঘ ওয়ায মাহফিলের ও বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করবেন না। যাতে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয় আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন-আমীন!!

---

২১. *মুসলিম হা/১১১১; নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।*
২২. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
২৩. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
২৪. *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
২৫. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
২৬. *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*
২৭. *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।*
২৮. *ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।*
২৯. *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।*
৩০. *বুখারী হা/২০২৯।*
৩১. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।*
৩২. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।*
৩৩. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।*
৩৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১।*
৩৫. *তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।*
৩৬. *বুখারী হা/৬৩৮৯।*
৩৭. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃঃ। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দো'আ সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'যররী দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২৬৭-৩০০ পৃঃ।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য : যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ : যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব : ১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি : এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।[৩]

যাকাতুল ফিৎর : এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৪] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ : পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ :** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। **৫. দাসমুক্তির জন্য :** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*। **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে। **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৫]

বায়তুল মাল জমা করা : ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৬]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৯; মিশকাত হা/১৭৭৪।*
৪. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৬. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

ক্রাইস্টচার্চে হামলা : বর্ণবাদীদের মুখোশ উন্মোচন

ভূমিকা :

১৫ই মার্চ ২০১৯ ইং শুক্রবার। স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টটার্চের আন-নূর ও লিনউড নামক ২টি মসজিদে হামলার খবর দেশী-বিদেশী মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশের মিডিয়াতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা কিভাবে আল্লাহ্র দয়ায় বেঁচে গেছেন তার ওপর। লোমহর্ষক হামলার মাধ্যমে বর্ণবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষী মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। অভিবাসী ধূয়া তুলে এরা মুসলিম নিধনে যারপর নাই মেতে উঠেছে। অথচ বিশ্ব মোড়লরা আজ নীরব। আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা :

মিডিয়ার সর্বশেষ ভাষ্য অনুযায়ী ৫জন বাংলাদেশীসহ মোট ৫০জন খুন হয়েছেন এই হামলায় এবং আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তবে এটা খুবই স্পষ্ট যে, এই হামলা কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির তাৎক্ষণিক উন্মাদনা নয়। এটি ঠাণ্ডা মাথার হামলা। ব্রেন্টন ট্যারান্ট ও তার সহযোগীরা এই হত্যাকাণ্ডের ছক এঁকেছিল বহু পূর্বেই। কারণ হত্যাকাণ্ডের আগে সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট ইন্টারনেটে ৭৩ পৃষ্ঠার একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে সেই ইশতেহারটি ইন্টারনেটে আপলোড করার কিছুক্ষণ পরই মুছে ফেলা হয়। প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, এই হামলা একজন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে একটি সংঘবদ্ধ চক্র রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই সংঘবদ্ধ চক্রটি হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিষ্টান চক্র। তাদের পেছনে জায়নবাদ তথা ইহুদীদের সক্রিয় মদদও থাকতে পারে।

ব্রেন্টন ট্যারান্ট ২০১৭ সালে ইউরোপ ভ্রমণের পর থেকেই এই হামলার পরিকল্পনা করছিল। সে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছে এবং নিউজিল্যান্ডে বিক্ষিপ্ত সময় অতিবাহিত করেছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশ থেকে শরণার্থী আসায় নিউজিল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই বিষয়টিতে সে খুব বেশী ক্ষুব্ধ ছিল।

কে এই সন্ত্রাসী?

হামলাকারীদের প্রধান হ'ল ২৮ বছর বয়সী ব্রেন্টন ট্যারান্ট। সে অস্ট্রেলীয় নাগরিক। সে বেশ কিছুদিন ধরেই ঘাঁটি গেড়েছিল নিউজিল্যান্ডে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছুদিন ধরে চরমপন্থী মতাদর্শের কথা প্রচার করলেও তাকে কোন নযরদারীর তালিকায় রাখা হয়নি বলে নিউজিল্যান্ডের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এখন এ ব্যাপারে বেশ সরব হয়ে উঠেছে। ব্রেন্টন ট্যারান্ট খ্রিষ্টান এবং হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট তথা সাদা চামড়ার লোকদের কথিত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তার একটি লাইসেন্স ও পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে নিউজিল্যান্ডের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী জাসিন্দা আর্ডান তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন। সেই সাথে এটাও জানিয়েছেন যে, হামলাকারী ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের তথ্য মাত্র নয় (৯) মিনিট আগে তাঁর দফতরে পাঠিয়েছিল।

সেই ৭৩ পৃষ্ঠার ইশতেহারে কি আছে?

হামলাকারী যে ইশতেহারটি ইন্টারনেটে আপলোড করেছিল সেই ইশতেহারের লাইনে লাইনে ছিল মুসলিম বিদ্বেষ, ঘৃণা আর শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের কথা। ১৬,৫০০ শব্দের এই ইশতেহারটি সে প্রকাশ করেছিল **'দ্যা গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট'** নামে। ইশতেহারটিতে অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীদেরকেই পৃথিবী জুড়ে সমস্ত সংকটের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইশতেহারটির ১ ও ২ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ফলে হাযার হাযার মানুষের ক্ষতি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় কাজ হারিয়েছে। এই হামলা সেই ক্ষতিরই প্রতিশোধ। ১১ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, তুরস্ক বাদে ন্যাটোভুক্ত অন্য দেশগুলোর মাধ্যমে সম্মিলিত ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গঠন করে তুরস্ককে আরো একবার বিদেশী শত্রু পক্ষ হিসাবে তার সত্যিকারের অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়াও এই হামলার উদ্দেশ্য।

সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট ডোনাল ট্রাম্প সমর্থক :

ইশতেহারে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছে যে, সে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করে। সে ট্রাম্পকে শ্বেতাঙ্গ পুনরুত্থানের প্রতীক উল্লেখ করে জানায় যে, তাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন।

অভিবাসন কমানোর নামে মুসলিম নিধন :

ব্রেন্টনের জন্ম অস্ট্রেলিয়াতে আর সে হত্যাকাণ্ড চালাল নিউজিল্যান্ডে। কোথায় অস্ট্রেলিয়া আর কোথায় নিউজিল্যান্ড? ইউরোপের সাথে তার কানেকশন থাকার কথা নয়। অথচ ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, সে ইউরোপে ম্যাসিভ ইমিগ্রেশনের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ব্রেন্টন ট্যারান্ট এমন একটি জঙ্গীগোষ্ঠীর সক্রিয় কর্মী, যারা ছড়িয়ে আছে ইউরোপেও। এমনকি বিশ্বের আনাচে-কানাচে। তারা অভিবাসন কমানোর নামে মুসলিম নিধন শুরু করেছে। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মসজিদ দু'টিতে ছালাতরত নিরীহ মুছল্লীদের ওপর অতর্কিত ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড যেটাকে **'জেনোসাইড'** নামে অভিহিত করা যায়, সেটিই এর বহিঃপ্রকাশ। এই রকম সন্ত্রাসী হামলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অন্যান্য রাষ্ট্রেও, যেখানে মুসলমানরা পদানত হয়ে আছে। কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মিয়ানমার, আফগানিস্তান প্রভৃতি তারই অংশ।

সন্ত্রাসী সংগঠন 'ব্লাকসান' নিয়ে হৈচৈ :

খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট 'ব্লাকসান' নামক কুখ্যাত ঘাতক গোষ্ঠীর সদস্য। কেননা তার প্রকাশিত ইশতেহারে 'ব্লাকসানে'র লোগো দেখা গেছে। সে কারণে 'ব্লাকসান' নিয়ে বিশ্বজুড়ে আবারও হৈচৈ শুরু হয়েছে। এই ব্লাকসান ইউরোপের ঘৃণ্য নাৎসি বাহিনীর অঙ্গ সংগঠন ছিল। কে না জানে যে, হিটলার ৬০ হাযার ইহুদীকে হত্যা করে তার হাতকে রক্তরঞ্জিত করেছিল। আর 'ব্লাকসান' সেই ঘাতক

দলের এক কুখ্যাত সহযোগী। এদেরকে যেরূপ কঠোরভাবে দমন করা উচিত ছিল। এখন পর্যন্ত শুধু নিউজিল্যান্ড নয় পশ্চিমারাও অত কঠোরভাবে দমন করেনি। খ্রিস্টান ও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর জঙ্গিদের প্রতি তাদের যে সহজাত টান রয়েছে, এটিই তার আসল প্রমাণ। উল্লেখ্য যে, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে আয়ারল্যান্ডের সর্বত্র জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু আইরিশ সন্ত্রাসীদেরকে তারা কোনদিন খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী বলেনি।

বিশ্ব মিডিয়ার গুমোর ফাঁস :

একজন অস্ট্রেলিয়ান খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী যখন ৫০ জন নিরীহ মুছল্লীকে খুন করল তখন বিশ্ব মিডিয়া তাকে শুধুই বন্দুকধারী পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু কেন? তার কি অন্য পরিচয় নেই? অথচ এখন যদি পাল্টা প্রতিশোধ নিতে কোন মুসলিম অস্ট্রেলিয়ায় হামলা চালায় তখন এই বিশ্ব মিডিয়া তাকে মুসলিম জঙ্গি, মৌলবাদী সন্ত্রাসী, মুসলিম টেররিস্টসহ কত কিছু বানিয়ে ছাড়বে, তার ইয়ত্তা নেই।

প্রিয় পাঠক! ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডার বিষবাষ্প যারা ছড়াচ্ছে, তারা কারা? তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? তা আশা করি, কারোরই অবিদিত নেই।

১৭ মিনিট ধরে হামলার দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচার :

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের সেই ভয়াবহ হামলার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১৭ মিনিট ধরে লাইভ স্ট্রিম (সরাসরি সম্প্রচার) করেছে সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলাকারী স্বয়ংক্রিয় বন্দুক নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। মসজিদে প্রবেশ করেই মুছল্লীদের উপর নির্বিচারে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে শুরু করে। মসজিদের ভেতর ছুটোছুটিরত মুছল্লীদের দিকে টানা গুলি করতে থাকে। এরপর মসজিদের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ঢুকে ঘুরে ঘুরে গুলি করতে থাকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে যারা মসজিদের ভেতরের মেঝেতে পড়েছিলেন। তাদের দিকে ফিরে ফিরে গুলি করছিল সে। তার মাথায় ভিডিও ক্যামেরা বসানো ছিল।

আদালতে হাসছিল সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট :

অতঃপর ১৬ই মার্চ ২০১৯ ইং শনিবার নিউজিল্যান্ডের আদালত সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্ট-এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে কয়েদীদের সাদা রঙের শার্ট এবং হাতকড়া পরিয়ে যখন আদালতে হাযির করেছিল তখন সে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। এমনকি ভয়াবহ হামলার সময়ও সে পুরোপুরি স্বাভাবিকই ছিল। যদিও পরবর্তীতে বিচারক কথিত ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তার স্বার্থে তার মুখচ্ছবি গণমাধ্যমে ঝাপসা করে দেখাবার নির্দেশ দেয়।

বিচারের নামে প্রহসন :

বিচারক ক্যামেরন ম্যান্ডের বলেন, ২৮ বছর বয়সী ব্রেন্টন ট্যারান্ট বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য উপযুক্ত, না-কি মানসিকভাবে অসুস্থ, বিশেষজ্ঞরা এখন তা পরীক্ষা করে দেখবেন। ক্রাইস্টচার্চে হামলায় গ্রেপ্তার এ শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী গত ৫ এপ্রিল শুক্রবার অকল্যান্ডের প্যারেমোরেমো কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতের শুনানিতে অংশ নেয়। নিউজিল্যান্ডের নিয়ম অনুযায়ী, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানিতে যোগ দেয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্যামেরায় বিচারক ও তার আইনজীবীদের দেখার সুযোগ পায়। কিন্তু ট্যারান্টের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ব্রেন্টনের ক্যামেরা বিচারকক্ষে উপস্থিত দর্শণার্থীদের দিকেই ঘোরানো ছিল। উল্লেখ্য, আদালত কক্ষে হতাহতদের আত্মীয়-স্বজনরাও উপস্থিত ছিলেন।

শুনানির সময় ব্রেন্টন ট্যারান্টকে হাতকড়া পরানো ছিল। স্বল্পকালীন এ শুনানিতে ট্যারান্ট কোন মন্তব্য করেনি। পুরো শুনানির সময় তাকে নির্লিপ্ত ও বিরক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মানসিক পরীক্ষার নির্দেশের সময় সে সতর্ক হয়ে ওঠে বলে জানায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। বিচারক ক্যামেরন ম্যান্ডের ব্রেন্টনকে পুলিশি হেফাযতে রাখার নির্দেশ দিয়ে ১৪ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ঘোষণা করেন। শ্বেতাঙ্গ এই উগ্র ডানপন্থী হামলাকারীর বিরুদ্ধে ৫০ জনকে খুন এবং আরো ৩৯ জনকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে ব্রেন্টনকে প্যারোলবিহীন যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করতে হবে।

নিউজিল্যান্ড ও কানাডার হামলা একই সূত্রে গাঁথা :

সন্ত্রাসী ব্রেন্টন ট্যারান্টের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, তার বন্দুকে লেখা আছে আলেসান্দ্রো বিসনেত্তা ও লুকা ত্রাইনীর নাম। ২০১৭ সালে কানাডাতে একটি মসজিদে হামলা চালিয়ে ছয় (৬) নিরপরাধ মুছল্লীকে হত্যা করেছিল আলেসান্দ্রো বিসনেত্তা। ২০১৮ সালে ইতালিতে আসা শরণার্থী আফ্রিকানদের ওপর গুলি চালিয়েছিল লুকা ত্রাইনী। এ থেকেই স্পষ্ট যে, কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিম বিদ্বেষই ছিল এই শ্বেতাঙ্গ বন্দুকধারী সন্ত্রাসীর মূল প্রেরণা।

উপসংহার :

ইসলাম বিদ্বেষী এজেন্ডা নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়া পশ্চিমা বর্ণবাদী ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রোপাগাণ্ডায় একশ্রেণীর বিভ্রান্ত উগ্রপন্থী পরমতের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রধান বহুজাতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিতে সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলছে। আর এসব হামলার দায় ঢালাওভাবে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষী ও অভিবাসন বিরোধী কঠোর আইন করতে যাচ্ছে নেপথ্যের অনুঘটকরা। তাই এ ধরনের ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার পুনরাবৃত্তি রোধে ইসলাম বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদী প্রোপাগাণ্ডা বন্ধে বহুত্ববাদী ও শান্তিকামী বিশ্ব সম্প্রদায়কে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

** জুয়েল রানা*
সহকারী শিক্ষক
আলহাজ্জ শাহ্ মাহ্তাব-রওশন ব্রাইট স্টার স্কুল
উত্তর পলাশবাড়ী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(জুলাই'১৮ সংখ্যার পর)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর রচনা সমূহ :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সর্বদা ইবাদত-বন্দেগী ও জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি শহরের কোলাহলমুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট গ্রামীণ পরিবেশে নীরবে রচনা করে গেছেন তাঁর সুবিশাল সাহিত্যকর্ম।[১] এসব রচনা বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাইতো ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, لَهُ تصانيف مفيدة تدل على كَثْرَة اطلاعه ووفور فضله 'তাঁর অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। যা তাঁর অধিক অধ্যয়ন ও অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে'।[২] আধুনিক গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ হাসূনী বলেন, وهى مؤلفات منقطعة النظير في بابها 'এগুলি অতুলনীয় গ্রন্থ'।[৩]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর গ্রন্থ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এতে ইলমের বড়াই বা আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র নেই। বরং সর্বত্র বিনয়-নম্রতার ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া তাঁর রচনা সমূহে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সামাজিক সমস্যা সমূহ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ব্যক্ত হয়েছে। ফলে সেগুলি ইতিহাসের বিশ্বস্ত উপাদনে পরিণত হয়েছে।[৪] নিম্নে তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল :

১. তাফসীরে কুরতুবী :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর রচনা সমূহের মধ্যে তাফসীরে কুরতুবী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও উপকারী। এর পূর্ণাঙ্গ নাম হ'ল اَلْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالْمُبَيِّنُ لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ তবে এটি 'তাফসীরে কুরতুবী' নামেই সমধিক খ্যাত ও পরিচিত। এটি প্রথমতঃ কায়রোর দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ থেকে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩-১৯৫০ সালের মধ্যে এর মুদ্রণ শেষ হয়। ১৯৬১ সালে আদ-দারুল ক্বওমিইয়াহ এটি ৮০ জুয বা খণ্ডে প্রকাশ করে। অতঃপর ১৯৬৭ সালে কায়রোর দারুল কিতাবিল আরাবী প্রথম সংস্করণের ফটোকপি মুদ্রণ করে। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।[৫] তন্মধ্যে আব্দুর রায্যাক আল-মাহদীর তাহক্বীক্বকৃত বৈরূতের দারুল কিতাবিল আরাবী থেকে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত (২০০৪) সংস্করণ এবং ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কীর তাহক্বীক্বকৃত বৈরূতের মুআস্সাসাতুর রিসালাহ থেকে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত (২০০৬) সংস্করণ সবচেয়ে সুন্দর ও উপকারী।

তাফসীরে কুরতুবীর ধরন : বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাফসীর গ্রন্থ সমূহ দু'প্রকার। ১. তাফসীরে 'উমূমী বা সাধারণ তাফসীর। এতে আয়াতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী প্রত্যেক আয়াতের তাফসীর ও তার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়। ২. তাফসীরে মাওযূঈ বা বিষয়ভিত্তিক তাফসীর। এতে কোন একটি বিষয়ের আয়াত সমূহের উপরে বেশী জোর দেয়া হয়। যেমন : ফিক্বহী তাফসীর বা আহকাম সংক্রান্ত আয়াত সমূহের তাফসীর প্রভৃতি।[৬] ইমাম কুরতুবীর তাফসীরে উভয় প্রকারের সন্নিবেশ ঘটেছে। তাঁর তাফসীরের নামের প্রথম অংশ (اَلْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ) বিষয়ভিত্তিক তাফসীরের প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ এতে কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহের আলোকে ফিক্বহী বিধি-বিধান (Legal study of the Holy Quran) বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর দ্বিতীয় অংশ (وَالْمُبَيِّنُ لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ) সাধারণ তাফসীরের দিকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ ফিক্বহী বিধি-বিধান ছাড়াও এতে সকল আয়াতের সাধারণ তাফসীর (Generel Commentary) এবং এতদপ্রসঙ্গে আগত হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাছাড়া তাফসীরের নামের প্রথমে اَلْجَامِعُ শব্দটি উল্লেখ করে তিনি এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, এই তাফসীরে কুরআন মাজীদের ফিক্বহী পর্যালোচনা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের মতামত উল্লেখ করার সাথে শর্তযুক্ত হবে না। বরং এটি ফিক্বহী মতামত সমূহের এক সারগর্ভ পর্যালোচনা হবে, যাতে প্রসিদ্ধ মাযহাব সমূহের মতামতগুলি উল্লেখ করা হবে।[৭] এজন্যই গবেষক মুছত্বাফা ইবরাহীম আল-মাশীনী তাফসীরে কুরতুবীকে 'ফিক্বহী বিশ্বকোষ' (موسوعة فقهية) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮]

রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য : তাফসীরে কুরতুবীর ভূমিকায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এই তাফসীরটি রচনার কারণ ও উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع عُلُومِ الشَّرْعِ، الَّذِي اسْتَقَلَّ بِالسُّنَّةِ وَالْفَرْضِ، وَنَزَلَ بِهِ أَمِينُ السَّمَاءِ إِلَى أَمِينِ الْأَرْضِ، رَأَيْتُ أن أشتغل به مَدَى عُمُرِي، وأستفرغ فيه مُنَّتِي، بأن أكتب تَعْلِيقًا وَجِيزًا، يَتَضَمَّنُ نُكَتًا مِنَ التَّفْسِيرِ وَاللُّغَاتِ، وَالْإِعْرَابِ وَالْقِرَاءَاتِ، وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالَاتِ، وَأَحَادِيثَ كَثِيرَةً شَاهِدَةً لِمَا نَذْكُرُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَنُزُولِ الْآيَاتِ، جَامِعًا بَيْنَ مَعَانِيهِمَا، وَمُبَيِّنًا مَا أَشْكَلَ مِنْهُمَا،

---

* *ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৪০-৪১।*
২. *আল-ওয়াফী বিল অফায়াত ২/৮৭; উয়ূনুত তারীখ ২১/২৭; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫০/৭৫।*
৩. *'তারজামাতুল ইমাম আল-কুরতুবী' www.alukah.net.।*
৪. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৯৭।*
৫. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১০২।*
৬. *যেমন আবূ বকর জাছ্ছাছ ও ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআন, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর নায়লুল মারাম মিন তাফসীরে আয়াতিল আহকাম প্রভৃতি।*
৭. *তাফসীরে কুরতুবী (উর্দূ অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃঃ lxxii।*
৮. *মুছত্বাফা ইবরাহীম আল-মাশীনী, মাদরাসাতুত তাফসীর ফিল আন্দালুস (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ৫০২।*

بِأَقَاوِيلِ السَّلَف، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْخَلَف. وَعَمِلْتُهُ تَذْكِرَةً لِنَفْسِي، وَذَخِيرَةً لِيَوْمِ رَمْسِي، وَعَمَلًا صَالِحًا بَعْدَ مَوْتِي.

'আল্লাহ্র কিতাব যখন যাবতীয় শারঈ জ্ঞানের আধার, যা সুন্নাত ও ফরযকে কায়েম করেছে এবং যা নিয়ে আকাশের আমীন [জিব্রীল (আঃ)] যমীনের আমীনের [রাসূল (ছাঃ)] নিকটে অবতরণ করেছেন, তখন আমি সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখার কাজে সারাজীবন ব্যস্ত থাকতে এবং এ বিষয়ে আমার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করতে চেয়েছি। যাতে তাফসীর ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সাথে সাথে ই'রাব ও ক্বিরাআত, বক্র হৃদয়ের অধিকারী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের খণ্ডন থাকবে। আর এতে আমরা আহকাম ও আয়াতের শানে নুযূল উল্লেখ করত তার সমর্থনে অনেক হাদীছও প্রমাণস্বরূপ পেশ করব। কুরআন-সুন্নাহ্র ভাবের মাঝে সমন্বয়কারী এই তাফসীরটি সারগর্ভ এবং পূর্ববর্তী ও তাদের অনুসরণকারী পরবর্তী আলেমদের মতামত সহ দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী হবে। আমি নিজের জন্য নছীহত, আমার কবরের জন্য পাথেয় এবং আমার মৃত্যুর পর এটি যেন আমার জন্য সৎকর্ম হয় সেজন্য এই তাফসীরটি রচনা করেছি'।[৯]

শর্ত ও অনুসৃত পদ্ধতি : ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় তার শর্ত এবং 'মানহাজ' বা অনুসৃত পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হ'ল :

১. তিনি বলেন, وَشَرْطِي فِي هَذَا الْكِتَاب : إِضَافَةُ الْأَقْوَالِ إِلَى قَائِلِيهَا، وَالْأَحَادِيثِ إِلَى مُصَنِّفِيهَا، فَإِنَّهُ يُقَالُ: مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَافَ الْقَوْلُ إِلَى قَائِلِهِ 'এ গ্রন্থে আমার শর্ত হ'ল, বক্তব্য সমূহকে তার প্রবক্তাদের দিকে এবং হাদীছগুলিকে এর সংকলকদের দিকে সম্বন্ধ করা। কেননা বলা হয়ে থাকে, ইলমের বরকত হ'ল, বক্তব্যকে বক্তার দিকে সম্বন্ধ করা'।[১০]

২. মুফাস্সিরদের উদ্ধৃত বহু কিচ্ছা-কাহিনী ও ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বহু ঘটনার মধ্যে ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু উল্লেখ না করলেই নয় তিনি ততটুকু উল্লেখ করেছেন।

৩. বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতের মর্ম যেন পাঠক বুঝতে পারে সেজন্য তিনি মাসআলা সমূহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৪. কোন আয়াতে বিধি-বিধান না থাকলে সেখানে আয়াতটির সাধারণ তাফসীর করেছেন।

৫. আয়াতের শানে নুযূল, ক্বিরাআত, ই'রাব ও দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ আরবদের কবিতার উদ্ধৃতি সহ উল্লেখ করেছেন।[১১] অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর বর্ণিত শর্ত সমূহ ও মানহাজ অনুসরণ করেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয়ও ঘটেছে।

তাফসীরে কুরতুবীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

তাফসীরে কুরতুবীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল :

১. সারগর্ভ ভূমিকা :

তিনি তাঁর তাফসীরের শুরুতে উলূমুল কুরআন বিষয়ক একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে ফাযায়েলে কুরআন, কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ম-নীতি, ই'রাবুল কুরআন, তাফসীর ও মুফাস্সিরদের ফযীলত, কুরআন মাজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নিজস্ব রায় দ্বারা তাফসীর করার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন, মুফাস্সিরদের স্তর, হাদীছ দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, সূরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস, ই'জাযুল কুরআন (কুরআনের অলৌকিকতা) প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা কুরআন গবেষক ও মুফাস্সিরের জানা আবশ্যক।[১২]

২. আয়াতকে মাসআলায় বিভক্তকরণ :

তিনি এক বা একাধিক আয়াত উল্লেখ করত সেগুলিকে মাসআলায় বিভক্ত করেছেন। যে মাসআলাগুলি আবার কয়েকটি বাবের অধীনে আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা ফাতিহার তাফসীরকে চারটি বাবে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর প্রথম বাবে সূরা ফাতিহার ফযীলত ও নাম সমূহকে সাতটি মাসআলায় বিভক্ত করা হয়েছে।[১৩] দ্বিতীয় বাবে এর শানে নুযূল ও বিধি-বিধান সমূহকে ২০টি মাসআলায় বিভক্ত করেছেন।[১৪] তৃতীয় বাব আমীন সম্পর্কিত। এতে ৮টি মাসআলা রয়েছে।[১৫] ৪র্থ বাবে সূরার অর্থ, ক্বিরাআত, ই'রাব ও প্রশংসাকারীদের ফযীলত আলোচিত হয়েছে। এতে ৩৬টি মাসআলা রয়েছে।[১৬]

কখনো কখনো বাব ও শিরোনামে বিন্যস্ত না করে মাসআলা উল্লেখ করত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে।[১৭]

তবে আলোচিত সব মাসআলা যে ফিক্বহী বিধি-বিধান সংক্রান্ত তা কিন্তু নয়। যেমন তাফসীরে কুরতুবীর ভূমিকায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, فَضَمَّنْتُ كل آية تتضمن حُكْمًا أَوْ حُكْمَيْنِ فَمَا زَادَ، بِمَسَائِلَ نُبَيِّنُ فِيهَا مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَالتَّفْسِيرِ الْغَرِيبِ وَالْحُكْمِ، فَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ حُكْمًا ذَكَرْتُ مَا فِيهَا مِنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ، هَكَذَا إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ. 'প্রত্যেকটি আয়াতের অধীনস্থ একটি, দু'টি বা ততোধিক বিধানকে আমি মাসায়েল হিসাবে উল্লেখ করেছি। এতে শানে নুযূল, দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা এবং ফিক্বহী বিধি-বিধান বর্ণনা করেছি। যদি আয়াতটি বিধি-বিধান সম্পর্কিত না হয় তাহ'লে সেখানে আয়াতের সাধারণ তাফসীর উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত এ ধারা বজায় রাখা হয়েছে'।[১৮]

৯. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৬, ভূমিকা দ্রঃ।*
১০. *ঐ।*
১১. *ঐ ১/৬-৭।*
১২. *ঐ, ১/৭-৭৬।*
১৩. *ঐ, ১/৭৭-৮১।*
১৪. *ঐ, ১/৮১-৮৯।*
১৫. *ঐ, ১/৮৯-৯২।*
১৬. *ঐ ১/৯২-১০৬।*
১৭. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১০৯।*
১৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৬।*

কখনো মাসআলার অধীনে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ছিয়াম সম্পর্কিত আয়াতের *(বাক্বারাহ ১৮৩)* দ্বিতীয় মাসআলায় ছিয়ামের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, : اَلثَّانِيَةُ فَضْلُ الصَّوْمِ عَظِيمٌ، وَثَوَابُهُ جَسِيمٌ '২য় মাসআলা : ছিয়ামের ফযীলত অনেক এবং এর ছওয়াব অগণিত'।[১৯] কখনো এমন তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে ফিক্বহী মাসআলার সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। যেমন ওযূর আয়াতের শেষ মাসআলায় বলা হয়েছে, (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) أَيْ مِنْ ضِيقٍ فِي الدِّينِ، اَلثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُوْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: '৩২তম মাসআলা : মহান আল্লাহ্র বাণী مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ 'আল্লাহ তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা চান না' অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতা।[২০] আবার কখনো কোন কোন মাসআলায় আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।[২১]

৩. অবতরণকাল ও ফযীলত বর্ণনা :

সূরার প্রথমে তিনি এর অবতরণের সময়কাল ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা বাক্বারার প্রথমে তিনি বলেন, وَأَوَّلُ مَبْدُوءٍ بِهِ الْكَلَامُ فِي نُزُولِهَا وَفَضْلِهَا وَمَا جَاءَ فِيهَا، وَهَكَذَا كُلُّ سُورَةٍ إِنْ وَجَدْنَا لَهَا ذَلِكَ، 'প্রথমে এ সূরাটির অবতরণের সময়কাল, ফযীলত এবং এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা আলোচনা করা হবে। এভাবে প্রত্যেক সূরার প্রথমে তার অবতরণকাল ও ফযীলত বর্ণনা করব যদি তা পাওয়া যায়'।[২২]

৪. হাদীছের উপর নির্ভরতা :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে হাদীছের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে ৬৫০০-এর বেশী হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[২৩] তিনি কখনো কখনো গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের দিক থেকে হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন তাফসীরে কুরতুবীর ভূমিকায় তিনি বলেছেন, وَكَثِيرًا مَا يجئ الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ مُبْهَمًا، لَا يَعْرِفُ مَنْ أَخْرَجَهُ إِلَّا مَنِ اطَّلَعَ عَلَى كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة لَهُ بِذَلِكَ حَائِرًا، لَا يَعْرِفُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ عِلْمٌ جَسِيمٌ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ الاحْتِجَاجُ بِهِ، وَلَا الاسْتِدْلَالُ حَتَّى يُضِيفَهُ إِلَى مَنْ خَرَّجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، وَالثِّقَاتِ الْمَشَاهِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ. وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى جُمَلٍ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. 'ফিক্বহ ও তাফসীরের গ্রন্থ সমূহে প্রায়শ সূত্রবিহীন হাদীছ আসে। হাদীছ গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ হাদীছটির সূত্র জানে না। ফলে এ বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই (অর্থাৎ সাধারণ পাঠক) তিনি এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান যে, ছহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্য পার্থক্য করতে পারেন না। অথচ এর পরিচয় লাভ অনেক বড় ইলম। সূত্রবিহীন হাদীছ পেশকারী ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা যায় না এবং তার পেশকৃত হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করাও যায় না। যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কারো দিকে সেটিকে সম্বন্ধ করা হয়। আমরা এ গ্রন্থে এ জাতীয় বহু বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করব। আল্লাহ যেন সঠিক বিষয়টা উপস্থাপনের তৌফিক দেন'।[২৪] এতদসত্ত্বেও তিনি কিছু যঈফ, মুনকার ও মাওযূ (জাল) হাদীছ উল্লেখের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন। বিশেষত তাফসীরের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি অনেক ত্রুটিপূর্ণ ও জাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ছা'লাবী ও ওয়াহিদীর তাফসীর থেকে তিনি এগুলি গ্রহণ করেছেন। তবে তাফসীরে কুরতুবীতে ছহীহ ও হাসান হাদীছের সংখ্যাই বেশী।[২৫]

এ ব্যাপারে জীবনীকার ও গবেষক শায়খ মাশহূর হাসানের অভিমত হ'ল, ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সেগুলির উৎস ও সংকলনকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে যেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হ'তে পারেননি, সেগুলির উৎস ও সংকলনকারীদের নাম এড়িয়ে গেছেন।[২৬] যেমন সূরা ফাতিহার আল-হামদুলিল্লাহ-এর তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন-

وَيُذْكَرُ الْحَمْدُ بِمَعْنَى الرِّضَا ... وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ غَسْلَ الْإِحْلِيلِ) أَيْ أَرْضَاهُ لَكُمْ.

'اَلْحَمْدُ শব্দটিকে الرِّضَا বা সন্তুষ্টি অর্থেও উল্লেখ করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মূত্রপথ ধৌত করার প্রশংসা করি'। অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য তা পসন্দ করি।[২৭] তবে হাদীছটি কোন গ্রন্থে এবং কে সংকলন করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। মূলতঃ এটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি।[২৮] তাফসীরে কুরতুবীর মুহাক্কিক্ব আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী বলেন, وَلَمْ أَرَهُ مُسْنَدًا 'আমি একে সনদসহ পাইনি'।[২৯] এ জাতীয় হাদীছগুলির মূল উৎস খুঁজে বের করে তার শুদ্ধাশুদ্ধি ও দুর্বলতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শুধু ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন বলেই সেগুলি গ্রহণ করা যাবে না।[৩০]

---

১৯. *ঐ ১/২৬৯।*
২০. *ঐ, ৬/৭২, মায়েদাহ ৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
২১. *ঐ, ২/২০২, বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
২২. *ঐ, ১/১০৭।*
২৩. *তাফসীরে কুরতুবী, তাহকীক্ব : আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২৪/২০০৪), ১/৭।*
২৪. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৬, ভূমিকা দ্রঃ।*
২৫. *তাহকীক্ব তাফসীরে কুরতুবী ১/৭।*
২৬. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১১১।*
২৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৯৪।*
২৮. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৬০০।*
২৯. *তাহকীক্ব তাফসীরে কুরতুবী ১/১৭৯, হা/২২৬।*
৩০. *আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আত-তা'লীকাতুল হাফিলাহ আলাল আজবিবাহ আল-ফাযিলাহ (আলেপ্পো : মাকতাবুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ১৩৬-১৩৯।*

৪. মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহার :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) মালেকী মাযহাবের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে মালেকী মাযহাবের খ্যাতনামা আলেম-ওলামা ছাড়াও শাফেঈ মাযহাবের অনেক বিদ্বান ছিলেন। ইমাম মালেক ও মালেকী মাযহাবের প্রতি ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর গোঁড়ামি ও অন্যায্য পক্ষপাত ছিল না। দলীলের দিক থেকে দুর্বল হ'লেও তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মত গ্রহণ করেছেন এমনটি নয়। বরং দলীল যে মাযহাবের পক্ষে গেছে তিনি সে মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি বিরোধীদের দলীল সমূহ দুর্বলভাবে উপস্থাপন করেননি। বরং পূর্ণ আমানতদারির সাথে সূক্ষ্মভাবে সেগুলি উল্লেখ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।[৩১]

আধুনিক গবেষক ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী যথার্থই বলেছেন, وخير ما في الرجل أى : القر طبي أنه لا يتعصب لمذهبه المالكى، بل يمشى مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب، أيا كان قائله– 'ইমাম কুরতুবীর প্রশংসনীয় দিক হ'ল, তিনি মালেকী মাযহাবের প্রতি গোঁড়ামি প্রদর্শন করেন না। বরং দলীলের সাথে চলেন। যতক্ষণ না তাঁর দৃষ্টিতে সঠিক মতামতের দিকে পৌঁছেন। সে মতের প্রবক্তা যেই হোক না কেন'।[৩২]

তাঁর মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহারের কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন :

ক. তাক্বলীদ বর্জন : ইমাম কুরতুবী (রহঃ) মালেকী মাযহাবের অন্ধ তাক্বলীদ করেননি। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ। তাক্বলীদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হ'ল, اَلتَّقْلِيدُ لَيْسَ طَرِيقًا لِلْعِلْمِ وَلَا مُوَصِّلًا لَهُ، لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُقَلَاءِ وَالْعُلَمَاءِ– 'তাক্বলীদ ইলমের কোন পথ নয় এবং সেদিকে তা পৌঁছিয়েও দেয় না। উছূল (মূলনীতি) ও ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা) কোন ক্ষেত্রেই নয়। এটিই অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী ও আলেমের অভিমত'।[৩৩]

খ. সূক্ষ্ম বুঝ, জ্ঞানের গভীরতা এবং বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ।[৩৪]

গ. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সুন্নাতে নববীকে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁকড়ে ধারণকারী ছিলেন। তিনি তাঁর মুহাদ্দিছ শিক্ষকগণের আচার-আচরণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হাদীছের উপর পূর্ণ দখল তাঁকে তাক্বলীদের গণ্ডীমুক্ত করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মতকে প্রাধান্য দেয়ার সময় তিনি হাদীছের উপর নির্ভর করতেন।[৩৫] সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক মার্রাকুশী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, وكان من أهل العلم بالحديث والاعتناء التام بروايته 'তিনি মুহাদ্দিছ এবং হাদীছ বর্ণনার প্রতি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন'।[৩৬]

যেমন সূরা বাক্বারার ১৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১২তম মাসআলায় তিনি রামাযান মাসে দিনের বেলায় ভুলক্রমে আহারকারীর বিধান সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অভিমত হ'ল সে ছিয়াম ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে ঐ দিনের ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু ইমাম কুরতুবী তাঁর মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

وَعِنْدَ غَيْرِ مَالِكٍ: لَيْسَ بِمُفْطِرٍ كُلُّ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ. قُلْتُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وبه قال الجمهور: إن مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَوْمَهُ تَامٌّ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ–

'ইমাম মালেক ব্যতীত অন্যদের নিকটে যে ব্যক্তি ভুলে আহার করবে সে ছিয়াম ভঙ্গকারী হবে না। আমার (কুরতুবী) বক্তব্য হ'ল, এ মতটিই সঠিক। অধিকাংশ বিদ্বান এ মতের প্রবক্তা যে, যে ছিয়াম অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে ফেলবে বা পান করবে তাকে ছিয়াম কাযা করতে হবে না এবং তার ছিয়াম পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছায়েম যদি ভুল করে খেয়ে ফেলে বা পান করে তাহ'লে সেটি আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক বলে গণ্য হবে। আর তার ওপর কোন কাযা নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, এমতাবস্থায় সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহ তাকে খাওয়াছেন ও পান করায়েছেন'।[৩৭]

অনুরূপভাবে সূরা বাক্বারার ৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৬তম মাসআলায় ছোটদের ইমামতি জায়েয কি-না এ ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ছোটদের ইমামতি জায়েয না হওয়া সম্পর্কে ইমাম মালেক ও অন্যদের মতের বিরোধিতা করে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, : قُلْتُ إِمَامَةُ الصَّغِيرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ قَارِئًا 'আমার বক্তব্য হ'ল, ছোট বাচ্চা যদি ক্বারী হয় তাহ'লে তার ইমামতি জায়েয'।[৩৮] এর

৩১. *ড. আল-কাছাবী মাহমূদ যালাত, আল-কুরতুবী ওয়া মানহাজুহু ফিত-তাফসীর (বৈরূত : আল-মারকাযুল আরাবী লিছ ছাক্বাফাতি ওয়াল উলূম, তাবি), পৃঃ ৩৪৪।*

৩২. *ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন (কায়রো : মাকতাবা অহবাহ, ১৯৭৬), ২/৩৩৮।*

৩৩. *তাফসীরে কুরতুবী, ২/১৪২, বাক্বারাহ ১৭০ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

৩৪. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১৬৫।*

৩৫. *ঐ, পৃঃ ৫৮, ১৬৫।*

৩৬. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫।*

৩৭. *দারাকুৎনী হা/২২৬৫,২২৬৭, দারাকুৎনী বলেন, হাদীছটি ছহীহ ও এর সকল রাবী ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৯০; ইবনু হিব্বান হা/৩৫২১; এর শাহেদ দ্র. বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/১১৫৫; তাফসীরে কুরতুবী ২/২১৫, ঐ তাহকীক্ব ২/৩১৯, হা/৯৩৮।*

৩৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১/২৪০।*

প্রমাণ স্বরূপ তিনি বুখারীর একটি হাদীছ পেশ করেছেন, যেখানে ৬/৭ বছরের এক বালক ক্বারীর ছালাতে ইমামতির কথা উল্লেখ আছে।[৩৯] উপরোক্ত দু'টি উদাহরণ থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম কুরতুবী (রহঃ) মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহার করে দলীলকে প্রাধান্য দিতেন।

৫. ইস্রাইলী বর্ণনার স্বল্পতা :

তাফসীরে কুরতুবীতে তুলনামূলকভাবে ইস্রাইলী বর্ণনা অনেক কম।[৪০] ভূমিকায় এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, وَأَضْرِبُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ قَصَصِ المفسرين، وأخبار المؤرخين، إلا ما لا بُدَّ مِنْهُ وَلَا غِنَى عَنْهُ لِلتَّبْيِينِ، 'আমরা মুফাস্সিরদের বর্ণিত বহু কাহিনী এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণিত অনেক ঘটনা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকব। তবে ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু উল্লেখ না করলেই নয় ততটুকু উল্লেখ করব'।[৪১]

ড. আবু শাহবার মতে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরকে অধিক ইস্রাঈলী বর্ণনা ও জাল হাদীছ থেকে মুক্ত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। যেমনভাবে তিনি ফেরেশতামণ্ডলী ও নবীদের নিষ্পাপত্ব বা আক্বীদায় ঘাটতি সৃষ্টিকারী কিছু ইস্রাঈলী ও জাল বর্ণনা উল্লেখ করার পর সেগুলি বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছেন বা যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, হারূত ও মারূতের ঘটনা, দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর ঘটনা, গারানীকের ঘটনা, যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের ঘটনা প্রভৃতি।[৪২] এসব ইস্রাঈলী ঘটনা বাতিল সাব্যস্তকরণের সময় কখনো তিনি সনদসহ পুরো ঘটনা উল্লেখ করে মুফাসসির ও আলেমদের অভিমত উল্লেখ পূর্বক সেগুলির দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন এবং তা খণ্ডন করেছেন। আবার কখনো সনদ বাদ দিয়ে শুধু মূল ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করত সেগুলি খণ্ডন করেছেন এবং তার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৪৩]

যেমন হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'আমাদের বক্তব্য হ'ল, ইবনু ওমর প্রমুখ থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা; বরং তা যঈফ। এর কোনকিছুই বিশুদ্ধ নয়। কারণ এটি এমন একটি কথা, ফেরেশতাদের ব্যাপারে মূলনীতি যাকে প্রত্যাখ্যান করে। যারা আল্লাহ্র অহি-র যথার্থ আমানতদার এবং তাঁর রাসূলগণের নিকট প্রেরিত দূত'।[৪৪]

৬. বাতিল ফিরক্বা সমূহের মত খণ্ডন :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর তাফসীরে খারেজী, মু'তাযিলা, শী'আ, ক্বাদারিয়াহ, মুরজিয়া, চরমপন্থী ছূফী প্রভৃতি বাতিল ফিরক্বা সমূহের মত খণ্ডন করেছেন।[৪৫] ভূমিকায় তিনি وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالَاتِ বলে এদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করবে এবং এমন বিদ'আত সৃষ্টি করবে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন না এবং যে বিষয়ে তিনি অনুমতিও দেননি, সে হাউযে কাওছার থেকে বিতাড়িত, দূরে অবস্থানকারী এবং কালো মুখমণ্ডলের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিতাড়িত ও দূরে অবস্থানকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যে মুসলমানদের জামা'আতের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেমন খারেজীরা তাদের বিভিন্ন ফিরক্বার ভিত্তিতে, রাফেযীরা তাদের সৃষ্ট গোমরাহীর কারণে এবং মু'তাযিলারা তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি পূজার কারণে। এরা সবাই দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তনকারী এবং বিদ'আত সৃষ্টিকারী'।[৪৬]

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আলী (রাঃ)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى 'তুমি কি মূসা (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হারূণ (আঃ)-এর মতো আমার স্থলাভিষিক্ত হ'তে রাযী আছ? তবে জেনে রাখ যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই'।[৪৭] ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছ দ্বারা রাফেযী, ইমামিয়াহ ও শী'আদের সকল দল-উপদল এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে সকল উম্মতের উপর খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এমনকি ইমামিয়ারা ছাহাবীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন! কেননা তাদের দৃষ্টিতে ছাহাবীরা আলী (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার নছের উপর আমল পরিত্যাগ করেছে এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে আলী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছে। শী'আদের মধ্যে অনেকে আলী (রাঃ)-কে কাফের সাব্যস্ত করেছে। কারণ তিনি তার খলীফা হওয়ার দাবী উত্থাপন করেননি। এদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে এবং যারা তাদের কথা অনুসরণ করে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা জানে না যে, এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তকরণ। যেমন প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর পদচ্যুতি বা মৃত্যুর মাধ্যমে কাউকে প্রতিনিধি

---

৩৯. *বুখারী হা/৪৩০২* (فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ ستٍّ أَوْ سَبْعٍ، سنينَ)

৪০. *লেখক মণ্ডলী, মু'জামু তাফাসীরিল কুরআনিল কারীম (আইসিসকো : ১৪১৭/১৯৯৭), পৃঃ ৪৮৩।*

৪১. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৬।*

৪২. *ড. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-ইস্রাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূ'আত ফী কুতুবিত তাফসীর (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ১৩৭।*

৪৩. *মাদরাসাতুত তাফসীর ফিল আন্দালুস, পৃঃ ৫৬০।*

৪৪. *তাফসীরে কুরতুবী ২/৩৬, বাক্বারাহ ১০২ আয়াতের তাফসীর দ্র.।*

৪৫. *মান্নাউল ক্বাত্তান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২১/২০০০), পৃঃ ৩৯০; আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ২৩৬-৩৭।*

৪৬. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/১০৮, আলে ইমরান ১০৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*

৪৭. *মুসলিম হা/২৪০৪।*

নিযুক্তির বিষয়টি শেষ হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পরেও তা বহাল থাকার দাবী করে না। এর মাধ্যমে ইমামিয়াহ ও অন্যরা যে বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

নবী করীম (ছাঃ) ইবনে উম্মে মাকতূম ও অন্যদেরকে মদীনার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছিলেন। এর মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের স্থায়ী খলীফা হওয়া আবশ্যক হয় না। আর একথার ভিত্তিতেও যে, হারূণ (আঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর সাথে মূল রিসালাতে শরীক করা হয়েছিল। এতে তারা যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে তার কোন দলীল নেই। হেদায়াত লাভের তাওফীকদাতা একমাত্র আল্লাহ'।[৪৮]

অনুরূপভাবে তিনি মু'তাযিলাদের অভিমত বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এবং জ্ঞান যাকে সুন্দর বলে সেটিই সুন্দর প্রভৃতি ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সঠিক আক্বীদা প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা কর্ম বাস্তবায়নকারী। আর আক্বল নয়, বরং শরী'আতই ভাল-মন্দের মানদণ্ড।[৪৯]

তাফসীরে কুরতুবীর ইলমী মূল্য :

১. ইবনু ফারহূন (৭৬০-৭৯৯ হিঃ) বলেন, وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ 'এটি অত্যন্ত উপকারী গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। তিনি এই তাফসীর থেকে কিচ্ছা-কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে তদস্থলে কুরআনের বিধি-বিধান ও দলীল সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি ক্বিরাআত, ই'রাব এবং নাসিখ ও মানসূখ উল্লেখ করেছেন'।[৫০]

২. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যামাখশারী, কুরতুবী ও বাগাবীর তাফসীর কি কুরআন ও সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী, নাকি অন্য কোন তাফসীর? এর জবাবে তাফসীরে কাশশাফকে মু'তাযিলা আক্বীদাপুষ্ট তাফসীর হিসাবে আখ্যায়িত করার পর তিনি বলেন, وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ خَيْرٌ مِنْهُ بِكَثِيرٍ، وَأَقْرَبُ إِلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْبِدَعِ 'তাফসীরে কুরতুবী এর চেয়ে অনেক ভাল। এটি কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারীদের তরীকার অধিক নিকটবর্তী এবং বিদ'আত থেকে অনেক দূরে'।[৫১]

৩. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) বলেন, وقد سارت بتفسيره العظيم الشّأن الرُّكبان، وهو كامل في معناه 'তাঁর বিশাল মর্যাদাপূর্ণ তাফসীরটি কাফেলা সাথে করে নিয়ে গেছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর'।[৫২]

৪. ইবনু শাকির আল-কুতুবী (৬৮৬-৭৬৪ হিঃ) বলেন, وهو مليح إلى الغاية 'এটি অত্যন্ত চমৎকার তাফসীর'।[৫৩]

৫. ছালাহুদ্দীন ছাফাদী (৬৯৬-৭৬৪ হিঃ) বলেন, وَقد سَارَتْ بتفسيره الركْبَان وَهُوَ تَفْسِير عَظِيم فِي بَابه 'তাঁর তাফসীরটি নিয়ে আরোহীদল দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর'।[৫৪]

৬. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯৯১ হিঃ) বলেন, مصنف التفسير المشهور، الذي سارت به الركبان 'প্রসিদ্ধ তাফসীরের রচয়িতা। যে তাফসীর নিয়ে আরোহীদল (পৃথিবীব্যাপী) ছড়িয়ে পড়েছিল'।[৫৫]

৭. ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন (৭৩২-৮০৮ হিঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচ্যে তাফসীরে কুরতুবীর ব্যাপক খ্যাতি ছিল।[৫৬]

৮. ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (১০৩২-১০৮৯ হিঃ) বলেন, والتفسير الجامع لأحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف كلها وما أكثرَ فوائدَهُ 'আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন তাফসীরটি পূর্ববর্তী বিদ্বানদের সকল মাযহাবের কথা বর্ণনাকারী। এর উপকারিতা অনেক বেশী'।[৫৭]

৯. হাজী খলীফা (১০১৭-১০৬৮ হিঃ) বলেন, وهو كتاب كبير مشهور بتفسير القرطبي في مجلدات 'তাফসীরে কুরতুবী নামে প্রসিদ্ধ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত এটি একটি বড় গ্রন্থ'।[৫৮]

১০. আধুনিক সালাফী বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ বাহজাতুল বায়তার (১৮৯৪-১৯৭৬) বলেন, إن هذا التفسير جامع، وبيانه رائع 'এই তাফসীরটি সারগর্ভ এবং এর বর্ণনা চমৎকার'।[৫৯]

---

৪৮. *তাফসীরে কুরতুবী ৭/১৭৬-৭৭, আ'রাফ ১৪২ আয়াতের তাফসীর দ্র.।*
৪৯. *ড. সুলায়মান আল-কার'আবী ও ড. মুহাম্মাদ বিন আলী আল-হাসান, আল-বায়ান ফী উলূমিল কুরআন (সঊদী আরব : মাকতাবাতুয যিলাল, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫/১৯৯৪), পৃঃ ৩৯০।*
৫০. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৯।*
৫১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৩৮৭; ঐ, মুক্বাদ্দামা ফী উছূলিত তাফসীর (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃঃ ১১৩।*
৫২. *তারীখুল ইসলাম ৫০/৭৫।*
৫৩. *উয়ূনুত তারীখ ২১/৩৭।*
৫৪. *আল-ওয়াফী বিল অফায়াত ২/৮৭।*
৫৫. *ত্বাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন, পৃঃ ৯২।*
৫৬. *وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق দ্র: মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ২০১০), পৃঃ ৩৭২, অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-১১।*
৫৭. *শাযারাতুয যাহাব ৭/৫৮৫।*
৫৮. *কাশফুয যুনূন (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), ১/৫৩৪, 'জীম' অধ্যায়।*
৫৯. *মাজাল্লাতুল মুজাম্মা আল-ইলমী আল-আরাবী, দামেশক, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১১-১২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৪৫, পৃঃ ৫৬৫।*

১১. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী বলেন, وعلى الجملة فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حُرٌّ في بحثه، نزيهٌ في نقده، عفٌّ في مناقشته وجدله، مُلِمٌّ بالتفسير من جميع نواحيه، بارع في كل فن استطرد إليه وتكلَّم فيه– ‘মোটকথা, কুরতুবী (রহঃ) তাঁর এই তাফসীরে স্বাধীন গবেষক এবং সমালোচনা, পর্যালোচনা ও বিতর্কে নিষ্কলুষ ব্যক্তি হিসাবে পরিদৃষ্ট হন। তিনি এতে তাফসীরের সকল দিকের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। তিনি এতে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন’।[৬০]

১২. وهو تفسير كامل عنى فيه بالمسائل الفقهية إلى جانب العلوم الأخرى، ‘এটি একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর। এতে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল-এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানও আলোচিত হয়েছে’।[৬১] বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, الموسوعة العربية العالمية

১৩. জীবনীকার শায়খ মাশহূর হাসান বলেন, ولا شك أنه أهم آثاره العلمية، وأنه ذو قيمة عالية بين كتب التفسير– ‘নিঃসন্দেহে তাফসীরে কুরতুবী তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলমী অবদান। তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মাঝে এটির মূল্য অপরিসীম’।[৬২]

১৪. আধুনিক গবেষক আমির বিন ঈসা আল-লাহব বলেন, فهو فريد في بابه لايستغني عنه العالم فضلا عن طالب العلم، ‘এটি একটি মূল্যবান তাফসীর। ছাত্র তো দূরের কথা, কোন আলেমও এ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না’।[৬৩]

১৫. তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীর ইবনে কাছীরের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক্ব আব্দুর রায্যাক আল-মাহদী বলেন, التفاسير الفقهية وهي كثيرة، وأعظمها وأكثرها جمعا، تفسير القرطبي، فإنه جمع فأوعى حيث سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم بإنصاف وأمانة. ‘ফিক্বহী তাফসীরের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী বক্তব্য সংকলনকারী হল তাফসীরে কুরতুবী। কেননা তিনি সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন এবং ইনছাফ ও আমানতের সাথে ফকীহদের বক্তব্য ও তাদের দলীল সমূহ উল্লেখ করেছেন’।[৬৪] তিনি আরো বলেন, فهذا التفسير من أنفع التفاسير، وأحسنها في ميدانه– ‘এটি উপকারী ও সুন্দর তাফসীর সমূহের অন্যতম’।[৬৫]

১৬. ড. ফাহ্দ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আর-রূমী বলেন, وتفسير ابن العربي والقرطبي أفضل وأشهر تفاسير آيات الأحكام القرآنية حتى يومنا هذا– ‘ইবনুল আরাবী ও কুরতুবীর তাফসীর কুরআনের আহকাম সংক্রান্ত আয়াত সমূহের তাফসীরগুলির মধ্যে অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ’।[৬৬]

১৭. তাফসীরে কুরতুবীর উর্দূ অনুবাদক ড. হাফেয ইকরামুল হক ইয়াসীন বলেন, ‘আল্লামা কুরতুবীর এই বিশাল অবদান মূলতঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের Encyclopedia বা বিশ্বকোষ। যাতে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মূল্যবান ভাণ্ডার এক জায়গায় পাওয়া যায়। আলেমগণ প্রথম দেখাতেই এর জ্ঞানগত মর্যাদার প্রশংসা না করে থাকতে পারেন না। ছাত্ররা তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য একে সুমিষ্ট ঝরণা মনে করে। আর সাধারণ মানুষের জন্য এটি জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার’।[৬৭]

পরবর্তী মুফাস্সিরদের উপর তাফসীরে কুরতুবীর প্রভাব :

তাফসীরে কুরতুবীর গুরুত্ব, খ্যাতি ও মর্যাদা উল্লেখিত উক্তি সমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বভাবতঃই পরবর্তী মুফাস্সিরগণ ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর তাফসীর দ্বারা উপকৃত ও প্রভাবিত হয়েছেন। এদের মধ্যে হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) ও ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিঃ) (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দু’জন তাফসীরে কুরতুবী থেকে অনেক বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) কুরতুবীর বক্তব্যের মর্মার্থ উল্লেখ করেছেন, নছ নয়।[৬৮] তাছাড়া খতীব শারবীনী (মৃঃ ৯৭৭ হিঃ) তাঁর আস-সিরাজুল মুনীর, সুলায়মান বিন ওমর (মৃঃ ১২০৪ হিঃ) তাফসীরে জালালাইন-এর হাশিয়া আল-ফুতূহাত আল-ইলাহিয়াহ, আবুস সঊদ (মৃঃ ৯৮২ হিঃ) তাঁর ইরশাদুল আকলিস সালীম, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ) তাঁর ফাতহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন এবং শানক্বীতী (মৃঃ ১৩৯৩ হিঃ) তাঁর আযওয়াউল বায়ান-এ তাফসীরে কুরতুবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৬৯]

(ক্রমশঃ)

---

৬০. *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন ২/৩৪১।*
৬১. *আল-মাওসূ‘আতুল আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ (রিয়াদ : মুআস্সাসাতু আ‘মালিল মাওসূ‘আহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৯), ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।*
৬২. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৯৮।*
৬৩. *ঐ, মানহাজুল ইমাম আল-কুরতুবী ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম ফী কিতাবিহি আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, দিরাসাতুন তাহলীলিয়াহ, ১৪২৯/২০০৮;* k-tb.com/book/Quraan07064–منهج-الإمام-القرطبي-في- ।
৬৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহকীক্ব: আব্দুর রায্যাক আল-মাহদী (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪৩২/২০০১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।*
৬৫. *তাহকীক্ব তাফসীরে কুরতুবী ১/৮।*
৬৬. *ঐ, মানহাজুল মাদরাসাহ আল-আন্দালুসিয়াহ ফিত-তাফসীর ছিফাতুহু ওয়া খাছায়িছুহু (রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবাহ, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃঃ ১৬।*
৬৭. *তাফসীরে কুরতুবী (উর্দূ অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃঃ lxxiii।*
৬৮. *আল-কুরতুবী ওয়া মানহাজুহু ফিত-তাফসীর, পৃঃ ৪১৮-৪২৬।*
৬৯. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ১০১; ড. মিফতাহ সানূসী, আল-কুরতুবী হায়াতুহু ওয়া আছারুহুল ইলমিইয়াহ ওয়া মানহাজুহু ফিত-তাফসীর (লিবিয়া : বেনগাযী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃঃ ২৯৩; তারজীহাতুল কুরতুবী ফিত-তাফসীর, পৃঃ ২৭।*

দক্ষিণাঞ্চল সফরের টুকিটাকি

-আত-তাহরীক ডেস্ক

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষাসফরে মনপুরা থেকে ঢাকা ফেরার পথে ০৯.০৩.২০১৯ শনিবার বাদ মাগরিব অভিজ্ঞতা বর্ণনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে -

১. মাওলানা আব্দুল্লাহ (সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন, চাপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা) : মনপুরা ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য শিক্ষকগণ খুশী হয়ে বই চেয়েছেন। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ফুরিয়ে যাওয়ায় দিতে পারিনি। অন্য কর্মীরা পরে গিয়ে বই দিয়ে এসেছেন।

২. ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমান (সভাপতি, নীলফামারী-পশ্চিম) : এ অঞ্চলের মানুষের ঈমান আমাদের এলাকার চাইতে বেশী। এখানের মেয়েদের পর্দা বেশী। এখানকার মানুষেরা আহলেহাদীছের নাম শুনে খুশী মনে বই নিয়েছে।

৩. ফায়ছাল কবীর (সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঝিনাইদহ যেলা) : দ্বীপবাসীদের অহংকার নেই। দ্বিতীয়তঃ তারা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সফর দেখে খুব খুশী হয়েছে।

৪. মুজাহিদুর রহমান (সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সাতক্ষীরা যেলা) : এ রকম সফর প্রত্যেক যেলার পক্ষ হতে এলাকা ও শাখায় করা উচিত।

৫. মাওলানা বেলালুদ্দীন (সভাপতি, পাবনা যেলা) : নিঝুম দ্বীপের সাগরে কর্মীরা গোসল করতে গেলে আমি পাশের একটি ছোট দোকানে যাই। সেখানে দোকানদারের হাতে মাদুলী দেখতে পেয়ে তাকে এর বিরুদ্ধে হাদীছ শুনাই। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাদুলীটি খুলে ফেলে দিল এবং আমাদের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশী হ'ল। মনপুরা মাছের আড়তের পাশে একজন বললেন, এরূপ ছহীহ দল দেশে আছে? তিনি একজনকে পাঠালেন লঞ্চে বই নেওয়ার জন্য। পরে তাকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও অন্যান্য বই দেওয়া হয়েছে।

৬. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক (সাধারণ সম্পাদক, খুলনা যেলা) : মনপুরায় একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আহলেহাদীছ সংগঠন সম্পর্কে। কিন্তু তিনি জানেন না। অথচ স্যারের নাম জানেন। পরে সেখানে বই দেওয়া হয়েছে।

৭. আফযাল হোসেন (সহ-সভাপতি, নওগাঁ যেলা) : এটা আমার প্রথম সফর। এখন আমি মনে করছি যে, আমি কেবল নওগাঁর নই, গোটা বাংলাদেশের। লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বই নিয়েছে। তারা বলেছে যে, এ ধরনের কোন সংগঠন বাংলাদেশে আছে, আমাদের জানা ছিল না।

৮. ডাঃ ফযলুল হক (সহ-সভাপতি, গাযীপুর যেলা) : আগামীতে আমরা প্রত্যেকে নিজ খরচে একাধিক কপি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও মাসিক 'আত-তাহরীক' নিয়ে আসব ও বিতরণ করব।

৯. এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ (উপদেষ্টা, রাজশাহী-সদর যেলা) : মনপুরায় লেগুনা চালকের হাতে দু'টি মাদুলী ছিল। তাকে বুঝালে সে মাদুলীটি আমাদের দেয়। পরে খুলে দেখি তার মধ্যে লেখা আছে 'নূর আলম, মনপুরা'। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি জিনের আছর ও বান মারা বা অকল্যাণ থেকে তোমাকে বাঁচাবে? লোকটি বলল, না। তারপর সে নিজ হাতে সেটি পানিতে ফেলে দিল। সে বলল, এটি আমি ৮০০/= দিয়ে কিনেছি। (এসময় একজন কর্মী বললেন, ঐ তাবীযের মেয়াদ ৬ মাস। পরে তাকে আবার তাবীয নিতে হবে)।

১০. মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী-পূর্ব যেলা) : দ্বীপের মানুষেরা আমাদের দাওয়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে।

১১. অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইন (সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী-পশ্চিম যেলা) : কলেজের শিক্ষা সফরগুলিতে কেবল নোংরামি হয়। আমরা এখন আর তাতে যাইনা। কিন্তু এই শিক্ষা সফরে হাতে-কলমে দ্বীনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। দ্বীপের লোকেরা বিদ'আতী দর্শনের দাওয়াত পেয়েছে। আমাদের এই সফর ও বই বিতরণ আশা করি তাদের চোখ খুলে দেবে।

১২. মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন (সভাপতি, রাজশাহী-সদর যেলা) : এখানকার মহিলারা কড়া পর্দার মধ্যে থাকেন। বাড়ী থেকে পুকুরের মধ্যে পর্যন্ত ডানে-বামে ও উপরে তিন দিকে ঘেরা। যাতে ঘর থেকে বের হয়ে পুকুরে যেতে কেউ দেখতে না পায়। আমাদের হোণ্ডাওয়ালা খুশী হয়ে নিজে পুনরায় এসে বই চেয়ে নিয়েছে।

১৩. অধ্যাপক এস.এম. নূরুল ইসলাম সরকার (আহ্বায়ক, কিশোরগঞ্জ যেলা) : আমরা কিশোরগঞ্জ যেলায় জন্মগত আহলেহাদীছ বাসিন্দা ছিলাম মাত্র ৪ জন। আমাদের দাওয়াতের মেহনতের ফলে এখন সেখানে পাঁচ হাযার আহলেহাদীছ বাসিন্দা। আমার ৩৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বহু 'শিক্ষা সফর' করেছি। কিন্তু অন্য সফরের সাথে এ সফরের তুলনা রাত ও দিনের সমান। আমার দাবী এরূপ সফর প্রতি বছর যেন হয়।

১৪. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার যেলা) : মনপুরায় একজন হোণ্ডাচালক আমীরে জামা'আতের নাম জানেন বলে জানান। এসব এলাকায় 'সংক্ষিপ্ত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ছেপে ব্যাপক হারে বিতরণ করা প্রয়োজন।

১৫. মুহাম্মাদ শেখ সাদী (সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম যেলা) : মনপুরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যিনি স্যারকে প্রথমে জঙ্গী বলেছিলেন, পরে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের ৫% জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে উনি হ'লেন অন্যতম। আমার প্রস্তাব, আমরা প্রত্যেকে বই বিতরণ প্রকল্পে কমপক্ষে ১০০/= টাকা করে দেব (তাঁর প্রস্তাবমতে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ১৩,২৮০/= জমা হয়ে যায়। অনেকে বাকী লিখিয়ে দেন)।

১৬. অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম (সহ-সভাপতি, রাজশাহী-সদর যেলা) : এ সফরে আমাদের চার দফা কর্মসূচীর দু'টি একসঙ্গে পাচ্ছি, তাবলীগ ও তারবিয়াত তথা প্রচার ও প্রশিক্ষণ। স্যারের নির্দেশনা অনুযায়ী এবার আমরা বই বিতরণ করেছি। আমাদের সাথে আল্লাহ্র মদদ রয়েছে। আসুন! আজকে আমরা শপথ গ্রহণ করি যেন আমরা আমাদের স্ব স্ব কর্মস্থলের

সাথীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেই। আমাদেরকে ছয় মাস পরপর এসব এলাকায় দাওয়াতে আসা প্রয়োজন।

১৭. ছফিউল্লাহ খান (সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ যেলা) : মনপুরা ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছাহেব বললেন, আমরা আগে জানলে স্যারকে নিয়ে মাদ্রাসায় একটা প্রোগ্রাম করতাম। আমরা আমাদের যেলার পক্ষ হ'তে ৪টি বইয়ের প্রত্যেকটি ২৫০ কপি বই বিতরণের দায়িত্ব নিচ্ছি।

১৮. মুজাহিদুল ইসলাম, কুষ্টিয়া : এসব অঞ্চলে পীর ছাহেবদের দাওয়াত পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের দাওয়াত পৌঁছেনি। যেভাবেই হৌক ঘন ঘন দাওয়াত পৌঁছানো দরকার।

১৯. তরীকুযযামান (সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর যেলা) : এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কত কঠিন। তার তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রা কত সহজ। তাই এই সফর আমার মধ্যে নতুনভাবে দাওয়াতের মানসিকতা সৃষ্টি করেছে।

২০. মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা যেলা) : কর্মীদের বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে এই সফর সংগঠনকে আরও বেগবান করবে। আমরা আমাদের যেলার পক্ষ থেকে বই বিতরণ প্রকল্পে ৫০,০০০/= টাকা দেব।

২১. ড. নূরুল ইসলাম (ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী) : প্রায় তেরশ' বছর পূর্বে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের যে বিশুদ্ধ দাওয়াত বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হাতিয়া দ্বীপে ও এসব দ্বীপাঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল, সে দাওয়াতই যেন আমরা এত বছর পর সেখানে পুনরায় নিয়ে গেলাম। ইনশাআল্লাহ আমরা সত্বর এখানে বড় ধরনের সম্মেলন করতে পারব।

আমি সবচেয়ে বড় শিক্ষা অর্জন করেছি যে, নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতা এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলার যোগ্যতা। 'নিঝুম দ্বীপ' জামে মসজিদে বিরোধী পরিবেশে বাদ জুম'আ মসজিদ ভরা মুছল্লীদের সামনে স্যারের দূরদর্শিতাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ ছিল এর একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। মূলতঃ এই সফরে আমীরে জামা'আতের দরস ও ভাষণগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

২২. মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (খতীব, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা) : হাতিয়া তমরুদ্দি বাজারের পুকুরে গোসল করার সময় স্যারের নাম শুনে ভাই নূরুল আবছার (নীরব) বললেন, 'আমরা এখানে আপনাদের নিয়ে আহলেহাদীছের একটি প্রোগ্রাম করতে চাই'। প্রিয় সাথীগণ! আমার তিনটি হুঁশিয়ারী : (১) দ্বিমুখী বান্দা থেকে সাবধান! (২) বিভক্ত কর ও শাসন কর এই পলিসি থেকে সাবধান! যারা আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায়। (৩) আহলেহাদীছ বলা যাবে না এই ধোঁকা থেকে সাবধান!

২৩. ডাঃ আব্দুল মতীন (সভাপতি, আল-'আওন, স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা) : আপনাদের নিকট আমাদের রক্তদান সংস্থার দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই এই সফরে আমার আসা। আমাদের শ্লোগান : 'মাদকমুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ'। আমরা বিড়ি-তামাক যারা খায়, তাদের রক্ত নেই না। আমরা ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা নেই না। কারণ তাতে রক্তের তেজ কমে যায় এবং কার্যকরিতা হ্রাস পায়। আমাদের প্রত্যেক ডোনারই এক একজন জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক। যারা স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য ডাকা মাত্রই ছুটে গিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তাজা রক্ত দিয়ে আসেন। এমন এমন বিরল ব্লাড গ্রুপ রয়েছে, যা শতচেষ্টাতেও এবং হাযার হাযার টাকা খরচ করেও পাওয়া যায় না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সংস্থা সেটা দিতে সক্ষম। তাই আমার আবেদন, প্রত্যেক সাংগঠনিক এলাকায় আল-'আওনের শাখা গঠন করুন ও ডোনার বৃদ্ধি করুন!

২৪. কাযী হারূণুর রশীদ (অর্থ সম্পাদক, ঢাকা যেলা) : মনে রাখবেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ভার্সাস সমস্ত আন্দোলন। এ আন্দোলনকে খতম করার জন্য সব ধরনের চক্রান্ত চলছে। ছহীহ আক্বীদার মোড়কেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এদের থেকে সাবধান!

২৫. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ) : বিদেশে থাকার কারণে এবারই প্রথম আমার এই সফরের অভিজ্ঞতা। আমার মনে হচ্ছে যদি কেবল আজকের বাদ মাগরিবের 'দরস' ও এই অনুষ্ঠানটিই হ'ত, তবে সেটাই যথেষ্ট হ'ত। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় আমরা উপলব্ধি করছি (১) সংগঠনের গুরুত্ব। সংগঠন না থাকলে এ ধরণের সফর সম্ভব হ'ত না। (২) লোকদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা সংগঠনিক পরিচয় দিয়ে কথা বলতে পেরেছি। যা আমাদেরকে অন্যরকম শক্তি যুগিয়েছে। (৩) এই সফরে Relax উদ্দেশ্য ছিল না। বরং প্রত্যেকের মধ্যে দাওয়াতী জাযবা ছিল। যেন তারা কেবল দাওয়াত দিতেই এসেছেন। অতএব এটাকে দাওয়াতী শিক্ষা সফর বলা উচিৎ। (৪) এসব এলাকার মানুষ ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত গ্রহণের জন্য উদগ্রীব। (৫) আমরা এখানে সহযোগী পাওয়ার উদ্দেশ্যে আসিনি। বরং দাওয়াতের ক্ষেত্র তৈরীর জন্য এসেছি। (৬) এই সফরের বরকত এটা হয়েছে যে, আমরা বই বিতরণের জাযবা পেয়েছি। ব্যক্তিগত সফরে গেলেও যেন আমরা এই নীতি বজায় রাখি। (৭) 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকেও আমরা প্রতি বছর এমন একটি শিক্ষা সফর রাখব ইনশাআল্লাহ।

২৬. অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী (কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক) : বার্ষিক শিক্ষা সফরকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দাওয়াতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৭. বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া (কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক) : আমীরে জামা'আতকে একসঙ্গে দুইদিন ও তিনরাত একসঙ্গে পাওয়াটাই আমাদের জন্য বড় ভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর কাছে থেকে জ্ঞানের যে পুঁজি আমরা পেয়েছি, আমি মনে করি এটাই আমাদের বড় পুঁজি।

২৮. ইয়াকুব আলী খান, রংপুর (কুয়েত প্রবাসী)[১] : নিঝুম দ্বীপে একটা ছেলেকে পেলাম। সে কমলা দেয়ার শর্তে তাবীয

---

১. *উল্লেখ্য যে, ইনি প্রথমে হানাফী ও তাবলীগী জামায়াতের সাথে ছিলেন। পরে আহলেহাদীছ হন এবং আমীরে জামা'আতের নামে নিজের ছেলের নাম রাখেন। এবারই প্রথম রাজশাহীর 'তাবলীগী ইজতেমা'য় আসেন এবং আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার উত্তরায় সপরিবারে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ আর্মী থেকে অবসর পেয়ে এখন কুয়েত আর্মীতে চাকুরী করেন।*

খুলতে রাযী হ'ল। পরে সাথীরা সবাই তাকে ১০/২০ টাকা করে দিলে সে কয়েকশ' টাকা পেল। তারপর হাতিয়া তমরুদ্দি বাজারে 'তাবলীগে'র লোকদের দাওয়াত দিতে গিয়ে তারা আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন। পরে বাজারের একজন ব্যবসায়ী নূরুল আবছার (নীরব) আমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। অথচ আমি ইতিপূর্বে নিজেও তাবলীগের 'চিল্লা' দিয়েছি। কিন্তু এখন ছহীহ তাবলীগ করতে গিয়ে অপদস্থ হ'লাম। অতঃপর ঐ ব্যবসায়ী স্যারের নাম শুনে আরও দু'জন ব্যবসায়ীকে নিয়ে তিনি লঞ্চে এসে স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা স্যারের ও আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের বক্তব্য ইউটিউবে নিয়মিত শোনেন এবং ভক্তি রাখেন।

তিনি বলেন, ইজতেমায় আসার জন্য আমি আমার কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করি। প্রথমে নামঞ্জুর হয়। পরে ইজতেমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে পুনরায় দরখাস্ত করি। ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারী কুয়েতের জাতীয় দিবস হওয়ায় সকলের ছুটি বাতিল। অথচ অলৌকিকভাবে আমার ছুটির আবেদন মঞ্জুর হ'ল। শুধু তাই নয়, ১০ দিন আগের ও ৭ দিন পরের যোগ করে একসাথে দীর্ঘ ছুটি ও যাওয়া-আসার টিকেট পেয়ে গেলাম। আমি মনে করি, এটি ইজতেমার প্রতি আমার খুলুছিয়াতের পুরস্কার। ৫ দিন ধরে সারা দেশে বৃষ্টি। কেঁদে কেঁদে দো'আ করেছি, যাতে ইজতেমা ভালভাবে হয়। আলহামদুলিল্লাহ! সর্বত্র বৃষ্টি হ'লেও ইজতেমা ময়দান ও তার আশপাশে বৃষ্টি হয়নি। দু'দিনের ইজতেমা সুন্দরভাবে সফল হয়েছে। ইজতেমায় ১০ জনকে এনেছি। ৪ জনকে নিজে খরচ দিয়েছি। ১০ হাযার টাকার বই কিনেছি বিতরণের জন্য। আর সবচেয়ে বড় পাওয়া হ'ল, আমীরে জামা'আতের সাথে সফরের সুযোগ লাভ করা।

২৯. ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কুমিল্লা (কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক) : এতদঞ্চলে প্রথমবারের মত আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত আনতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান বোধ করছি। এখানকার মানুষের জীবন বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ। মনপুরার ব্যবসায়ী ইউনুস নাযীর বললেন, আসল মনপুরা সাগরে হারিয়ে গেছে। উত্তরে ভাঙছে, দক্ষিণে গড়ছে। জীবনে বহু এক্সিডেন্ট ঘটেছে। মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা ডুবে মেঘনায় ভাসতে ভাসতে বেঁচে গেছি। ১৯৭০-এর বন্যায় আমি ও আমার ভাই একটা গাছের ডালে ছিলাম। পরদিন পানি নেমে গেলে আমার আব্বা আমাদের খুঁজে বের করেন। একজন হোগ্তা চালক তরুণ বলল, এখানে চুরি হয় না। এখানে কোন মাদকসেবী নেই।

৩০. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ (কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল) : এটি আমীরে জামা'আতের একটি দূরদর্শী দাওয়াতী পরিকল্পনা। তাঁর পরিকল্পনা মতে কয়েকবারে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, কুয়াকাটা, সুন্দরবন, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি সফর শেষে এবার দেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপাঞ্চল সফর। তিনি চান দেশের সর্বত্র 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বিশুদ্ধ দাওয়াত পৌঁছে যাক। যাতে আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত দেওয়া যায়। এর বিনিময়ে আমরা কেবলই জান্নাত চাই।

আপনাদের প্রতি আমাদের আবেদন, সংগঠনকে একটি 'পরিবার' বলে মনে করবেন। আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সন্তানরা দো'আ না করলেও পূরা সংগঠন আপনার জন্য দো'আ করবে।

'নিঝুম দ্বীপে' আমীরে জামা'আতের ভাষণ শুনে মসজিদের পাশের একটা ছেলে নাম 'সোহেল' মোবাইল বের করে বলে, ইনি কি সেই ব্যক্তি? যার 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই আমার মোবাইলে আছে। এই নিঝুম দ্বীপে আমি তাঁর অনুসারী। মনপুরা ফাযিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল জসীমুদ্দীন বললেন, আগে জানলে আমরা আজকে এখানে স্যারকে নিয়ে একটা বড় প্রোগ্রাম করতাম। উনি ডাঃ রফীকুল ইসলামের নিকট থেকে প্রথম এই দাওয়াত পান। মনপুরার ব্যবসায়ী ইউনুস নাযীর বলেন, ডাঃ রফীকুল ইসলামের মত ভাল মানুষ এই মনপুরায় খুব কমই এসেছেন।[২]

বই বিতরণ :

এবারের সফরে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), মীলাদ প্রসঙ্গ, শবেবরাত, কোরআন ও কলেমাখানী' চারটি বই সহ 'আন্দোলন পরিচিতি' ও 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!' লিফলেট, এবং মাসিক 'আত-তাহরীকে'র পুরানো কপি সমূহ বিতরণ করা হয়।

বিতরণের স্থান সমূহ :

(১) রাজশাহী থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে সকাল ৭-৪০-এর সিল্কসিটি এক্সপ্রেসে দু'টি বগিতে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আত-তাহরীক এবং 'পরিচিতি' ও 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!' লিফলেট বিতরণ করা হয়।

(২) নিঝুম দ্বীপ (৮. ৩. ২০১৯, শুক্রবার) : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আত-তাহরীক, 'মীলাদ প্রসঙ্গ' 'শবেবরাত' 'কোরআন ও কলেমাখানী' প্রতিটি ৫০ কপি করে এবং 'পরিচিতি' ও 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!' লিফলেট।

(৩) হাতিয়া দ্বীপ (৯. ৩. ২০১৯) : এখানে বই বিতরণ সম্পর্কে অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম বলেন, প্রথমে ওছখালি বাজারে ও উপযেলা সদরে আমরা বই বিতরণ করি। সোনালী ব্যাংকের জনৈক ম্যানেজার (অবঃ) আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে বলেন, আমি তো ড. গালিব স্যারের নাম জানি। তখন তাকে সব বই এক কপি করে দেওয়া হয়। অতঃপর সেখান থেকে কমলাদীঘি স্পটে গিয়ে দু'জন বন কর্মকর্তাকে সব বই এক সেট করে দেই। কমলাদীঘির পাশের দোকানদার (ফাযিল পাস), যেখানে কর্মীরা সবাই দাঁড়িয়ে স্যারের সামনে প্রোগ্রাম করে, তাকে এক সেট বই ও লিফলেট দেই। কাযীর বাজারের ১৫/২০টি দোকানের সবগুলিতে এক সেট করে বিতরণ করি। অল্প দূরে আরেকটি বাজার সেখানে ই.ফা.বা.-এর একটি অফিস ছিল, সেখানে মসজিদে ও বাজারে কমপক্ষে ৫০টি দোকানে বিতরণ করা হয়। কাযীর বাজার থেকে

২. *উল্লেখ্য যে, ডাঃ রফীকুল ইসলাম আমীরে জামা'আতের ছোট ভায়রা ভাই। যিনি ইতিপূর্বে মনপুরায় উপযেলা মেডিকেল অফিসার হিসাবে ২০১০ সালের ১০ই জানুয়ারী হ'তে ২০১২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আড়াই বছর চাকুরী রত ছিলেন।*

ভুলক্রমে জনাব ইসমাঈল (সভাপতি, চাপাই-দক্ষিণ) দলছুট হয়ে যান। ফলে তিনি পায়ে হেঁটে ২ কি.মি. পথ বই বিতরণ করতে করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিল গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সেক্রেটারী শরীফুল ইসলাম। এরপর ওছখালী বড় বাজারে প্রায় ২০০ দোকানে ব্যাপকহারে বিতরণ করা হয়। কক্সবাজারের জনাব মুজীবুর রহমান ও চট্টগ্রামের শেখ সাদী কয়েকটি স্কুল ও কলেজে গিয়ে বই বিতরণ করেন। এরপর তমরুদ্দি লঞ্চঘাটের বাজারে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

(৪) মনপুরা দ্বীপ (৯. ৩. ২০১৯) : অবশিষ্ট সব বই এখানে বিতরণ করা হয়। এখানকার ৫টি মসজিদে, একজন চেয়ারম্যান ও ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে এবং প্রাইমারী স্কুল, মক্তব ও নূরানী মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষকের কাছে বই দেওয়া হয়।

যেভাবে যেতে হবে :

ঢাকা সদরঘাট থেকে নোয়াখালী যেলাধীন হাতিয়া উপযেলার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লঞ্চ ছেড়ে যায়। প্রায় ১১ থেকে ১২ ঘন্টা সময় লাগে। হাতিয়া উপযেলার তমরুদ্দি লঞ্চ ঘাট থেকে মটরসাইকেল বা সিএনজিতে হাতিয়া উপযেলা শহর এবং কমলা দীঘি পর্যটনকেন্দ্র সহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করা যায়।

হাতিয়া থেকে নিঝুম দ্বীপ যেতে স্থলপথে মটরসাইকেল বা সিএনজি-তে করে মোক্তারিয়া ঘাট পর্যন্ত ৩৫ কি.মি. যেতে হয়। সেখান থেকে নৌকায় বা স্পীড বোটে নদী পার হয়ে বন্দরটিলা ঘাট। তারপর ভাড়া মটরসাইকেল বা অটো-তে করে নিঝুম দ্বীপের 'নামার বাযার' ৯ কি.মি.। আর নৌপথে সকাল ৯-টার দিকে জোয়ারের সময় ইঞ্জিন চালিত নৌকা অথবা ট্রলারে করে মেঘনার পূর্ব পাড় হাতিয়া চ্যানেল ধরে সোজা নিঝুম দ্বীপ 'নামার বাযার' ট্রলার ঘাট। সেখান থেকে বিকাল ৩-টার দিকে জোয়ারের সময় ইঞ্জিন চালিত নৌকা অথবা ট্রলারে করে হাতিয়া চ্যানেল ধরে সোজা হাতিয়া তমরুদ্দি লঞ্চ ঘাট। জোয়ারে সময় লাগে ৩-ঘণ্টা করে।

তমরুদ্দি লঞ্চ ঘাট থেকে সোজা মেঘনার পশ্চিম পাড়ে ভোলা যেলার অন্তর্ভুক্ত 'মনপুরা' দ্বীপ উপযেলা। হাতিয়া থেকে এই দ্বীপে যেতে নৌপথে ৪৫ মিনিটের পথ। এছাড়া ঢাকা সদরঘাট থেকে লঞ্চযোগে সরাসরি এই দ্বীপে আসা যায়।

সারসংক্ষেপ :

দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপাঞ্চলসমূহে এই সাংগঠনিক শিক্ষাসফর যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষতঃ সফরকারীদের মনে যে নতুন দাওয়াতী জাযবা সৃষ্টি করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নিয়মিতভাবে এ ধরণের দাওয়াতী সফর হ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াতকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

সম্পূর্ণ রাজশাহীতে তৈরী একটি অভিজাত মিষ্টি বিপনী
রাজশাহী মিষ্টি বাড়ী
১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের শাখা সমূহ :
* ৩১৪/২ হাউজিং এষ্টেট, উপশহর নিউ মার্কেট, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩২।
* গৌরহাঙ্গা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৫।
* গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৬।
* বানেশ্বর ট্রাফিক মোড়, সারদা রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৪।
* লক্ষীপুর চৌরাস্তা (মিন্টু চত্বর), রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৬।
* মাজেদা কমপ্লেক্স, তালাইমারী ট্রাফিক মোড়, কাজলা, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৫।
* চারঘাট বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। ০১৭০৫-১০৭৯৪৬।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* **রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।**
* **হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।**
* **মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।**

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম. এম: এম. এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০। ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭ ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭
ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

Contents

কবিতা

রামাযানের হাতছানি

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পশ্চিমার ঐ নীল সামিয়ানা
উঠবে ছাওমের নতুন চাঁদ,
মুমিন মনে হর্ষ লহর
মিটিয়ে নিবে স্বপ্নসাধ।
কোন পাতকী পঙ্কিলতায়
যাচ্ছে ডুবে বর্ষ ভর,
তার জীবনে উঠবে সুরুজ
স্বর্ণ কমল নতুন ভোর।
মিটিয়ে নিবে সব গোনাহ তাই
দেয় ছিয়াম ঐ হাতছানি,
উঠবে হেসে গোলাপ কানন
জাগবে ঘরের ফুলদানী।
জাগবে হৃদে আল্লাহভীতি
আঁকড়ে ধরে সরল পথ,
তাই খাবে না হোচট কভু
চলতে পথে জীবন রথ?
উড়তে যেয়ে পুচ্ছ সবি
আযাযীলের ভাংবে আজ
বন্দীখানায় কাতরে মরে
সইবে সে খুব দুঃখ লাজ।
পারবে না সে ভ্রান্ত পথে
টানতে আজি মুমিনদের
পুণ্যে ভরা জীবন তরী
রইবে না আর দুঃখ ঢের।
রামাযানেতে কৃপণেরা
থাকবে না আর কঞ্জুসে,
দানের খাতায় নাম লিখাবে
সব দানবীর দিন শেষে।
রামাযানেরই হাতছানিতে
জাগলো সাড়া সবখানে,
আল্লাহভীতির শিক্ষা নিতে
তাই জড়ো আজ রামাযানে।

মধুমাখা নাম

কাযী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।

আল্লাহ তোমার মধুমাখা নাম
ডাকতে লাগে বেশ,
যত ডাকি ততই আল্লাহ
মধুর হয় না শেষ।
তোমার নামে পাগলপরা
আসমান ও যমীন,
নাই তুলনা তোমার সাথে
ভাবে গো মুমিন।
স্রষ্টা তুমি, শিল্পী তুমি
তুমি প্রজ্ঞাময়,
জপি মালা তোমার নামে
নাই কিছুতে ভয়।
আল্লাহ তোমার মধুমাখা নাম
ডাকতে লাগে বেশ,
যত ডাকি ততই আল্লাহ
মধুর হয় না শেষ।
তোমার তরে করি সিজদা
কারো তরে নয়,
বিচার দিনে মহান আল্লাহ
জান্নাত যেন হয়।

ওরা মুসলিম বলে

আব্দুল মুজীব
ধামইচ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

রক্তাক্ত জনপদ
ছিন্নভিন্ন দেহ
দেখেছি আমি মানবতার করুন আর্তনাদ
অবশেষে মৃত্যু...।
আমার ভাইয়ের খণ্ডিত মস্তক,
আমার বোনের ফোলা ফাপা দেহ
দেখেছি আমি মায়ের ছেড়া শাড়ির আঁচল
যেমন ছোপ ছোপ রক্ত,
ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্য নয়
যেন ইশারায় ডাকে
কোথায় মানবতা?
কোথায় মনুষ্যত্ব?
এসো দেখে যাও মোদের করুন পরিণতি!
কোথায় নারীবাদী লেখিকা?
কোথায় তসলিমা, দাউদ হায়দার?
কোথায় মোচে ঢাকা মহা মানবরূপী
হায়েনাগুলি?
যারা মানবতার বুলি আওড়ায়
আজ তোমাদের কণ্ঠ-কলম স্তব্ধ কেন?
ও বুঝেছি, যারা মরেছে তারা মানুষ নয়,
ওরা মুসলিম!

ভাবরে মনা

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পৃথিবীটা পাল্টে গেছে উল্টে গেছে রীতি,
মানুষের মাঝে সেই মানবতার নেই কো মধুর প্রীতি।
ধর্ম নীতির কেউ ধার-ধারে না মনগড়া সব চলে,
বিলাসী ব্যাসনে চলে সবাই টাকার গরম হ'লে।
ভাবরে মনা ওরে সোনা কোথায় আসল বাড়ি
ভবের মায়া ছেড়ে একদিন দিবি কোথায় পাড়ি?
কোথায় রে তোর দাদা-দাদী কোথায় নানা-নানী
কার ইশারায় বিশ্বজগৎ গেল তাঁরা ছাড়ি?
আজকে তাঁরা কেমন আছে ভাবছিস কিরে তুই?
ভাবনাগুলো ভাবায় আমায় একলা যখন শুই।
ঈমানদারী সে তো চলে গেছে কবেই নাটক সিনেমার নেশায়
কুরআন মাজীদ পড়ে রয়েছে তাকে বাসা বেঁধেছে পোকায়।
সৃষ্টি আমায় করলেন যিনি কি ছিল তাঁর কাজ?
ছালাত-ছিয়াম ছেঁড়ে ভবে গড়ছি কার সমাজ
হ'লে মরণ এই দুনিয়ায় আসবে না কেউ আর?
হিসাব সে দিন দিতে হবে কেউ পাবে না ছাড়।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. হারিছ ইবনে আবী হালাহ (রাঃ)।
২. খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাঃ)।
৩. সোওয়াইদ ইবনে ছালত।
৪. হযরত ঈসা (আঃ)। ৫. ইমাম মাহদী।
৬. খোবাইব ইবনে আদী (রাঃ)। ৭. মু'আবিয়া (রাঃ)।
৮. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। ৯. মু'আবিয়া (রাঃ)।
১০. ওছমান (রাঃ) (ছাহাবীগণের মধ্যে)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মাইকেল ফ্যারাডে, ১৮৩১, যুক্তরাজ্য।
২. রুডলফ ডিজেল, ১৮৯৫, জার্মানী ।
৩. নিকোলাস অটো, ১৮৭৬, জার্মানী ।
৪. স্টিফেনসন, ১৮২৫, যুক্তরাজ্য।
৫. জেমসওয়াট, ১৭৬৯, স্কটল্যান্ড।
৬. জেমস হ্যারিসন, ১৮৫১, যুক্তরাষ্ট্র।
৭. গ্যালিলিও গ্যালিলি, ১৫৯৩, ইতালি।
৮. ব্রেইড রেড, যুক্তরাষ্ট্র।
৯. সেইমার ক্রে।
১০. উইলিয়াম ইংলিশ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইস. ইতিহাস বিষয়ক)

১. হজ্জে প্রথম নেতৃত্ব দানকারী ছাহাবী কে?
২. জিহাদের জন্য প্রথম তরবারী কোষমুক্ত করেন কোন ছাহাবী?
৩. কুরআন ও হাদীছের শব্দকোষ প্রথম সংকলন করেন কে?
৪. প্রথম সীরাতে রাসূল (ছাঃ) সংকলন করেন কে?
৫. সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে গিলাফ লাগান কে?
৬. জান্নাতীদের সর্বপ্রথম খাবার কি হবে?
৭. মৃত্যুর পর কার লাশ গোসল করানো ও কবরে নামাতে সর্বপ্রথম পর্দা দেওয়া হয়?
৮. প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু করেন কে?
৯. মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রথম প্রকাশ করেন কে?
১০. আযানের পদ্ধতি স্বপ্নে দেখার বিষয়টি প্রথম প্রকাশ করেন কে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. মানব দেহে কতটি হাড় রয়েছে?
২. মানব দেহে কতটি পেশী রয়েছে?
৩. মানব দেহে কিডনি কয়টি?
৪. মানুষের দুধ দাঁতের সংখ্যা কত?
৫. মানুষের পাঁজরে কতটি হাড় রয়েছে?
৬. মানুষের হৃদয়ের চেম্বার সংখ্যা কয়টি?
৭. মানব দেহে স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?
৮. মানব দেহে রক্তের PH কত?
৯. মানুষের মেরুদণ্ডে হাড়ের সংখ্যা কতটি?
১০. মাঝারি কানের হাড়ের সংখ্যা কতটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

খিরশিন টিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিন টিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছাগীরাহ খাতূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব নগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আজমাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয নো'মান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাহাদ।

সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ২২শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-আফীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাইশা খাতূন।

মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৩শে মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার পবা থানাধীন মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মানিক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আকরামুয্যামান।

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ২৯শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা উপযেলাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ শাহীন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

স্বদেশ

আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব

বিলুপ্তির পথে বহু প্রাণী

আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের ফলে দেশের গাছপালা ও প্রাণীকূল হুমকির মুখে। বিরূপ আবহাওয়া ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে দেশের অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হ'তে চলেছে। গত কয়েক দশকের ব্যবধানে দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক প্রাণী। এর মধ্যে রয়েছে একশিঙা গন্ডার, বারশিঙা, প্যারাহরিণ, রাজশকুন, বাদিহাঁস, গোলাপীশির হাঁস, ময়ূর, মিঠাপানির কুমির ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে দেশে ৩০ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি। এর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হাতি, অজগর সাপ, কুমির, ঘড়িয়াল ইত্যাদি। পরিবেশবিদের মতে, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং জনবসতি স্থাপনের ফলে বন-জঙ্গল উজাড় করা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, নদী-নালা ভরাট করা, চাষাবাদে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পশু-পাখি এবং অন্যান্য জলজপ্রাণীর জীবন আজ হুমকির মুখে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা যদি ১.৫ থেকে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তবে ২০-৩০ শতাংশ গাছপালা ও পশু-পাখির জীবন ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা, খরা, বন্যা, বরফ গলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও পানি সংকট দেখা দিতে পারে।

উল্লেখ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের বিবেচনায় বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ জনপদ। সাম্প্রতিক সময়ের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৩০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৫০ প্রজাতির পাখি, ১৪৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৫ জাতের উভচর প্রাণী, ৭০০ প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য এবং ৫০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের নমুনা বিদ্যমান। বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০ এর অধিক সম্পূরক উদ্ভিদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২২৪ প্রজাতির কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ। ১৩০টি প্রজাতি তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। এছাড়াও বাংলাদেশে ২৬ প্রজাতির ঘাস পাওয়া যায়।

বর্তমানে মিঠা পানিতে ২৬০ প্রজাতির স্থানীয় মাছ, ৩১ প্রজাতির বিদেশী মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি এবং সমুদ্রে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি পাওয়া যায়। দেশে প্রাপ্ত ৪৫০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুকের মাঝে ৩০০টি উপকূল এলাকায় পাওয়া যায়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর সহায়তায় সাস্টেইনেবল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজম্যান্ট কর্মসূচীর অধীনে উন্নয়ন সমবায়ের প্রকাশিত বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক জনপ্রতিবেদনের তথ্য মতে বিগত ১৫-২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশে যে ধরনের মাছ পাওয়া যেত বর্তমানে তার বহু কিছুই বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তির পথে। ২০ বছর আগে যে মাছ পাওয়া যেত তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল- বেলে, পুঁটি, টেংরা, মলা, মিহি, মাগুর, চাঁদা, ধূতরা, গুজা, বাগদা চিংড়ি, বোয়াল, শোল, টেপা, ফলি, পাবদা, আইড়, কালবাউশ, চিতল, পোয়া, চ্যাং, চেঁউয়া, চেঙো, বাইন, খয়রা, বোটি ইত্যাদি।

পরিবেশ বিপর্যয় ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে হারিয়ে যাওয়ার পথে ১৩ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণী। এর মধ্যে ১০টি স্তন্যপায়ী, দুটি পাখি এবং একটি সরীসৃপ প্রজাতির। বাংলাদেশে প্রায় ১১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিপন্নপ্রায়। এর মধ্যে রয়েছে হাতি, উল্লুক, লজ্জাবতী বানর, চশমা-পরা হনুমান, এশীয় কালো ভল্লুক, মায়া হরিণ, সাম্বার হরিণ, মেছোবিড়াল, ভোঁদড়, খাটাশ, কাঠবিড়ালি, বাদুড়, ডলফিন, শজারু, গয়াল প্রভৃতি।

প্রকৃতি ও প্রাণী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আ ন ম আমীনুর রহমান বলেন, প্রাণীকূল জীবজগত তথা প্রকৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় তথা সুস্থতার সঙ্গে জীবনধারণের জন্যই প্রয়োজন সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের। প্রাকৃতিক ভারসাম্য মানুষ তথা সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আর এ ভারসাম্য বজায় রাখতে সঠিক সংখ্যায় সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বেঁচে থাকাটা অতন্ত যরূরী। এজন্য সকলকে অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে।

বিদেশ

৩৭০ ও ৩৫-ক ধারা বাতিল হ'লে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন *-ফারূক আব্দুল্লাহ*

গত ৮ই এপ্রিল সোমবার জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারূক আব্দুল্লাহ হুঁশিয়ার করে বলেন, ৩৭০ ও ৩৫ ধারা বাতিল হ'লে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলনে নামবে কাশ্মীরীরা। এ ধারাকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বলে মন্তব্য করেছেন জম্মু-কাশ্মীর কংগ্রেস কমিটির প্রধান জি এ মীর। এদিকে গত ৫ই এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মাহবুবা মুফতী বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীর ৬০/৭০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে না গিয়ে শর্তের ভিত্তিতে ভারতকে বেছে নিয়েছিলাম। ৩৭০ ধারা ও ৩৫-ক ধারা একটি সেতুর মতো। তিনি বলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এতে কিছু শর্ত ছিল। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ৩৭০ ধারা, বিশেষ মর্যাদা ও আলাদা পতাকার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি এটাই। শাসক দল বিজেপি-র নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যদি আপনারা ঐ শর্তকে শেষ করে দেন তাহলে ভারত থেকে কাশ্মীরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ২০২০ সালের মধ্যে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা বাতিল করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

ভারতের ১৭তম লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপির ঘোষিত ইশতেহারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জম্মু-কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। এছাড়া নাগরিক তালিকা (এনআরসি) বিজেপির একটি ভাঁওতাবাজি বলে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ ছিল না। ছিল মহারাজা হরি সিং-এর স্বাধীন রাজতন্ত্র। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর কিছু পার্বত্য দস্যু কাশ্মীর আক্রমণ করলে, রাজা হরি সিং ভারতের কাছে সেনা সাহায্য চান 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' অর্থাৎ ভারতভুক্তির শর্তে। তাতে জম্মু-কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারা অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ মর্যাদা দেবার সুযোগ রাখা হয়। সে সময়ে বিনা পারমিটে কাশ্মীরে কেউ প্রবেশ করতে পারতো না।

৩৫-ক ধারা কাশ্মীরের বাসিন্দাদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। ফলে বাইরের প্রদেশের বাসিন্দারা এখানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারেন না। এছাড়া এজন্য জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অন্য প্রদেশের নাগরিকদের চাকুরীতে রাখতে পারে না। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ৩৫-ক ধারাকে ৩৭০ ধারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

[আমরা নির্যাতিত মুসলমানদের এই সম্মিলিত চেতনাকে স্বাগত জানাই। সেই সাথে অবিলম্বে জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের ৪৭ নং প্রস্তাব অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবী জানাই। যাতে কাশ্মীরী জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে (স.স.)।]

আসামে গরুর গোশত বিক্রি করায় ব্যবসায়ীকে নাজেহাল

শূকরের গোশত খাওয়ালো শওকতকে

ভারতের আসামে আবারো গরুর গোশত বিক্রি করা নিয়ে এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শওকত আলী (৬৮)-কে নাজেহাল করেছে একদল উগ্রপন্থী যুবক। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গত ৮ই এপ্রিল সোমবার আসামের বিশ্বনাথ যেলায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, গত ৭ই এপ্রিল রোববার স্থানীয় ১০-১২ জন যুবক গরুর গোশত বিক্রয়ের অভিযোগে শওকতের ওপর হামলা করে। গরুর গোশত বিক্রির লাইসেন্স দেখাতে না পারায় পরদিন সোমবার তারা শওকতকে মারধর করে এবং শূকরের গোশত খেতে বাধ্য করে। শওকতের ভাই শাহাবুদ্দীন বলেন, শওকতকে বাংলাদেশী বলে দাবী করে কিছু যুবক তাকে বেধড়ক মারধর করে।

[ভারতের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ অনেক আগেই খসে পড়েছে। তবুও মানুষের স্বভাবজাত ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হরণ করার যেকোন অপতৎপরতাকে আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে নিন্দা জানাই। আমরা সেদেশের মানবাধিকার কর্মী এবং সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের প্রতি মুসলিম ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)।]

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্র

-পোপ ফ্রান্সিস

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। এছাড়া তিনি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে অগণিত শিশুর মৃত্যুর জন্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন। সান কার্লো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় গত ৭ই এপ্রিল রবিবার তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যুদ্ধের কারণ হচ্ছে ধনী ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি। সেসব যুদ্ধ নিরীহ শিশু ও মানুষদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইয়ামন প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ হওয়ার কোন কথা ছিল না। পোপ এসময় আরও বলেন, একটি দেশ অস্ত্র উৎপাদন করছে এবং বিক্রি করছে, এজন্য কত শিশুর মৃত্যু ও পরিবার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

[সত্য ও সাহসী উচ্চারণের জন্য খ্রিষ্টান ধর্মগুরুকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরাও একইভাবে অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্রনেতাদের ঘৃণা করি (স.স.)।]

মুসলিম হয়ে জীবনের মর্ম বুঝেছি

-জাপানী তরুণী

একসময় হতাশায় ছিলাম। ভাবতাম জীবন মানে পড়াশুনা, কাজ, বিয়ে এবং সংসার। কিন্তু মুসলিম হওয়ার পর জীবনের মর্ম বুঝেছি। আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য এখন আমার এ জীবন। এই কথাগুলি বলেছেন জাপানী এক তরুণী যিনি বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ছিলেন পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জাপানী ওই তরুণীর নাম নূর আরিসা মরিয়ম। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। তবে শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠেছেন টোকিওতে। ইসলাম গ্রহণের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, টোকিওতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মেজর বিষয় ছিল মালয়েশিয়ান স্টাডিজ এবং এতে একটি লেকচারে একজন হিজাবী মুসলিম নারীর বিষয় পড়ানো হয়। এসময় আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর অনেক মুসলিমদের সঙ্গে আমি দেখা করি এবং একপর্যায়ে আবিষ্কার করি শান্তির জন্য ধর্ম হ'ল ইসলাম। আরিসার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি তার মা। তবে একপর্যায়ে তিনি তা মেনে নেন। আরিসা বলেন, আমি জানি আমার জীবনে এখনও অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আছে। কিন্তু এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্‌র দেওয়া পরীক্ষা।

ব্রিটেনে একরাতে পাঁচ মসজিদে হামলা

গত ২০শে মার্চ বুধবার গভীর রাতে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে পাঁচটি মসজিদে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা হাতুড়ি হামলা চালায়। এই হামলায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা মসজিদের জানালা, দরজা ভাঙচুর করেছে। এসব হামলার ঘটনায় বার্মিংহামের মুসলমানদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তারা জুম'আর ছালাতের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা যোরদার করার জন্য দেশটির পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ দৈনিক ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে বলছে, উইটনের উইটন ইসলামিক সেন্টারে হামলা চালিয়ে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা মসজিদের সাতটি জানালা ও দুটি দরজা ভাঙচুর করেছে। মসজিদের ইমাম বলছেন, রাত দেড়টা থেকে ২টার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। ওয়েস্ট মিডল্যান্ড কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে উইটন রোডের ব্রোডওয়ে, স্লেড রোডের কাছে একটি মসজিদে রাত ২টা ৩২ মিনিটের দিকে এবং রাত ৩টা ১৪ মিনিটের দিকে আর্ডিংটনের একটি মসজিদে হামলা হয়েছে। এছাড়া উইটন রোডের অ্যাস্টন ও পেরি বারের ব্রোডওয়েতেও মসজিদে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। ফরেনসিক কর্মকর্তারা এসব হামলার ঘটনায় আলামত সংগ্রহ ও সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছেন।

উইটন ইসলামিক সেন্টারের ইমাম শারাফাত আলী (৬৬) বলেন, আমরা এখানে ৩০ বছর ধরে বসবাস করছি। প্রত্যেক দিন সকালে অন্তত ৪০ জন মুছল্লী এখানে ছালাত আদায় করেন। শুক্রবার এই সংখ্যা ২০০ থেকে ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কেন এসব ঘটছে। আমাদের আরো নিরাপত্তা দেয়ার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। বার্মিংহামের লেডিউডের লেবার দলীয় এমপি শাবানা মাহমুদ টুইটারে বলেছেন, বার্মিংহামজুড়ে মসজিদে হামলার যে খবর আসছে তা সত্যিই ভয়ানক। আমি পুলিশের প্রধান কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলেছি। এছাড়া মুসলিম নেতার সঙ্গে দিনে আলোচনা করবো। আমি সকল বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছি।

মালির গ্রামে ১৩৪ আদিবাসী মুসলিমকে গুলি করে হত্যা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির দু'টি গ্রামে মুসলিম আদিবাসীদের ওপর সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনীর হামলায় অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ শাহাদত বরণ করেছেন অন্তত ১৩৪ জন। আহত হয়েছেন আরো বেশ কিছু সাধারণ নাগরিক। হামলাকারীদের মূল টার্গেট ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী ক্ষুদ্র আদিবাসী ফুলানি সম্প্রদায়ের মানুষ। উদ্ধার কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্যের বরাতে করা প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৩শে মার্চ শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪-টার দিকে ওগোসাগো শহরের ওয়েলিংগারা গ্রামে বসবাসরত ফুলানি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে আচমকা এই হামলাটি চালানো হয়। গ্রামের বাসিন্দারা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল বলে একসঙ্গে এত লোকের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ওগোসাগো শহরের মেয়র এ হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও জিহাদীদের মধ্যে চলমান সহিংসতার মধ্যে শনিবারের হামলাটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। আমরা এ হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি'। তিনি আরো জানান, 'ঐতিহ্যবাহী ডোনজুদের ছদ্মবেশে বন্দুকধারীরা এই হামলা চালায়। হামলায় ফুলানি সম্প্রদায়ের প্রধান ও তার পরিবারের সকল সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, দরিদ্র ফুলানি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম হ'ল পশু পালন। এ সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষই রাখাল। এমন সময়ে তাদের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটলো যখন ক্রমবর্ধমান জাতিগত বিদ্বেষ মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণে দেশটিতে অবস্থান করছিলেন জাতিসংঘের একাধিক দূত। এ হামলাকে গণহত্যা হিসাবে অভিহিত করেছেন প্রতিবেশী গ্রাম ওউঙ্কোরোর মেয়র চিক হারাউনা সানকার।

[আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং নিহত মুসলিমদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। দ্রুত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

লণ্ডনে সমকামিতা শিক্ষার প্রতিবাদ অভিভাবকদের

ব্রিটেনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সমকামিতা (এলজিবিটি) বিষয়ক সম্পর্কের ওপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মুসলিম অভিভাবকরা। তাদের এই প্রতিবাদ পার্কফিল্ড কমিউনিটি স্কুল থেকে অ্যানডারটন পার্ক স্কুল, বার্মিংহাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কফিল্ড স্কুলের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই এশিয়ার। বিশেষ করে তাদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত শিশু। বেশ কিছুদিন ধরেই এমন প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন এসব শিশুর অভিভাবকরা। এখন তারা রাস্তায় নেমেছেন। তারা শ্লোগান দিচ্ছিলেন 'আওয়ার চিলড্রেন', 'আওয়ার চয়েস'। অর্থাৎ আমাদের শিশু, আমাদের পসন্দের বিষয়ে প্রাধান্য পাবে। কারো কারো হাতে ব্যানারে লেখা ছিল- শিশুদের যৌনতায় আকৃষ্ট করাকে না বলুন। আরেকজনের ব্যানারে কালো কালিতে লেখা 'শিশুদের শিশু থাকতে দিন'। ঐসব স্কুলে মাত্র ৪ বছর বয়সী শিশুদের সমকামিতা বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এমন শিক্ষা শিশুদের শৈশব মনমানসিকতা থেকে দূরে সরিয়ে, যৌনতায় আকৃষ্ট করবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

[ধ্বংস হৌক এ কাজের নায়করা। বৃটেন কত দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এটি তার অন্যতম প্রমাণ। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি এবং অনতিবিলম্বে এ উদ্যোগ বাতিলের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

তিমির পেটে ৮৮ পাউণ্ড প্লাস্টিক বর্জ্য

প্লাস্টিকের পরিবর্তে কলার পাতা

সুইজারল্যাণ্ডের ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কোম্পানী ক্রেডিট সুইস গত বছর এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলে, ২০৫০ সাল নাগাদ সাগরে মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের পরিমাণ বেশী হবে। এরপর মার্চে ফিলিপিন্সে একটি মৃত তিমির পেটে ৮৮ পাউণ্ড বর্জ্য পদার্থ পাওয়া যায়। সাগরে কি পরিমাণ প্লাস্টিক জমা হচ্ছে তা এখন কারো বুঝতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখে বাজারের দোকানীরা। কিন্তু ভিয়েতনামের দোকানীরা প্লাস্টিকের মোড়কের বিকল্প হিসাবে কলার পাতা ব্যবহার করছে। ৫ই এপ্রিল শুক্রবার এক প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক ওয়েবসাইট ভাইস.কম জানায়, ভিয়েতনামের দোকানীদের সব্জির মোড়ক হিসাবে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কলার পাতা ব্যবহার করায় প্রশংসা পেয়েছে। দেশটির রাজধানী হ্যানয়ে সাইগন ইউনিয়ন অব ট্রেডিং কো-অপারেটিভস নামের একটি ভিয়েতনামভিত্তিক কোম্পানী ও থাইল্যাণ্ডের রিটেইল কোম্পানী বিগ সি সব্জির মোড়ক হিসাবে কলার পাতার ব্যবহার শুরু করেছে।

[এই জনসচেতনতা বাংলাদেশে সৃষ্টি হবে কি? আইন তো ঠিকই আছে। কিন্তু প্রয়োগ করবে কে? (স.স.)।]

মুসলিম জাহান

ব্রুনাই সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে অনুগত থাকবে

-সুলতান হাসান আল-বালকিয়া

ইসলামী শরী'আত মোতাবেক দেশ চালানোর কথা পুনর্ব্যক্ত করে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান আল-বালকিয়া বলেছেন, ব্রুনাই সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে অনুগত থাকবে এবং দেশের আইন-কানূন শরী'আত অনুযায়ী চলবে। দেশটির রাজধানী বন্দর সেরি বেগাওয়ানের একটি কনভেনশন সেন্টারে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, আমি এই দেশে ইসলামী শিক্ষা শক্তিশালী করতে চাই। সুলতানের এ ভাষণ দেশটির সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

নাগরিকদের বেশী বেশী ধর্মীয় চর্চার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শুধু মসজিদেই ছালাত আদায়কে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা বাড়াতে উন্মুক্ত স্থানে ছালাত আদায় করতে হবে। শরী'আহ আইনের কারণে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নত হবে জানিয়ে সুলতান বলেন, ব্রুনাই ভ্রমণকারীরা দেশটির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হবে। এটিই শরী'আ আইনের দেশ ব্রুনাইয়ের সফলতা। যে কেউ এই দেশে আসার পর একটি সুখকর অভিজ্ঞতা পাবে এবং নিরাপদ ও সুসংহত পরিবেশ উপভোগ করবে।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ব্রুনাইয়ে গত ৩রা এপ্রিল ইসলামী শরী'আহ আইন চালু হয়েছে। নতুন এ আইনে সমকামিতা ও ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। দেশটির সমকামিতার সমর্থকরা এটাকে মধ্যযুগীয় শাস্তির বিধান হিসাবে অভিহিত করে উদ্বেগ জানালেও দেশটির ৮০ শতাংশ মুসলিম নতুন এ আইনে সমর্থন জানিয়েছেন। ব্রুনাইয়ে নতুন শরী'আ দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযুক্তরা যদি নিজেদের 'সমকামী' বলে স্বীকার করে অথবা অন্তত চারজন প্রত্যক্ষদর্শী তাদের এ ধরনের কাজ করতে দেখেন, তবেই তাদের সমকামিতার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে। তাছাড়া চুরির দায়ে অঙ্গচ্ছেদের মতো দণ্ডও রাখা হয়েছে আইনটিতে।

[আমরা ইসলামী আইনের বাস্তবায়নকে স্বাগত জানাই। ইনশাআল্লাহ সেদেশে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল হবে (স.স.)।]

ভারতীয় পাইলটের ছেলেকে লেখা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মর্মস্পর্শী চিঠি

২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ মঙ্গলবার পাকিস্তানে হামলা চালাতে গিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর মিগ-২১ বিমান আযাদ কাশ্মীরে বিধ্বস্ত হয়েছিল। ঐ বিমানের পাইলট 'অভিনন্দন বর্তমান' পাকিস্তানে আটক হয়। শুক্রবার পাকিস্তান তাকে মুক্তি দিয়ে ভারতের হাতে সোপর্দ করে। তার ফিরে যাওয়ার সময় তার কাছে তার ছেলে বানী-র জন্য একটি চিঠি তুলে দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। এখানে ঐ চিঠিটির অনুবাদ তুলে ধরা হ'ল।-

'হে ছোট্ট বানী! অভিনন্দন তোমাকে। খুব শীঘ্রই তুমি তোমার পিতাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে। আমরা তোমার কাছে তাকে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তোমার মতো কতজনকে যে বোমা মেরে হত্যা করতে এখানে এসেছিলেন, সেগুলি বিষয় আমরা বিবেচনা করছি না।

বানী শোন! তোমার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। তিনি যখন তোমার কাছে ছুটে গিয়ে তোমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরবেন, দয়া করে আমাদের পক্ষ হ'তে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করো।-

বাবা! কাশ্মীরী শিশুদের কি আমার মতো তাদের পিতাদের সাথে সুখে থাকার অধিকার নেই? তাকে জিজ্ঞেস করো, তারা যদি দাঙ্গাবাজ লোকদের কাছে তোমাকে ছেড়ে দিত, তাহ'লে কী হ'ত? তার কাছে জানতে চেয়ো, যুদ্ধ আর ঘৃণার মূল্য কত? তাকে জিজ্ঞেস করো, বেশী শক্তিশালী কোনটি, ঘৃণা না ভালোবাসা? তার কাছে জানতে চেয়ো কোনটা বেশী সুন্দর, জীবন না মৃত্যু?

আমরা অবশ্যই তোমাকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিব। সুখে থাকো ছোট্ট বানী। আমরা আশা করি, তুমি একদিন ক্ষেপণাস্ত্র আর বোমার বদলে হাতে ফুল নিয়ে পিতার সাথে আমাদের দেশে আসবে।

আর একটি কথা, আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা কাউকেই কোনভাবে তোমার হাসি কেড়ে নিতে দিব না। আমাদের ভূমিকে ধ্বংস করতে দিব না। পিতার সাথে সুখে থাকো। সহৃদয় ভালোবাসা নিয়ো'।

[মর্মস্পর্শী এই চিঠিটি ইসলামী জিহাদের ফেলে আসা সোনালী স্মৃতিকে জাগরুক করে তুলেছে। যখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ানকে নিরস্ত্রভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে মুক্ত করে দেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মৃত্যু পথযাত্রী মুসলিম সেনা পাশের আরেকজন সেনার আকুতি শুনে নিজের পানির পাত্র তাকে দিয়ে দেন। অবশেষে পরপর তিনজন সেনা পানি পান না করেই শহীদ হয়ে যান। আমরা মুসলিম দেশ সমূহের নেতৃবৃন্দকে এই সুন্দর উদাহরণ সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আবেদন জানাই (স.স.)।]

৩৬০ ভারতীয়কে মুক্তি দিচ্ছে পাকিস্তান

চলমান উত্তেজনার মধ্যেই কারাবন্দি ৩৬০ ভারতীয়কে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ওই বেসামরিক বন্দিদের মধ্যে ৩৫৫ জনই মৎস্যজীবী। দুই দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এপ্রিলে চার ধাপে তাদের মুক্তি দেবে ইসলামাবাদ। ২০০৮ সালের ২১ মে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত কনস্যুলার বিনিময় চুক্তির আওতায় প্রতি বছরে দুইবার পরস্পরের মধ্যে বন্দিদের তালিকা বিনিময় করে আসছে দিল্লি-ইসলামাবাদ। সংবাদমাধ্যম ডন-এর ওয়েবসাইটে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মোহাম্মদ ফয়সালকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, তালিকা অনুযায়ী ৫৩৭ জন ভারতীয় বেসামরিক সে দেশের কারাগারে বন্দি আছে। এদের মধ্যে এপ্রিলে চার ধাপে ৩৬০ জনকে মুক্তি দেওয়া হবে। মাসের ৮, ১৫ ও ২২ তারিখ ১০০ জন করে ৩০০ জনকে মুক্তি দেওয়া হবে। আর ২৯ এপ্রিল মুক্তি পাবে বাকী ৬০ জন। ফয়সাল জানিয়েছেন, সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতের কারাগারে ৩৪৭ জন পাকিস্তানি আটক রয়েছে বলে জানিয়েছেন মোহাম্মদ ফয়সাল।

ত্বকী উছমানীর ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন!

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরী'আ বেঞ্চের সাবেক বিচারপতি, দারুল উলূম করাচীর ভাইস-প্রিন্সিপাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, আল্লামা ত্বকী ওছমানীর গাড়ি বহরে বন্দুকধারীদের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, মুসলমানদেরকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ইহুদী-খ্রিস্টান চক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের এটি নগ্ন বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছুই নয়। একের পর এক মুসলমানরা আজ আক্রান্ত হচ্ছে, অথচ সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে বিশ্বব্যাপী যে জিঘাংসার মনোভাব তৈরী হচ্ছে তা কখনো সুফল বয়ে আনবে না। তিনি এই হামলার ঘটনায় নিহত তাঁর দেহরক্ষীদের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি উক্ত সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং সেই সাথে সেদেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদের নিরাপত্তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

[ইনকিলাব, ২৫ মার্চ, ২০১৯, পৃঃ ৮-এ প্রকাশিত]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি

মানব ইতিহাসে এই প্রথম কোন কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের ছবি তুললেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে সাড়ে ৫ কোটি আলোকবর্ষ বা প্রায় ৫০ কোটি মিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এম৮৭ নামের একটি ছায়াপথে এই কৃষ্ণগহ্বরের অবস্থান।

নেদারল্যাণ্ডসের র‍্যাডবাউন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেইনো ফালকে প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তোলাসংক্রান্ত গবেষণাটির প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি তখন পিএইচডির ছাত্র। অথচ তখন কেউই বিশ্বাস করেনি, এটা আদৌ কখনো সম্ভব হবে। অবশেষে সেটাই সত্যি করে দেখালেন এই বিজ্ঞানী। গত ১০ই এপ্রিল বুধবার কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবিসংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণাটি যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা সাময়িকী দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারসে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০ বিজ্ঞানীর একটি দল এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। ১০ দিন ধরে কৃষ্ণগহ্বরটির ছবি তুলতে তাঁরা কাজ করেন। একক কোন দূরবীক্ষণযন্ত্রের কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তোলার ক্ষমতা নেই। এজন্য আটটি দূরবীক্ষণযন্ত্র একত্রে ব্যবহার করা হয়।

যে কৃষ্ণগহ্বরটির ছবি তোলা হয়েছে, সেটি আকারে পৃথিবীর চেয়ে ৩০ লাখ গুণ বড়। বিজ্ঞানীরা একে 'দানব' বলে অভিহিত করেছেন। হেইনো ফালকে বলেন, 'আমরা ছবিতে যে কৃষ্ণগহ্বরটি দেখছি, সেটি আমাদের পুরো সৌরজগতের চেয়ে আকারে বড়। সূর্যের ভরের সাড়ে ৬ বিলিয়ন গুণ বেশী এর ভর। আমাদের ধারণায় এত দিন যত কৃষ্ণগহ্বর ছিল, এটি তাদের সবার চেয়ে ভারী।

ছবিতে কৃষ্ণগহ্বরটিকে দেখতে ভীষণ আলোকোজ্জ্বল একটি 'আগুনের আংটি'র মতো। এর চারপাশে নিখুঁত একটি বৃত্তাকার কালো গহ্বর রয়েছে। এর উজ্জ্বলতা ঐ ছায়াপথের সব নক্ষত্রের মিলিত উজ্জ্বলতার চেয়ে বেশী। মূলতঃ এ জন্যই পৃথিবী থেকেও একে দেখা সম্ভব হয়েছে।

কৃষ্ণগহ্বরের অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃত্তের কেন্দ্রে মহাকর্ষীয় বল এতটা শক্তিশালী যে আলোক কণাও এর ভেতর থেকে বের হ'তে পারে না। নামে গহ্বর বলা হ'লেও এটি পুরো খালি কোন গর্ত নয়। ছোট একটি এলাকার মধ্যে এর সব ভর সঞ্চিত। কৃষ্ণগহ্বরের একটি অঞ্চলকে 'ইভেন্ট হরাইজন' বলা হয়। তত্ত্বীয়ভাবে সেখানে গেলে কোন কিছুই আর ফেরত আসে না।

এই রহস্যময় মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে জানার আরও সুযোগ বেড়ে গেল গবেষকদের। পদার্থ বিজ্ঞানের যেসব সূত্র এখনো কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে খাটছে না, সেসব প্রশ্নের উত্তরও হয়তো মিলবে। এখনো কেউই জানে না অন্ধকার বৃত্তের চারদিকে উজ্জ্বল আংটি কিভাবে সৃষ্টি হ'ল। সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়, কৃষ্ণগহ্বরের বুকে কোন বস্তু পড়লে তার পরিণতি কি হবে।

[আমরা এতে মোটেই বিস্মিত হইনা। কারণ আল্লাহ বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন, তিনি 'রাব্বুল 'আলামীন' তথা জগতসমূহের প্রতিপালক। দিনে দিনে অজানা জগত সমূহ আবিষ্কার হবে। তাতে আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানে না তিনি ব্যতীত' (মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)। অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা (স.স.)।]

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বিশুদ্ধ ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাসাটির ঐতিহ্য রক্ষা করুন!

-আমীরে জামা'আত

কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৪ঠা মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার ৬০তম বার্ষিক ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমরা এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র ছাত্র ছিলাম। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সুপার ছিলেন আমাদের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.)। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। লাবসা মাদ্রাসায় দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ শিক্ষকতার সুবাদে তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের অধিকাংশ আলেমের ও শিক্ষিত লোকদের ওস্তাদ। অতঃপর এক পাশে আগরদাঁড়ি আমীনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা এবং অন্য পাশে হামীদপুর হামীদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার মাঝখানে 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামের বাহক কিছু আলেম ও কর্মী তৈরী করা। উক্ত উদ্দেশ্যেই তাঁরা জান-মাল উৎসর্গ করার বিনিময়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় এই মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিলেন।

সেদিন যে চেতনার বীজ তাঁরা আমাদের মত ছাত্রদের মধ্যে বপন করেছিলেন, সেটাই আজ দেশের ঘরে ঘরে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ধ্বনিত হচ্ছে, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!' আমরা আশা করব, বর্তমান মাদ্রাসা কমিটি এবং শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এবং তাঁদের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর হবেন।

উক্ত মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞদের মতে মাদ্রাসার ইতিহাসে এটাই ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম ওয়ায মাহফিল। মাহফিলে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমাগম ঘটে।

এলাকা সম্মেলন

আনন্দনগর, নওগাঁ ২২শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ শহর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার মুহাম্মাদ ফারুক ছিদ্দীক্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১লা এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন সোনাবাড়িয়া হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল লতীফ সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান ও ঢাকা বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান প্রমুখ।

উপযেলা সম্মেলন

আত্রাই, নওগাঁ ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আত্রাই উপযেলাধীন মোল্লা আযাদ মেমোরিয়াল সরকারী কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আত্রাই উপযেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জাবেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৯ই মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মকবূল হোসাইন।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল বাজারস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' চত্বরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও ধুরইল ডিএস কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা দুররুল হুদা, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা এমদাদুল হক ও ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী প্রমুখ।

নবাবগঞ্জ, ঢাকা ২৯শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন মাশাইল ফুরকানিয়া নূরানী হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও হযরত আবুবকর (রাঃ) জামে মসজিদ সংলগ্ন খোলা ময়দানে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমানুল্লাহ হাযারী, সহকারী শিক্ষক মাহবূবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মসজিদ-মাদ্রাসার জমি দাতা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ ফীরোয আহমাদ।

মেহমানগণ জুম'আর ছালাতের পূর্বেই সেখানে পৌঁছেন। অত্র মসজিদে তাসলীম সরকার ও পার্শ্ববর্তী দড়িকান্দা গ্রামে নব নির্মিত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মেহমান ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালের রামাযান মাসের দুই দিন আগে যাকির হোসাইন নামক জনৈক স্থানীয় প্রবাসী দ্বীনি ভাইয়ের প্রচেষ্টায় নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অত্র মসজিদের যাত্রা শুরু হয়। এক পর্যায়ে গ্রামের সকলেই যাকির হোসাইনকে বয়কট করে। এমনকি তাদের দানকৃত টাকাও ফেরত নিয়ে নেয়। পার্শ্ববর্তী বিদ'আতী মৌলভীদের প্ররোচনায় তিনি দৈহিক নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু অবিচল ধৈর্যের সাথে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থেকে তিনি মসজিদ পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি, তার ছেলে, শ্যালক ও ইমাম মাত্র চারজনেই জামা'আত করে ছালাত চালিয়ে যান। দৃঢ় আক্বীদা ও নম্র আচরণের ফলে একদিন বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। ফিরে যাওয়া গ্রামবাসী পুনরায় মসজিদে ফিরে আসেন। দানের টাকাও অতিরিক্ত সহ ফেরত দেন। ফলে স্থানীয় উদ্যোগেই মাত্র এক বছরের মধ্যে অত্র মসজিদটি তিনতলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট এক অত্যাধুনিক একতলা মসজিদে রূপ লাভ করে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। বর্তমানে সেখানে ইমাম হিসাবে দায়িত্বরত আছেন ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার আব্দুল বাছীর।

তাবলীগী সভা

মুকন্দপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন মুকন্দপুর ফাযিল মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিরামপুর উপযেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি কিতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গত ১১ই মার্চ হ'তে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ টাঙ্গাইল যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১১ই মার্চ বাদ আছর তিনি মির্জাপুর থানাধীন পলাশতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব দেলদুয়ার থানাধীন নাটিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১২ই মার্চ বাদ ফজর নাটিয়াপাড়া হাইওয়ে রোড বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব মটরা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা মীরকুমুল্লী মধ্যপাড়া তাওহীদ ট্রাস্ট (প্রাঃ) নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৩ই মার্চ বাদ ফজর মীরকুমুল্লী উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর হেরণ্ডপাড়া লাউহাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বাসাইল থানাধীন বাসাইল বাযারস্থ নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৪ই মার্চ বাদ ফজর কাঞ্চনপুর ছনকাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর কাঞ্চনপুর দক্ষিণ ছনকাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বর্ণী কিশোরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৫ই মার্চ বাদ ফজর উত্তর ছনকাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর পানি শাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বাসাইল উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৬ই মার্চ বেলা ১১-টায় ভবানীপুর পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ভুএগ্রপুর থানাধীন আকালু পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা আকালু পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উক্ত সফর সমূহে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শামসুল আলম খান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের মিয়াঁ, টাঙ্গাইল যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক সাকলাইন সাদুল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ্য, ১৫ই মার্চ শুক্রবার তিনি বাসাইল থানাধীন ছৈদামপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মারকায সংবাদ

আইসিটি বিষয়ক ইন-হাউজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর নির্দেশনা অনুসারে গত ১৪ই মার্চ'১৯ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-র পূর্ব পার্শ্বের ১০ম শ্রেণীর ক্লাস রুমে আইসিটি বিষয়ক ইন-হাউজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহীর সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কামাল এবং গবেষণা সহকারী খন্দকার মুহাম্মাদ ফাৎহুল কবীর। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ১৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম।

ইবতেদায়ী ও জেডিসিতে বৃত্তি প্রাপ্তি

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : এই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৮ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী সহ মোট ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে। তাদের মধ্যে ১ জন ছাত্র ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হচ্ছে মুবাশশিরুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার ট্যালেন্টপুলে ১জন ছাত্রী ও সাধারণ গ্রেডে ১ জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী হচ্ছে তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম)।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ প্রতিষ্ঠান থেকে এবার ৭জন ছাত্র প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ৫ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ২ জন। জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার উক্ত মাদরাসা থেকে ৩ জন ছাত্র সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

আল-'আওন

রাণীপুকুর বাযার, মহাদেবপুর, নওগাঁ ৬ই মার্চ বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নওগাঁ যেলার মহাদেবপুর থানাধীন রাণীপুকুর বাযারস্থ ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানের চেম্বারে আল-'আওন-এর সদস্য সংগ্রহ ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। নওগাঁ যেলার আল-'আওন-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম ও প্রচার সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নওগাঁ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৬৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৭ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : জনৈক আলেমের মতে, কেবল পীর ছাহেবেরা আল্লাহ ও নবীগণের নূর লাভ করে থাকে। আদম (আঃ)-এর নূর ছিল সাদা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূর সবুজ। সেজন্য দেখা যায়, তারা মসজিদ বা কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করে তাতে সবুজ রঙ করে ও মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিধান করে। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসূলের কবরের উপরও অনুরূপ সবুজ গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত আক্বীদার শেষ পরিণতি জানতে চাই।

-খাদেমুল ইসলাম, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নবী করীম (ছাঃ) বা ছাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে কোন বর্ণনা আসেনি। অতএব এই ধরনের আক্বীদা পোষণ করা বিদ'আত। আর কবরের উপর কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা হারাম *(মুসলিম হা/৯৭০; হাকেম হা/১৩৩০; মিশকাত হা/১৬৭০)*। এই বিদ'আতের সূচনা হয়েছে হিজরী ৭ম শতাব্দীতে ছূফীবাদী তুর্কী শাসকদের মাধ্যমে।

তুর্কীরাই রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের উপর সবুজ গম্বুজ স্থাপন করেছিল। ইতিপূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। হিজরী ৬৭৮ মোতাবেক ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গম্বুজটি নির্মাণ করেন মামলূক সুলতান কালাউন। অতঃপর হিজরী ৮৮৬ মোতাবেক ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর সুলতান আশরাফ কায়েতবায়ী ৮৮৭ হিজরীতে পুনরায় পিলার দিয়ে একটি কালো পাথরের গম্বুজ নির্মাণ করেন। পরবর্তী শাসকদের আমলে তাতে সাদা এবং নীল রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল। ৯৪৬ হিজরীতে গম্বুজের উপর তুর্কী খেলাফতের প্রতীকবাহী চন্দ্রাকৃতি স্থাপন করেন মক্কার শাসক ওয়াছেল। অতঃপর হিজরী ১২৩৩ সালে ওছমানীয় সুলতান আব্দুল হামীদ-২ নতুনভাবে গম্বুজটি নির্মাণ করেন। তিনি ইবনু 'আরাবী (৫৫৮-৬৩৮ হিঃ)-এর ভ্রান্ত ছূফীবাদী আক্বীদাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ১২৫৩ হিজরীতে গম্বুজের উপর সবুজ রঙের প্রলেপ দেন। তখন থেকে এটি 'কুব্বাতুল খাযরা' (সবুজ গম্বুজ) নামে পরিচিতি লাভ করে এবং তা আজও রয়েছে।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারী সংস্কারবাদীগণ মদীনার বাক্বী' কবরস্থানের সকল কবরের উপর থেকে গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলে দেন। কিন্তু বৃহত্তর ফিৎনার আশংকায় এবং গম্বুজটির বিশ্বব্যাপী পরিচিতির কারণে এটি ভাঙ্গেননি *(রশীদ রেযা, আল-ওয়াহহাবিইয়ূন ওয়াল হিজায ৬৯-৭১ পৃঃ; আলী হাফেয, ফুছূল মিন তারীখিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ ১২৭-২৮ পৃঃ)*। এর বিরুদ্ধে সঊদী ওলামায়ে কেরাম সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও কেবল ফিৎনার আশংকায় সরকার এটা রেখে দিয়েছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/২৭০)*।

রাসূল (ছাঃ) সবুজ নয় বরং কালো পাগড়ী পরিধান করতেন। আমর বিন হুরায়েছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর খুৎবা দিলেন, তখন তাঁর উপর কালো পাগড়ী ছিল। যার দু'মাথা কাঁধের মাঝে ঝুলছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১০)*। জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা ইহরামে যখন কা'বা গৃহে ঢুকলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল *(ইবনু মাজাহ হা/২৮২২)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) সাদা পোষাক পরিধান করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি পূত-পবিত্র। আর এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও' *(তিরমিযী হা/২৮১০; মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোষাক হ'ল সাদা পোষাক। এই পোষাকে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাবে এবং নিজেরাও তা পরবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৭২; মিশকাত হা/১৬৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল' *(বুখারী হা/১২৬৪; মুসলিম হা/৯৪১)*। সুতরাং সবুজ রঙের কোন বিশেষত্ব ইসলামে নেই।

সবুজ রং সম্পর্কে কেবল এতটুকুই এসেছে যে, হাশরের মাঠে রাসূল (ছাঃ)-কে সবুজ পোষাক দেওয়া হবে এবং শহীদদের রূহ জান্নাতে সবুজ পাখির ভিতর থাকবে। যেমন- কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষকে উঠানো হবে। আমি এবং আমার উম্মত একটি উপত্যকার উপর থাকব। আমার প্রতিপালক আমাকে সবুজ জোড়া পরাবেন। তারপর আমাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা বলার বলব। এটাই হচ্ছে মাক্বামে মাহমূদ' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৭০, ইবনে হিব্বান হা/৬৪৪৫)*। আর শহীদদের রূহ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের রূহ সবুজ পাখির পেটে থেকে জান্নাতের বিভিন্ন নদী ও বাগান থেকে আহার করে *(মুসলিম হা/৪৯৯৩)*।

সুতরাং যারা সবুজ রংকে বিশেষ পবিত্র মনে করে এবং প্রশ্নে বর্ণিত ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ পোষণ করে, তারা এরূপ দলীলবিহীন ও রাসূলের আদর্শ বিরোধী আক্বীদা পোষণের কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা সেদিন রাসূল (ছাঃ) তাদের বলবেন, দূর হও দূর হও, যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ' *(বুখারী হা/৭০৫০; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১ 'ফিতান' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : প্রিয় ব্যক্তিকে হেদায়াতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ আছে কি? দো'আ থাকলে সেটি কি?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রিয় ও অপ্রিয় যেকোন ব্যক্তির হেদায়াতের জন্য

দো'আ করার বিধান রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাহাবীর হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছেন। তিনি একবার আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মায়ের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫)*। তিনি একবার দাউস সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেন *(বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৯৯৭)*। তিনি আরেকবার মু'আবিয়ার হেদায়াতের জন্য দো'আ করেন *(তিরমিযী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৬২৩৫; ছহীহাহ হা/১৯৬৯)*। তিনি জারীরের জন্য দো'আ করেছিলেন *(বুখারী হা/৩০২০; মুসলিম হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫৮৯৭)*। তবে এজন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই। বরং তার জন্য পরিস্থিতির সাথে উপযুক্ত যে কোন মাসনূন দো'আ পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : যদি ছালাতের মধ্যে হঠাৎ যৌন উত্তেজনা বোধ হয় এবং মযী নির্গত হওয়ার ধারণা হয়, তবে কি ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করতে হবে?

-ইরতিযা হাসান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মযী নির্গত হওয়ার ধারণা নিশ্চিত হ'লে ছালাত ছেড়ে দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। তবে কেবল ধারণা হলে বা ভেজা অবস্থা বুঝতে না পারলে ছালাত অব্যাহত রাখবে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ছালাত ত্যাগ করবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু (বায়ু) শব্দ পায় এবং এরপর তার সন্দেহ হয় যে, তার পেট হ'তে কিছু (বায়ু) বের হ'ল কি-না, তাহ'লে সে যেন ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে মসজিদ হ'তে বের না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (বায়ু বের হবার) কোন শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়' *(বুখারী হা/১৩৭, মুসলিম হা/৩৬২, মিশকাত হা/৩০৬)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) ইফতারের সময় তার সন্তানদের সাথে নিয়ে মুনাজাত করতেন। এর সত্যতা আছে কি?

-ছফিউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইফতারের সময় পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের ডেকে দো'আ করতেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৯০৭; মুসনাদে ত্বায়ালেসী হা/৬২৬২; ইরওয়া ৪/৪৪)*। এছাড়া 'ইফতারের সময় দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; যঈফাহ হা/৪৩২)*। তাছাড়া উক্ত হাদীছে হাত তুলে জামা'আতবদ্ধ দো'আর কথা বলা হয়নি। বরং ছায়েমের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। ছিয়ামের অবস্থায় তার দো'আ যে কোন সময় কবুল হয় *(নববী, আল- মাজমূ' ৬/৩৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন ধরনের লোকের দো'আ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ছায়েম যতক্ষণ ইফতার না করে... *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২; ছহীহাহ হা/১৭৯৭)*।

সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় সর্বদাই দো'আ কবুল হওয়ার যোর সম্ভাবনা রয়েছে। আর এটাই হাদীছ সম্মত।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : হাড়ের তৈরি পাত্রে খাওয়া ও পান করার বিধান কি?

-শাহাদাত হোসাইন, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হালাল প্রাণীর প্রক্রিয়াজাত হাড়ের তৈরি পাত্রে খাওয়া ও পান করায় কোন দোষ নেই। কেননা এগুলো মৌলিকভাবে পবিত্র। যারা এগুলোকে অপবিত্র বলেছেন তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/৯৬-১০৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : একটি জমি কবরস্থানের নামে ওয়াক্বফ করা হয়েছে। এক্ষণে উক্ত জমির কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি? বা ওয়াক্বফের জমি পরিবর্তন করে অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে লাগানো যাবে কি?

-সাখাওয়াত হোসেন, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ওয়াক্বফের নিয়ম হ'ল, যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্বফ করা হয়েছে, কেবল সেজন্যই তা ব্যবহৃত হ'তে হবে। তবে ইবনু তায়মিয়া সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে, অধিকতর কল্যাণের উদ্দেশ্যে হ'লে ওয়াক্বফকারীর প্রদত্ত শর্ত পরিবর্তন করা যায়। অতএব উক্ত জমির কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ জনগণের জন্য অধিক কল্যাণকর হ'লে তাতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে ওয়াক্বফকৃত জমির কিছু অংশ অন্য কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারে দোষ নেই ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ১/৫০৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৫৬০-৬১; ইবনু যুরাইক মারদাভী, আল-মুনাক্বালাতু ওয়াল ইস্তিবদাল বিল আওক্বাফ বই দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ক্বিয়ামুল লায়েলের শুরু সময় কখন? এটা কি মাগরিবের পর থেকে শুরু করা যায়?

-সাজিদুল করীম, গাযীপুর।

উত্তর : ক্বিয়ামুল লায়েলের সময় শুরু হয় এশার ছালাতের পর থেকে এবং অব্যাহত থাকে ছুবহে ছাদিকের পূর্ব পর্যন্ত *(মুসলিম হা/৭৪৫; মিশকাত হা/১২৬১; ছহীহাহ হা/১০৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তিন রাত্রি মসজিদে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন। প্রথম দিন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এবং তৃতীয় দিন নিজের স্ত্রী-পরিবার ও মুছল্লীদের নিয়ে সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬, মিশকাত হা/১২৯৮)*।

প্রচলিত অর্থে 'ক্বিয়ামুল লায়েল' বলতে রামাযানের শেষ দশকে রাত্রি জাগরণকে বুঝায়। এই সময় লায়লাতুল ক্বদর সন্ধানে অধিকহারে ইবাদত করতে হয়। যার উত্তম নমুনা হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম। যা উপরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এই বাইরে যা কিছু বলা হয় বা করা হয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমলে তার কোন ভিত্তি নেই। যদিও হারামায়েনে আগ রাতে দশ দশ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। অতঃপর রাত ১-টা থেকে বিতর সহ তের রাক'আত 'তাহাজ্জুদ' বা 'ক্বিয়ামুল লায়েল' করা হয়। ছহীহ বা যঈফ কোন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) একই রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টি আদায় করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তিনি কখনো ১১ বা ১৩ রাক'আতের ঊর্ধ্বে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন বলেও কোন প্রমাণ নেই। তিনি বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে তোমরা আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১)*।

অতএব ঐ সময় অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত বা দো'আ-দরূদ ও তাসবীহ পাঠে মনোনিবেশ করা উচিৎ। যারা মাসজিদুল হারামে থাকেন, তারা ১১ বা ১৩ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ-এর বাইরে অধিকহারে ত্বাওয়াফ করতে পারেন।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই। এক্ষণে এটা কি ছালাতের থেকেও উত্তম।

-মুহাম্মাদ মামূন, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রত্যেক আমল তার নিজ অবস্থানে উত্তম। রাসূল (ছাঃ) ব্যক্তি বা সময় আবার কখনো অবস্থার প্রেক্ষিতে একেকটি আমলকে উত্তম আমল বলেছেন। কখনো ছালাত, কখনো হজ্জ, কখনো জিহাদ আবার কখনো ছিয়াম। তবে ইবাদতগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত ছালাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছালাত। সুতরাং যার সাধ্য রয়েছে তা অধিকহারে আদায় করার সে যেন তাই করে' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৮৭০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৯০)*। আর প্রশ্নোল্লেখিত নাসাঈ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম সিন্ধী বলেন, প্রবৃত্তি দমনে এবং শয়তানী প্ররোচনা প্রতিহতকরণের ক্ষেত্রে বা অধিক ছওয়াবের ক্ষেত্রে এর সমতুল্য কিছুই নেই। এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, আত্মাকে মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখা আর তা হ'ল তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩; 'হাশিয়াতুস সিন্ধী 'আলান নাসাঈ' অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : তালাকের সময় দু'জন সাক্ষী থাকা যরূরী কি?

-আব্দুল মতীন, রাজশাহী।

উত্তর : তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কোন সাক্ষী উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। এমনকি স্ত্রী উপস্থিত থাকা বা তাকে তালাকের কথা শোনানোও শর্ত নয়। স্বামী তালাকের বিষয়টি যে কোন মাধ্যমে স্ত্রীকে জানালে তালাক কার্যকর হবে। এভাবে তিন তুহরে তিন তালাক দিলে স্ত্রী স্থায়ী (বায়েন) তালাক হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রেও দু'জন সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ৬/৩০০; আবুদাঊদ হা/২১৮৬; ইরওয়া হা/২০৭৮)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : একটি মসজিদে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে ওরস হয়। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় ও দান করা যাবে কি?

-শাহাবুল আলম, বদলগাছি, নওগাঁ।

উত্তর : 'ওরস' একটি বিদ'আতী প্রথা। 'ওরস' শব্দের মূল অর্থ নবদম্পতির বাসর। এখান থেকে রূপকার্থে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে পীরের আত্মার সাথে আল্লাহ্র পরমাত্মার মিলনের আনন্দঘন মুহূর্ত। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'ওরসে'র মত কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব সালাফে ছালেহীনদের যুগে ছিল না *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, পৃঃ ৯১)*। সুতরাং যেসব মসজিদে এরূপ বিদ'আতী কাজ হয়, সেখানে ছালাত আদায় করা বা দান করা মোটেই সিদ্ধ নয়। তাদের কোন কাজে সহযোগিতা করা বা তাবার্রুকের নামে তাদের দেওয়া খাবার খাওয়া যাবে না *(মায়েদাহ ৫/২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/১৭৬, ২/২৫৭-২৬৪)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : ইসমে আযম কোনটি সে ব্যাপারে কি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে? ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসমে আযম কোনটি?

-হাবীবুর রহমান, মহিষখোচা, লালমনিরহাট।

উত্তর : ইসমে আ'যম নির্ধারণে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এরূপ মোট ১৪টি মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১. (هُوَ) হুওয়া, ২. আল্লাহ, ৩. আল্লাহুর রহমানুর রাহীম, ৪. আর-রহমানুর রাহীমুল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, ৫. আল-হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, ৬. আল হান্নানুল মান্নানু বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল-হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, ৭. বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি যুল জালা-লি ওয়াল ইকরাম, ৮. যুল জালা-লি ওয়াল ইকরাম, ৯. আল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ, ১০. রাব্বী রাব্বী, ১১. লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালেমীন, ১২. হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বিল আরশিল 'আযীম, ১৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ১৪. ইসমে আযম আসমাউল হুসনার মধ্যে কোন একটি যা লুক্কায়িত রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে কোনটি ছহীহ, কোনটি যঈফ, কোনটি মওকূফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু হাজার, শাওকানী ও আলবানী (রহঃ)-এর মতে সনদ ও মতনের দিক থেকে উল্লেখিত ৯ম তথা বুরায়দাহ বর্ণিত হাদীছটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ *(ফাৎহুল বারী ১১/২২৪-২২৫; তোহফাতুয যাকেরীন পৃঃ ৫২; যঈফাহ হা/২১২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, শব্দ ও অর্থগতভাবে 'আল্লাহ' শব্দটিই ইসমে আযম। এটি পবিত্র কুরআনে সর্বোচ্চ ২৬৯৭ বার এসেছে। এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নাম হ'ল 'আল-হাইয়ুল কাইয়ূম' *(মাদারিজুস সালিকীন ১/৩২; মুগনিউল মুহতাজ ১/৮৮, ৮৯; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ১/১৬০)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : শেষ যামানায় আল্লাহ্র অবাধ্যতা ব্যতীত জীবিকা অর্জন সম্ভব হবে না- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আমীনুল ইসলাম, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

উত্তর : উক্ত মর্মে পাঁচটি সনদে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সবগুলো যঈফ ও মুনকার। সাখাভী বলেন, উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলো ভিত্তিহীন *(আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ১/৩২৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এধরনের হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে পরিচিত নয় *(মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/৩৮৩)*। যাহাবী ও ইরাকী একে যঈফ ও জাল এবং শায়খ আলবানী মুনকার বলেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৭০; যঈফুত তারগীব হা/১৬৩৭)*। অতএব এই হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : ওয়াইস ক্বারনী ও হাসান বছরী (রহঃ) কি ছূফী ছিলেন যেমনটি দাবী করা হয়?

-মুহাইমিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : বিশিষ্ট তাবেঈ ওয়াইস ক্বারনী (মৃ. ৩৭ হিঃ) এবং

হাসান বছরী (২১-১১০ হিঃ) কথিত ছূফী ছিলেন না; বরং তারা আল্লাহভীরু, ইবাদতগুযার ও দুনিয়াত্যাগী যাহেদ ছিলেন। তাঁদের সাথে প্রচলিত ছূফী আক্বীদার দূরতম সম্পর্ক নেই। অথচ বিদ'আতীরা তাঁদেরকে ছূফীবাদের প্রাণপুরুষ মনে করে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ছূফী মতবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানা যায়, তাতে আবু হাশেম কূফীর (মৃ. ১৫০ হিঃ) নাম প্রথমে আসে। এই ব্যক্তি শামে অবস্থানকালে প্রথম এই মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, আবু হাশেম না থাকলে রিয়া বা লোক দেখানো আমলের বাস্তব রূপ বুঝতে পারতাম না। কেউ কেউ শী'আদের ইমাম জা'ফর ছাদেকের ছাত্র ও দার্শনিক জাবের বিন হাইয়ানকে (মৃ. ২০৮ হি.), আবার কেউ কূফার এক যিন্দীক্ব নেতা আব্দুল করীমকে (মৃ. ২১০ হি.) ছূফী মতবাদের উদ্ভাবক বলে অভিহিত করেছেন *(দ্র. আল-মাওসূ'আতুল মুয়াস্সারাহ ফিল আদইয়ানে ওয়াল মাযাহিবিল মু'আছারাহ ১/২৫১)*। অতএব ওয়াইস ক্বারনী ও হাসান বাছরীকে ছূফী মতবাদে টেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাঁদের মৃত্যুর বহু পরে এই ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : নাছেবী কারা? বর্তমান যুগে কি এদের অস্তিত্ব আছে?

-ড. শিহাবুদ্দীন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নাছেবী তারা যারা আলী (রাঃ) ও আহলে বায়তের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে নিন্দা করে ও গালাগালি করে। এরা আক্বীদার ক্ষেত্রে রাফেযীদের বিপরীত। তারা আহলে বায়তের প্রতি শত্রুতা করে বিশেষ করে আলী (রাঃ)-এর প্রতি। তাদের কেউ তাকে গালি দেয়, কেউ পাপাচারী বলে এবং কেউ কাফির বলে ফৎওয়া প্রদান করে। এরা চরমপন্থী খারেজীদেরই একটি অংশ। কাফির না হ'লেও তারা ইসলামের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। তাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/১৫৪, ২৮/৫০০-১৮; মিনহাজুস সুন্নাহ ৭/৩৩৯; উছায়মীন, শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়াহ ২/২৮৩)*। বর্তমান যুগে এই দলের কোন অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও শী'আরা প্রথম যুগ থেকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'কেই এই নামে অভিহিত করে। কেননা তারা মনে করে যারা শী'আদের বিরোধী, তারা প্রত্যেকেই আলী (রাঃ) এবং আহলে বায়েতের প্রতি বিদ্বেষী। অর্থাৎ শী'আবিরোধী সকলকেই তারা নাছেবী অভিহিত করে। সেই সূত্রে প্রথম তিন খলীফাসহ প্রায় সকল ছাহাবী, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম বুখারী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়া, ইবনু কাছীর, যাহাবীসহ মুসলিম বিদ্বানগণকে তারা নাছেবী আখ্যায়িত করে *(দ্র. বদর আল-আউয়াদ, আন-নাছবু ওয়ান নাওয়াছেব, পৃ. ২৬২-৫২২)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : শী'আদের রাফেযী বলার কারণ কি? সকল শী'আই কি রাফেযী?

-শারমিন সুলতানা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : শী'আদের মধ্যে ২২টি দল রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আক্বীদাসম্পন্ন হ'ল রাফেযী সম্প্রদায়। এদের আবির্ভাব হয়েছিল ইহূদী নেতা আব্দুল্লাহ বিন সাবার মাধ্যমে। রাফেযী শব্দের অর্থ প্রত্যাখ্যানকারী। একদা একদল শী'আ যায়েদ বিন আলী যায়নুল আবেদীন (রহঃ)-এর নিকট এসে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) থেকে মুক্তি চাইল। তখন তিনি বললেন, তারা তো আমার দাদার (আলী রাঃ-এর) সহযোগী ছিলেন। তখন তারা বলল, তাহ'লে আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করলাম। জওয়াবে তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা প্রত্যাখ্যানকারী। সেই থেকে এই চরমপন্থী শী'আদেরকে রাফেযী বা প্রত্যাখ্যানকারী বলা হয় *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৩৯০)*। এছাড়া আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেও তাদেরকে রাফেযী বলা হয়ে থাকে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ১/৩৫, ২/৯৬, ৩/৪৭০)*।

এর বিপরীতে যে সকল শী'আ যায়েদ বিন আলী (রহঃ)-এর অনুসারী হিসাবে তুলনামূলক উদারপন্থী ছিল তাদেরকে যায়েদী বলা হয়। রাফেযীরা আলী, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ব্যতীত প্রথম তিন খলীফা আবুবকর, ওমর, ওছমান ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-সহ প্রায় সকল ছাহাবীকে 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী বলে এবং নিকৃষ্টভাবে গালি-গালাজ করে *(ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবে ইমাম আহমাদ ১৬৫ পৃঃ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/৪৩৫, ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ, ৩২-৫০ পৃঃ)*। সেজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) রাফেযী ও জাহমীদেরকে ইহূদী ও খৃষ্টানদের সাথে তুলনা করে তাদের পিছনে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে চরম আপত্তি করেছেন *(খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃঃ ৩৩)*।

বর্তমান যুগে জা'ফরিয়াহ, ইমামিয়া, ইছনা 'আশারিয়া বা খুমায়নীয়াহ নামে পরিচিত শী'আ দলগুলি সাধারণভাবে রাফেযী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও এদের মধ্যে রয়েছে নুছায়রিয়া ও ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়, যাদের আক্বীদা মূর্তি পূজারীদের ন্যায় ভ্রান্ত *(বিন বায, ফাতাওয়া আল-জামিউল কাবীর)*। এতে বুঝা যায় যে, পুরা শী'আ সম্প্রদায়টিই রাফেযীদের ন্যায় ভ্রান্ত।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : ছালাত আদায়কালে আমার বাম পাশের কোন মুছল্লী ছালাত ছেড়ে চলে গেলে আমি কিভাবে কাতার পূরণ করব?

-আতীকুল ইসলাম, বরিশাল।

উত্তর : এরূপ ক্ষেত্রে ডানে বা বামের মুছল্লীরা ধীর-স্থিরভাবে ফাঁকা স্থান পূর্ণ করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) কাতারের ফাঁকা স্থান পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে কাতারের ফাঁক বন্ধ কর। কেননা শয়তান কালো বকরীর বাচ্চার ন্যায় ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। অথবা ফাঁকা স্থানের পিছনের কাতারের মুছল্লীরা ধারাবাহিকভাবে সামনের ফাঁকা স্থান পূরণ করবে *(তিরমিযী হা/৬০১; আহমাদ হা/২৪০৭৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৬/২৭)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : মাতৃগর্ভে মৃত সন্তানের সুফারিশ পিতা-মাতা লাভ করবে কি? তারা পিতা-মাতার জন্য কোন উপকারে আসবে কি?

-তালেবুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : যে সন্তান মাতৃগর্ভে চার মাস বা ১২০ দিন অবস্থান করার পর গর্ভচ্যুত হবে বা মারা যাবে সে সন্তান পিতা-মাতার উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ *(নববী, আল মাজমূ' ৫/২৮৭; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ২/২২৮)*। কারণ এ সময় তাকে জীবন, রিযিক ও বয়স দান করা হয় ও ভাগ্য লিখে দেওয়া হয়। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যদি কোন মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায় এবং সেই মা ধৈর্য ধরে ছওয়াবের আশা করে, তাহ'লে সে সন্তান তার নাড়ী ধরে টেনে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৭৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/২০০৮)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : আমার এক বছরের একটি কন্যা সন্তান মারা গেছে। ইতিপূর্বে তার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি। এখন তার আক্বীক্বা দিলে পিতা-মাতার উপকারে আসবে কি?

-হালীমা আখতার, টঙ্গী, গাজীপুর, ঢাকা।

উত্তর : মৃত শিশুর জন্য আক্বীক্বা দেওয়া যেতে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে... *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। আর বন্ধক থাকার বিষয়টি মৃত্যু হ'লেও অবশিষ্ট থাকে। বন্ধক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই আক্বীক্বা দেওয়া উচিৎ। শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ)*।

সুতরাং আক্বীক্বা দেওয়ার জন্য বাচ্চা বেঁচে থাকা শর্ত নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৪৪৫)*। বন্ধক থাকা হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে এসবের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হ'ল যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন। তিনি বলেন, এটি সন্তানের শাফা'আতের বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি মনে করেন, যদি সন্তানের আক্বীক্বা না করা হয়। অতঃপর সে শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে সে তার পিতা-মাতার জন্য শাফা'আত করবে না *(ফাৎহুল বারী ৯/৫৯৪)*। অতএব উক্ত বাচ্চার শাফা'আতের আশায় তার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করা যেতে পারে *(দ্র. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃ.৫৪)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : রাসূল (ছাঃ) সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে বলেছেন। এক্ষণে কেউ যদি ছয়টি অঙ্গের উপর সিজদা করে তাহ'লে তার ছালাতে কোন ক্ষতি হবে কি?

-মামূন বিন জালাল, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাতটি অঙ্গের উপর ভর করে সিজদা করাই নিয়ম। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) নিজে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ছাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সাতটি হাড় (অঙ্গ) দ্বারা সিজদা করি। কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ। আর আমরা যেন কাপড় ও চুল না গোটাই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৭)*। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) বলেন 'তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন বান্দা সিজদা করে, তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গ সিজদা করে। তার চেহারা, দুই হস্ত তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা' *(আবুদাঊদ হা/৮৯১; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৫)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, উক্ত সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলির কোন একটি বাদ দিলে ছালাত বাতিল হবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতাবশে কোন একটি অঙ্গ সিজদায় না গেলে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৭/৬৭-৬৮)*।

ইবনু ত্বাঊস স্বীয় নাকের দিকে ইশারা করে বলেন, এটি সপ্ত অঙ্গের একটি। সিন্ধী ও কুরতুবী বলেন, নাক চেহারারই অংশ। অতএব কপাল ও নাক দু'টিই মাটিতে রাখতে হবে। 'হাত' বলতে পাঁচ আঙ্গুল সহ 'হস্ত তালু' বুঝায়। যা সিজদার সময় স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী থাকবে। 'দুই পায়ের অগ্রভাগ' বলতে আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগকে ক্বিবলামুখী করা বুঝায়। যেগুলিকে সাধ্যমত ক্বিবলামুখী করে রাখতে হবে *(মির'আত)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে কি?

-নাসরীন সুলতানা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না এবং দেহে রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৪৫; মাজাল্লাতু মাজমা'ইল ফিক্বহিল ইসলামী ১০/৯১৩)*। তবে নাকে ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা আবশ্যক। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০)*। স্মর্তব্য যে, ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (আরোগ্যের জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯)*। আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, আপনারা কি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে অপসন্দ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে দুর্বলতার বিষয়টি ভিন্ন *(বুখারী হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২০১৬)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : ছিয়াম অবস্থায় ব্যথা বা জ্বর উপশমের জন্য সাপোজিটরী ও শ্বাস কষ্ট দূর করার জন্য ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। কারণ এগুলো কোন খাদ্য নয় যা পাকস্থলীতে যায়। আর এগুলি রক্ত তৈরিতেও সহায়তা করে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৪৫; মাজাল্লাতু মাজমা'ইল ফিক্বহিল ইসলামী ১০/৯১৩)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : রাসূল (ছাঃ) ছালাতে কাপড় ও চুল গোটাতে নিষেধ করেছেন। এক্ষণে কেউ যদি কাপড় গুটানো অবস্থায় ছালাত শুরু করে তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?

-জামালুদ্দীন, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ছালাতে জামার কাপড় ও চুল গুটিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৭)*। অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাপড় ও চুল গুটানো অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(মিরক্বাত হা/৮৮৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তবে সুন্নাতের খেলাফ হওয়ায় ছওয়াবের ঘাটতি হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ব্যক্তি ছালাত থেকে ফিরে আসে। এমতাবস্থায় তার জন্য ছওয়াব লেখা হয় দশ ভাগের এক ভাগ বা নয় ভাগের, আট ভাগের, সাত ভাগের, ছয় ভাগের, পাঁচ ভাগের, চার ভাগের, তিন ভাগের বা অর্ধেক *(আবুদাঊদ হা/৭৯৬; আহমাদ হা/১৮৯১৪)*।

Contents

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় না খেয়ে ছিয়াম রাখায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-কামালুদ্দীন, কুলসোনা, বর্ধমান, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে সাহারী না করে ঘুমিয়ে থাকা সুন্নাতের বরখেলাফ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সাহারী খাও। কেননা তাতে বরকত রয়েছে' *(বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫)*। তিনি বলেন, 'আমাদের ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী করা' *(মুসলিম হা/১০৯৬)*। অর্থাৎ ইহূদী-নাছারারা সাহারী করে না, আমরা করি। তিনি আরও বলেন, সাহারী বরকতপূর্ণ খাদ্য। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ করো না। বরং একঢোক পানি হ'লেও তোমরা তা পান করো। কেননা আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সাহারী গ্রহণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৮৩)*। তবে বাধ্যগত কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : মসজিদের অনুদানের টাকা দিয়ে ইমাম ও মুওয়ায্যিনের বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল আউয়াল, মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। মসজিদ পরিচালিত হয় মুসলমানদের কল্যাণার্থে। আর ইমাম ও মুওয়ায্যিন এই কল্যাণের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং তাদেরকে মসজিদের জন্য প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ থেকে বেতন ও ভাতা দেওয়া যাবে *(ইবনু কুদামাহ, আল মুগনী ১/৩০১; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/৪৯২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৬/২)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন বা অনুরূপ কর্মের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আকরাম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা অন্য কোন উপায়ে বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। এটি কবীরা গোনাহ। আল্লাহ বলেন, যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। সুতরাং শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কেউ এই গর্হিত কর্মে লিপ্ত হ'লে তাকে তদস্থলে অন্য মাসে একটি ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে। তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে না। কেননা এটি সরাসরি সহবাসের মত নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩৪৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/২৫১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২৫৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : অসৎ সঙ্গী ও অসৎ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয়ের দো'আ জানতে চাই।

-আমীর হামযা, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এজন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السَّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السَّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السَّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ وَمِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ– 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিইঁ ইয়াওমিস সাওএ, ওয়া মিন লায়লাতিস সাওএ, ওয়া মিন সা'আতিস সাওএ, ওয়া মিন ছাহেবিস সাওএ, ওয়া মিন জা-রিস সাওএ ফী দা-রিল মুক্বামাহ'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, মন্দ সাথী এবং বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮১০; ছহীহুল জামে' হা/১২৯৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : আমি মাথায় পৃথক স্কার্ফ বেঁধে তার উপর বোরকা পরিধান করি। এক্ষণে ওযূর সময় কিভাবে মাথা মাসাহ করব? আমাকে উক্ত স্কার্ফটি খুলতে হবে নাকি স্কার্ফের ওপরই মাথা মাসাহ জায়েয হবে?

-মাহফূযা খাতুন, সাবগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : যদি স্কার্ফ খোলা কষ্টকর হয় তবে তার উপরেই মাসাহ করবে। রাসূল (ছাঃ) মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন *(বুখারী হা/২০৫; মুসলিম হা/২৭৫)*। তিনি বলেছেন, 'তোমরা মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ কর' *(আহমাদ হা/২৩৯৩৯, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তার মাথার সম্মুখের অংশ ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন' *(মুসলিম হা/২৪৭; মিশকাত হা/৩৯৯)*। অতএব স্কার্ফ বা মস্ত কাবরণ কিছু সরিয়ে অথবা প্রয়োজনে তার উপরেই মাসাহ করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল 'উমদাহ ১/২৬৫-৬৬; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১/৩০৩ উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৩৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : মহিলাদের সাদা স্রাবের কারণে কি ওযূ ভঙ্গ হয়?

-আয়েশা পারভীন, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

উত্তর : সাদা স্রাব নির্গমনের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কোন পুরুষের মযী বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়। ছালাতরত অবস্থায় এমন দেখা দিলে সে ছালাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর লজ্জাস্থান ধুয়ে এসে ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে। তবে এটি যদি কারো নিয়মিত ব্যাধি হয় এবং তা চলমান হয়, তাহ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে না। ঐ অবস্থাতেই সে ছালাত আদায় করবে' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ২১/২২১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২১৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপর ছালাত ফরয ছিল কি? থাকলে তাদের ছালাতের পদ্ধতি কি ছিল?

-ফরীদুন্নাহার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তর : পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের উপর ছালাত ফরয ছিল। এটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*। তিনি মূসা (আঃ)-কে বলেন, 'আমরা মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরের মধ্যেই ক্বিবলা নির্ধারণ কর ও সেখানে ছালাত আদায় কর। আর তুমি মুমিনদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও' *(ইউনুস ১০/৮৭)*। তিনি ঈসা (আঃ)-এর মা মারিয়ামকে বলেন, 'হে মারিয়াম! তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে রত হও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ ও সিজদা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমরা নবীগণ আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা দ্রুত ইফতার করি, দেরীতে সাহারী করি এবং ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখি' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৪৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২২৮৬)*। তিনি বলেন, কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও নয় যে ঘর তৈরী করেছে, কিন্তু ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আছরের ছালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! তুমি সূর্যকে থামিয়ে দাও! তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন' *(বুখারী হা/৩১২৪; মুসলিম হা/১৪৪৭)*।

উক্ত নবী ছিলেন ইউশা' বিন নূন (আঃ)। যখন তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের উদ্দেশ্যে গমন করেন ও তা জয় করেন' *(হাকেম হা/২৬১৮; আহমাদ হা/৮২৯৮; ছহীহাহ হা/২০২)*। যিনি মূসা (আঃ)-এর পরে বনু ইস্রাঈলের নবী ও নেতা ছিলেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তীদের উপরও ছালাত ফরয ছিল। তবে সে ছালাত কত ওয়াক্ত ছিল বা তার পদ্ধতি কেমন ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২৩৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : ছিয়াম অবস্থায় বিমানে পশ্চিম দিকে গেলে দিন বড় হয়ে যায়, তাহ'লে আমি কি বিমানে বাংলাদেশের সময়ে ইফতার করব নাকি সেদেশের সময়ে ইফতার করব?

-আল-মামূন, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইফতারের বিষয়টি সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কিত। অতএব যেদেশে অবস্থান করবে সে দেশে যখন সূর্য অস্তমিত হবে তখন ইফতার করবে। এক্ষণে বিমানে অবস্থানকালে যখন সূর্যাস্ত হ'তে দেখবে, তখন ইফতার করবে। যদিও দিন বড় হয়ে যায়। তবে দিন বড় হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করা কারো জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেলে ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে সেটি ক্বাযা করে নিবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৩৬-১৩৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : একটি বইয়ে দেখলাম যে, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর বেশী বেশী পাঠ করলে নিফাক্ব হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়, এটা নাসাঈতেও বর্ণিত আছে। এখন আমার প্রশ্ন হ'ল হাদীছটি কি ছহীহ? আর আমলগত মুনাফিকও কি স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে?

- সাইফুল ইসলাম, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহে অধিকহারে যিকির করলে হৃদয় কলুষমুক্ত থাকে *(তিরমিযী হা/৩৩৭৭, সনদ ছহীহ)*। আর আমলগত নিফাক্বের কারণে কেউ স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। কেবলমাত্র যারা আক্বীদাগত মুনাফিক্ব তারাই স্থায়ী এবং জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*। তবে এরা যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে তাহ'লে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন *(নিসা ৪/১৪৬)*। বিদ্বানগণ নিফাক্বকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ছোট নিফাক্ব ও বড় নিফাক্ব। ছোট নিফাক্ব হ'ল আমলগত নিফাক্বী, যা কবীরা গুনাহ হ'তে পারে। আর বড় নিফাক্ব হ'ল আক্বীদাগত বিষয়ে নিফাক্ব, যা কুফরীর চেয়েও মারাত্মক। যেমন সূরা বাক্বারাহ্র প্রথম দিকে ৮-২০ তেরটি আয়াতে তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৪৩৪-৪৩৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : রামাযান মাসে পিল খেয়ে ঋতু বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং সন্তান ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে ঔষধ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে ঋতু বন্ধ রাখা যায় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ছিয়াম অধ্যায় ফৎওয়া নং ৫৩; ১৫/২০০-২০১ পৃঃ)*। তবে এথেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ ফরয ছিয়াম পালনরত অবস্থায় নারীরা ঋতুবতী হ'লে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম ছেড়ে দিতে এবং তা পরবর্তীতে ক্বাযা করার নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২, ক্বাযা ছিয়াম অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : আমি একটি ই-কমার্স কোম্পানীতে ওয়েব ডিজাইনার এবং ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। কোম্পানীর দ্রব্যাদি অধিকাংশই হালাল পণ্য হ'লেও কিছু হারাম পণ্য যেমন মাদকদ্রব্য রয়েছে। এক্ষণে উক্ত কোম্পানীতে চাকুরী করা কি আমার জন্য বৈধ হবে? এতে আমার ইনকাম কি হালাল হবে?

-রাহীল আরশাদ, পাডারবর্ণ, জার্মানী।

উত্তর : অন্যান্য হারাম দ্রব্য সহ সত্তাগতভাবে হারাম যেমন মাদকদ্রব্য থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মে সহযোগিতা করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে যদি অধিকাংশই হালাল পণ্য হয় এবং মাদকদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু সংখ্যক হারাম দ্রব্য থাকে, তবে সেখানে চাকুরী বৈধ হবে এবং ইনকাম হালাল হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ প্রতিষ্ঠানটি হারাম দ্রব্য বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। বর্তমান যুগে জাতীয়-আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বড় বড় বিপনীকেন্দ্রে বিষয়টি অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখান থেকে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। তবুও নিজেকে যে কোন স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হারামের সংশ্রব থেকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত' *(বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২ 'ব্যবসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : রামাযানের দিনের বেলায় এণ্ডোস্কপি পরীক্ষা করালে কি ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

-আব্দুল্লাহ, বড়পেটা, আসাম, ভারত।

উত্তর : এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। এ পরীক্ষা করার সময় লম্বা চিকন একটি পাইপ রোগীর মুখ দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করানো হয়। এটির মাথায় একটি ক্যামেরা থাকে। যা দিয়ে চিকিৎসকগণ রোগীর পেটের ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যেহেতু এণ্ডোস্কপি মেশিনে কোন মেডিসিন ব্যবহার করা বা পাকস্থলীতে কোন খাবার প্রেরণ করা হয় না, তাই এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে যদি এটি প্রবেশ করানোর সময় কোন তরল পদার্থ পাইপের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং তা পাকস্থলীতে যায় তাহ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩৭০-৭১)*। এটি একটি কষ্টদায়ক পরীক্ষা হওয়ায় ছিয়াম ভঙ্গ করা উচিৎ এবং তা অন্য সময় ক্বাযা করা উত্তম।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ বা স্যালাইন দেওয়া হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আলতাফ হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : যেসব ইনজেকশন শুধুমাত্র প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, সেসব ইনজেকশন ছিয়াম অবস্থায় নেয়া যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*। আর যেসব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, তা জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ খাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার নাম। অতএব গ্লুকোস বা অনুরূপ স্যালাইন গ্রহণ করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৫২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৪৬-১৫০)*। প্রয়োজনে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : কোন মহিলা দেশ থেকে ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছার পূর্বে ঋতুবতী হ'লে সে কি ইহরাম ভঙ্গ করবে? এমতাবস্থায় সে কি তানঈম বা আয়েশা মসজিদ থেকে ওমরার জন্য পুনরায় ইহরাম বাঁধবে?

-ক্বাযী হারূণ, আরামবাগ, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় ইহরাম ভঙ্গ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং ছালাত ও তাওয়াফ ব্যতীত অবশিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করবে। এ সময় পোষাক পরিবর্তনেও কোন দোষ নেই। ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করবে ও মাতাফে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/১৮০-১৮১; উছায়মীন, সিত্বনা সুওয়ালান ফী আহকামিল হায়েয ওয়ান নিফাস, প্রশ্ন নং ৪৭)*। কেননা হাদীছে এসেছে, ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী নারীরা মীকাতে পৌঁছে গোসল করবে, ইহরাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে। আবু মা'মার তার বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' বাক্যটি বলেছেন। ইবনু ঈসা বলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ব্যতীত হজ্জ ও ওমরার অন্যান্য সকল কাজ করবে *(আবুদাঊদ হা/১৭৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৩১৬৬; ছহীহাহ হা/১৮১৮)*। উল্লেখ্য যে, হায়েয বা নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধায় কোন ক্ষতি নেই *(মুসলিম হা/১২১০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার কারণে বহু মহিলা সাদা স্রাব ভাঙ্গার অসুখে আক্রান্ত। তাদের বিবাহ হওয়াও কঠিন। এক্ষণে তারা কোন মৈথুনের মাধ্যমে নিজেদের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌনসুখ ভোগ করা হারাম' *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২৫৬)*। সেজন্য বিবাহের চেষ্টা চালাতে হবে। এতদ্ব্যতীত যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরেকটি উত্তম পথ হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৮০)*। সর্বোপরি যে কোন হারাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা করে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন *(তালাক ৬৫/২-৩)*। অতএব সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বনই মুমিনের জন্য শ্রেয়।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : ক্বিয়ামত কোন দিন ও তারিখে হবে। অনেকে বলে যে মুহাররম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার ক্বিয়ামত হবে? এ কথা কতটুকু সত্য?

-নাহীদুল ইসলাম, আটমূল, শিবগঞ্জ ,বগুড়া।

উত্তর : জুম'আর দিন ক্বিয়ামত হবে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীছ রয়েছে *(মুসলিম হা/৮৫৪; আবুদাঊদ হা/১০৪৬; মিশকাত হা/১৩৬৩)*। কিন্তু সেদিন ১০ই মুহাররম হবে এ বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। অতএব ক্বিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই' *(মুল্ক ৬৭/২৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেটের খাবার বেরিয়ে এলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আব্দুল খবীর, মৈশালা, রাজবাড়ী।

উত্তর: এমতাবস্থায় ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সাধারণভাবে বমি হ'লে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে এবং তদস্থলে একটি ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে *(তিরমিযী হা/৭২০, মিশকাত হা/২০০৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : রামাযানে সফরের সময় তারাবীহ্র ছালাত আদায় করার বিধান কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : সফরের সময় তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা যায়। তবে এটি ওয়াজিব বা সুন্নাতে রাতেবার মত নয়। তাই কেউ পরিত্যাগ করলে দোষ নেই। আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে তার সওয়ারীর উপর ক্বিয়ামুল লায়লের ছালাত আদায় করতেন সওয়ারী যে দিকেই মুখ করুক না কেন *(বুখারী হা/১০০০; মিশকাত হা/১৩৪০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে বা বাড়িতে কোন সময় ক্বিয়ামুল লায়েল পরিত্যাগ করতেন না। কোন কারণে ঘুম বিজয়ী হ'লে সকালে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করে নিতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৩১১)*। অতএব সফরে ক্বিয়ামুল লায়েল সহ অন্যান্য নফল ছালাতগুলো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার। পড়লে ছওয়াব পাবে। আর না পড়লে গুনাহ হবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৪০০-৪০১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/২০৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৫৯)*।